তখ্‌ত্‌-ই-তাউস

ঐতিহাসিক নাটক

অজয় দাশগুপ্ত

ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
কলিকাতা ৬

প্রথম প্রকাশ
জন্মাষ্টমী ১৩৫৯
প্রকাশক—
শ্রীগোপাল দাস মজুমদার, ৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট।
প্রচ্ছদ পট—
অঙ্কন ও মুদ্রণ
বস্থ এ্যাণ্ড প্রিণ্টহোম, ১০৪ বিডন ষ্ট্রীট
ব্লক—
প্রিণ্টার্স প্লেটস্, ২৬ ক্রষ্টোফার রোড্
মুদ্রাকর—
শ্রীমনীন্দ্র রায়
মণ্ডল প্রেস
২৩ ডিকসন লেন

উৎসর্গ

পূজনীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা

৺ক্ষিতীশচন্দ্র অধিকারীর (দাশগুপ্ত)

পূণ্য স্মৃতিতে—

হয়েছে, আমার নাটকে ঐ গুলি দেবার চেষ্টা করেছি। যদি কোথাও দ্বিজেন্দ্র-লালের প্রভাব লক্ষিত হয় সে ত্রুটী ক্ষমার্হ।

নাট্য রচনায় ডাঃ শ্রীমাখনলাল রায় চৌধুরীর জাহানারার আত্ম-কাহিনী, জনাব রেজাউল করীম প্রণীত সাধক দারা শিকোহ, আচার্য্য যদুনাথ সরকারের Aurangzib, Anecdotes of Aurangzib, শ্রীযামিণীকান্ত সোম প্রণীত আওরঙ্গজেবের পত্রাবলী, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত জহানআরা, ডাঃ সাদেক আলী প্রণীত A vindication of Aurangzib, জনাব হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন প্রণীত আলমগীর, এবং প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত অধ্যাপক শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো মহাশয়ের প্রবন্ধগুলির সাহায্য গ্রহণ করেছি। 'নিভৃত হৃদয় মাঝে' গান খানি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৺ক্ষিতিশ চন্দ্র দাশগুপ্তের রচিত।

তখ্‌ত্‌-ই-তাউসে প্রকৃত ইতিহাস কে যথাযথ ভাবে রাখবার চেষ্টা করেছি, নাটকের প্রতিটি চরিত্র ইতিহাস সম্মত। প্রত্যেককে আমি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা নমস্কার জানাচ্ছি, সকলের কাছে আমি ঋণী রইলাম। ইতি—

জন্মাষ্টমী ১৩৫৯

১২২।১।২ বি, মনোহর পুকুর রোড্
কলিকাতা—২৬

বিনীত—
অজয় দাশগুপ্ত (অধিকারী)

—পরিচয়—

শাহজাহান—ভারত সম্রাট

দারা }
সুজা }
আওরঙ্গজেব } —ঐ পুত্র
মুরাদ }

দারবক্‌শ—শাহাজাদা খসরুর পুত্র

সোলেমান }
সিপার } —দারার পুত্র

শেখ-উল ইসলাম—বিখ্যাত কাজি

দানেশমন্দ খাঁ—প্রধান উজীর

শায়েস্তা খাঁ }
মীরজুমলা } —আমীর
জাফর }

খলিউল্লা খাঁ—মনসবদার

মুর্শিদ কুলি—আওরঙ্গজেবের কর্ম্মচারী

আলীনকী—মুরাদের কর্ম্মচারী

শাহাবাজ— ঐ সহচর

ছত্রশাল—বুন্দীর রাজা, দারার ভক্ত

আরাকান রাজ, মুতমদ, প্রহরী সৈনিক নাগরিক খোজা ইত্যাদি।

জাহানারা }
রোসেনারা } —সম্রাট কন্যা

রাণাদিল }
উদীপুরী } —দারার স্ত্রী

সরস্বতী, নর্ত্তকী, বাঁদী ইত্যাদি।

তখত্-ই-তাউস্

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

আগ্রা প্রাসাদ কক্ষ—কাল প্রভাত

[পালঙ্কে তাকিয়ায় হেলান দিয়া সম্রাট শাহজাহান, একপার্শ্বে জাহানারা অন্য পার্শ্বে রোসেনারা সম্মুখে দারা দণ্ডায়মান। ব্যজনকারিণী ব্যজন করিতেছে, প্রতি দ্বারে স-শস্ত্র প্রহরিণী। দূরে নহবৎ বাজিতেছে]

শাহ। তাদের বিশ্বাস, আমি মৃত, কি বল পুত্র ?

দারা। হ্যাঁ পিতা, কোথাও রটেছে রোগে আপনার মৃত্যু হয়েছে—কেউ বলে আপনি আমার বন্দী ? কিন্তু, অনেকের বিশ্বাস, আমি নাকি পোস্তা দিয়ে—

শাহ। আশ্চর্য্য—

রোশে। আশ্চর্য্য নয় বাবা, এমন তো হতে পারতো। তাইমুর বংশে, পিতৃদ্রোহিতা নূতন নয়।

শাহ। তুই কি বলছিস মা !

রোশে। হ্যাঁ বাবা—যা সত্য তাই বলছি। আওরঙ্গজেব, সুজা, মুরাদ যদি মনে করে, তুমি মৃত কিংবা বন্দী—তবে কি সে ধারণা অন্যায় ?

শাহ। অথচ আমি যে বেঁচে আছি পাগলী—

রোশে। তা সত্য, কিন্তু ভাই দারা, যত অনর্থের মূল।

দারা। আমি ?

জাহা। কেন, মৃত্যুর কবল থেকে পিতাকে ফিরিয়ে এনেছে বলে ?

রোশে। (কোনদিকে না চাহিয়া) একদিকে সেবা অন্যদিকে চক্রান্ত।

দারা। চক্রান্ত!

জাহা। পিতার সামনে এত বড় মিথ্যা!

রোশে। (সম্মুখে আসিয়া) পিতার সম্মুখে ভাই দারা যদি অসঙ্কোচে মিথ্যা বলতে পারেন, তবে সত্য প্রকাশে আমার ভয় কিসের দিদি। তোমরা—তুমি আর দারা, তোমরা ভেবেছ—পিতা কেবল তোমাদের দুজনের, আমরা পিতার সন্তান নই?

শাহ। না মা, তোরা সবাই হতভাগ্য বৃদ্ধের চোখের আলো—তোরা যে তার গচ্ছিত রত্ন।

রোশে। জিজ্ঞাসা কর বাবা, তোমার শাহ বুলন্দকে—দাক্ষিনাত্য গুজরাট বঙ্গদেশের কথা থাক, আগ্রাবাসীরা, দার-উল-মুলক, আগ্রার জনসাধারণ কি সন্দেহ করেনি, যে সম্রাট মৃত?

শাহ। এ কি কথা পুত্র!

দারা। অসুস্থ সংবাদে, যদি বিশৃঙ্খলতা—কিংবা—

রোশে। না বাবা, রাজশক্তি আয়ত্বের কৌশল।

শাহ। না মা, দারা, পুত্র দারা, হয় তো—

রোশে। জানি বাবা—আজ নূতন নয়, তোমার অন্য পুত্রেরা শত্রু—

শাহ। সে কি পাগলী! অভিমানে অবুঝ হোসনা মা।

রোশে। যেখানে স্নেহ নেই—সেখানে কিসের অভিমান বাবা।

জাহা। মন যার বিষাক্ত পিতৃ স্নেহেও তার সন্দেহ!

রোশে। তার কারণ তোমরা—তুমি আর দারা। আমার অভিযোগ এতটুকু মিথ্যে নয়—তুমিও অস্বীকার করতে পার না বাবা, ঈশাবেগের অপরাধ, সে শুধু আওরঙ্গজেবের প্রতিনিধি—

দারা। না ভগিনী, সে অপরাধী, তার ষড়যন্ত্র পত্র—

রোশে। সে পত্র তুমি দেখেছ বাবা ?

শাহ। (দারার প্রতি) পুত্র—

দারা। (নিরুত্তর)

রোশে। গুপ্তপত্র, ষড়যন্ত্র, সমস্ত যুবরাজ ভ্রাতার কল্পনা।

দারা। কল্পনা, আওরঙ্গজেবের বিদ্রোহিতা তবে কল্পনা ?

রোশে। হ্যাঁ তাই—

দারা। না—তার প্রমাণ আছে বাবা।

রোশে। প্রমাণ ?

দারা। গুলরুখ আর মহম্মদের নিসবৎ, রাজনৈতিক কৌশল, শুধু তাই নয়—সংবাদ পেয়েছি, আওরঙ্গাবাদ থেকে রাজমহল পর্য্যন্ত পথ তৈরী হয়েছে। আওরঙ্গাবাদ রাজদ্রোহীদের প্রধান কেন্দ্র।

শাহ। সত্য পুত্র—

রোশে। না বাবা—আওরঙ্গাবাদ ইসলামের গৌরব কেন্দ্র।

জাহা। তর্ক থাক ভগিনী—

রোশে। তর্ক নয় দিদি, সত্য—তুমি বল মহম্মদের সম্বন্ধ কি আজকের কথা, একি নূতন কোন চাল ? বল বাবা, পথ নির্ম্মান কি বিদ্রোহিতা ?

[সকলে নীরব রহিলেন, রোশেনারা পুনরায় বলিতে লাগিলেন]

রোশে। আজ আমি যদি অভিযোগ আনি—

জাহা। (হাসিয়া) কার বিরুদ্ধে রোশেনারা।

রোশে। যুবরাজ দারার বিরুদ্ধে ?

দারা। অভিযোগ !

রোশে। হ্যাঁ—অভিযোগ, (শাহজাহানের .প্রতি) যুবরাজের স্বার্থ আর সংকীর্ণতায়, মুঘল-সাম্রাজ্য আজ বিপন্ন, তাইমুর বংশের গৌরব অস্তমিত। বিজাপুর গোলকুণ্ডার সন্ধি, শুদ্ধমাত্র আওরঙ্গজেবের অপমান। কি করেছে আওরঙ্গজেব? কেন তার বিরুদ্ধে হীন ষড়যন্ত্র। (সকলে নীরব)
দারাশুকো বিশ্বপ্রেমিক, বেদ-বেদান্ত বাইবেল-কোরান, সব তাঁর মুঠোর মধ্যে—শুধু আওরঙ্গজেব, দুনিয়ার বাইরে? সম্রাট মৃত কিংবা বন্দী—এ প্রতারণা কি আওরঙ্গজেবের? অসুস্থ মরণাপন্ন পিতার দর্শন আশায়, কোন পুত্র যদি ব্যাকুল হয়ে ওঠে—অমনি তার বিরুদ্ধে সন্দেহ, এ কোন নীতি বাবা?

শাহ। রোশেনারা—মা আমার—

রোশে। না বাবা, তোমাকে শুনতে হবে, জানি তোমার পুত্র-কন্যা মাত্র দুটি—তবু তুমি শুনতে বাধ্য—তুমি শুধু পিতা নও, সম্রাট—রোশেনারা বাদশাজাদী নয়—অভিযোগকারিণী।

শাহ। পাগলী মা—

রোশে। তোমার যা খুসি, তাই করো বাবা, তবু শুনে রাখো—তোমার ভাগ্যবান রাজপুত্রের সন্দেহ, কেবল ভাইদের বিরুদ্ধে নয়? তোমার শাহবুলন্দ ইকবালের সন্দেহ দৃষ্টি রয়েছে, এই হারেমে, জিজ্ঞাসা কর বাবা?

দারা। বাবা, হারেমের চক্রান্ত, নারীর লুক্কায়িত অস্ত্র, পুরুষের শানিত অস্ত্রের চেয়েও ভীষণ—

শাহ। পুত্র—(থামিবার ঈঙ্গিত)

রোশে। শোন বাবা, তোমার তখতই-তাউস নিয়ে, যদি রাজ্যলিপ্সার রক্ত যবনিকা উত্থিত হয়—যদি রণভেরীর ভীম গর্জ্জনে হিন্দুস্থান স্তব্ধ হয়ে যায়, যদি মুঘল বংশধর, পরস্পরের কণ্ঠচ্ছেদে সাম্রাজ্যের ধ্বংস ডেকে আনে, তার দায়ী, সুজা মুরাদ আও-রঙ্গজেব নয়—সম্পূর্ণ দায়ী তুমি, আর তোমার ঐ ভাগ্যবান রাজপুত্র দারা। মনে রেখো বাবা। (রোষভরে প্রস্থান)

দারা। আলি জনাব, ভগিনীর সমস্ত অভিযোগ মিথ্যা—

শাহ। কিন্তু পুত্র—চারদিকে অশান্তি চারদিকে বিপ্লবের সূচনা, শিকারী ব্যাঘ্রের মত সবাই তাকিয়ে রয়েছে—লক্ষ্য তখত্‌ই-তাউস্‌। আবার ভাবছি, হয়তো তারা, আমাকেই দেখতে চায়—

দারা। বাবা, সে অনুমতি তারা প্রার্থনা করেনি—

শাহ। প্রাণের আকর্ষণের কাছে, অনুমতির মূল্য কতটুকু পুত্র। (জাহানারার প্রতি) তোর অসুখের সময়, আওরঙ্গজেব, আদেশের অপেক্ষা করেনি মা।

দারা। আমার দুর্ভাগ্য—পিতা আমায় সন্দেহ করেন। আমি সিংহাসন চাইনা বাবা, যাকে আপনার খুসি সাম্রাজ্য দান করুন। যোগ সাধনায়—জ্ঞান চর্চ্চায় ক্ষুদ্র জীবন আমি কাটিয়ে দেবো—ভুলে যাবো, আমি রাজবংশধর। বাবা, আপনার স্নেহ হারিয়ে, দুনিয়ার বাদশাহী আমি চাই না। আব্বাজান—

(পদতলে উপবেশন)

শাহ। (দারার মস্তক চুম্বন করিয়া হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিতে লাগিলেন) বৃদ্ধকে, অবিশ্বাস করোনা বৎস—সাম্রাজ্যের চেয়ে, তোমার চিন্তা, আমায় ব্যাকুল করে তুলেছে। আত্ম কলহে এ

সাম্রাজ্য হয়তো ধ্বংস হবে—হয়তো তাইমুরীর রক্তে, হিন্দুস্থান রঞ্জিত হয়ে উঠবে—হয়তো, এই রুগ্ন-বৃদ্ধ, বার্দ্ধক্যে কম্পান্বিত, শাহজাহানের বক্ষ বিদীর্ণ হবে—তবু—তবু—তুমি অভিমান কোরনা প্রাণাধিক।

দারা। না বাবা, সাম্রাজ্য আমি চাই না, আসুক তারা

শাহ। পুত্র—পরপারে চলিষ্ণু বৃদ্ধকে, অবিশ্বাস কোরনা বৎস—

দারা। বাবা, অভিমান নয়, সাম্রাজ্য আমি চাইনা—

জাহা। দারা—(দারা অধোবদনে রহিলেন)

শাহ। সত্য বলেছ কন্যা—আমি শুধু পিতা নই—সম্রাট। যাও পুত্র, দরবার ডাকো, দরবার—হয়তো, বাদশা শাহজাহানের, শেষ দরবার।

দারা। বাবা!—

শাহ। পুত্র, কবরের আহ্বান এসেছে, আমি আর কদিন? শাহী-ফৌজ—রাজকোষ তখত্‌ই-তাউস্ কোহিনুর—শাহজাহানের সব, সমস্ত তোমার। যাও বৎস, দরবার ডাকো, অবিশ্বাস কোরনা—অভিমান কোরনা প্রাণাধিক—

[অভিবাদনান্তে দারার প্রস্থান, সম্রাট উপাসনার ভঙ্গীতে বসিয়া বলিতে লাগিলেন]

শাহ। আল্লাহ—জগৎভরা অন্ধকারে, পথ দেখাও দয়াময়। তোমার নির্ব্বানহীন দীপশিখায়, পুত্রদের পথ দেখাও—পথ দেখাও খোদা তালা।

[ক্রীতদাসী পার্শ্ববর্ত্তী যবনিকা অপসারন করিল সঙ্গে সঙ্গে দূরে তাজমহল দেখা গেল. শাহজাহান তাকিয়ায় হেলান দিয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন, জাহানারা কোরাণ লইয়া পার্শ্বে উপবেশন করিলেন]

২য় দৃশ্য

গুজরাট প্রমোদ কক্ষ—কাল সন্ধ্যা

পারিষদগণ সম্মুখে নৃত্যগীত চলিতেছে

(গীত)

আজি উৎসব মুখরিত ভুবনে
ঝরিতেছে মধুধারা প্রেম প্রীতি স্নেহভরা
অলকার আলোক লগণে।
একেলা আড়ালে কে গো—
কাহার লাগি—
নিদহারা আঁখিজলে
রয়েছ জাগি—
মোছ মোছ আঁখি জল
তুলে লহ ফুল দল,
আসিয়াছে প্রিয়তম প্রেম নয়ণে
আজি এই মিলনের মধু লগণে ॥

(গীতান্তে নর্ত্তকীদের প্রস্থান, মুরাদের প্রবেশ)

মুরাদ। মুলহীদ—কাফের—রাফেজী—শয়তান।

[পারিষদগণ বিব্রত বোধ করিতে লাগিল, মুরাদ আসন গ্রহণ করিলেন]

আচ্ছা, আমিও মুরাদশাহ,—(রাগতভাবে) কাফের—রাফেজী—শয়তান। শাহাবাজ—

শাহা। (অভিবাদন করিতে করিতে শাহাবাজের প্রবেশ,—তাহার গলদেশে ঝুলি প্রলম্বিত) মালেক খোদাবন্দ।

মুরাদ। বলতো বান্দা, আগে শোক না সিংহাসন ?

[শাহাবাজ গলদেশের ঝুলি হইতে একখানা মোটা রকমের খাতা বাহির করিয়া পা ছড়াইয়া বসিয়া পরপর পাতা উল্টাইতে লাগিল]

মুরাদ। শোক মূর্খামি—

শাহা। (ঝুলির মধ্যে কাগজ পত্র রাখিতে রাখিতে বলিল) ঐ কথাই কেতাবে আছে জনাব, শোক মূর্খামি।

মুরাদ। শোক তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না ?

শাহা। তোবা তোবা, পালাবার পথ বন্ধ—

মুরাদ। কিন্তু, এখন কি করা যায়—?

শাহা। তাইতো—এখন— (পুনরায় কাগজ পত্র উল্টাইতে লাগিল)

মুরাদ। বান্দা সিরাজী— (শাহাবাজ মদ্য দান করিল) কাফেরের আদেশ আমি মানি না—মানতে পারি না। (আসন ত্যাগ করিয়া) কুচক্রী কপট শয়তান,—কাফের মোশরেক্, বে-নমাজ তন্‌পোরস্ত। (আসন গ্রহণ) তখত্‌ই-তাউস (মদ্যপান) তাইতো, ভাবিয়ে তুললে। (মদ্যপান)

(আলীনকীর প্রবেশ)

এই যে উজীর—শুনেছি তুমি নাকি বুদ্ধিমান, আজ তোমার মগজ দেখতে চাই উজীর। শোন আলী, আগ্রার চিন্তা বিষের মত আক্রমণ করেছে—

আলী। নিশ্চিন্ত হন, সম্রাটের পত্র।

মুরাদ। সম্রাটের পত্র ! কে সম্রাট উজীর ?

আলী। শাহান শাহ বাদশা শাহার উদ্দিন মহম্মদ শাহজাহান।

মুরাদ। বেশ ভালো করে দেখতো উজীর, দস্তখৎ কি পিতার ?

আলী। সাহাজাদা, মাত্র দস্তখত নয়, এ পত্র সম্রাটের নিজের লেখা।

মুরাদ। না উজীর—পত্র জাল।

আলী। জাল !

মুরাদ। একশো বার জাল,—।

[শাহাবাজ দূরে বসিয়া পাতা উল্টাইতে লাগিল]

আলী। সম্রাটের হস্তাক্ষর আমি জানি সাহাজাদা—।

মুরাদ। দেখি—দেখি (পত্র দেখিয়া) জাল, প্রকাণ্ড জোচ্চুরী—(রাগত ভাবে) ঐ বে-রোজা বে-নমাজ, মুলহীদ দারার চক্রান্ত। (পত্র ছিন্ন করিতে করিতে) রাফেজী, শয়তান, শোন আলীনকী, পিতা মৃত—

আলী। সম্রাট মৃত !

মুরাদ। মৃত না হলেও, মৃত প্রায় – দারার বন্দী।

আলী। অসম্ভব, সম্রাটের নিজের লেখা।

মুরাদ। আলীনকী—সম্রাট তোমার কে ?

আলী। অন্নদাতা প্রভু।

মুরাদ। আমার ?

আলী। জন্মদাতা পিতা।

মুরাদ। তুমি কি বলতে চাও ?—অন্নদাতা ভৃত্যই সব—পুত্র আর জন্মদাতার সম্বন্ধটা কিছু না ?

আলী। সাহাজাদা—

মুরাদ। প্রতিবাদ করোনা উজীর, ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে ঠিক তাই, পিতার হস্তাক্ষর আমি চিনি না—আর তুমি সামান্য কর্ম্মচারী—, ভেবেছ এত বড় ধৃষ্টতা আমি সইবো—

আলী। সাহাজাদা, যা বলেছি, সরল বিশ্বাসেই বলেছি।

মুরাদ। যাও—কিন্তু খুব হুঁসিয়ার, এতদিন তোমার বেয়াদবি সহ্য করেছি—এখন ভবিষ্যৎ ভেবে চলতে শেখ।

আলী। সম্রাটের আদেশই বান্দা পালন করে এসেছে সাহাজাদা।

মুরাদ। সে আদেশ আর আসবে না আলীনকী।

আলী। তবে কি পিতৃ দ্রোহিতাই—

মুরাদ। পিতা মৃত—তবু বলে পিতৃ দ্রোহিতা—

আলী। কিন্তু, বিনা প্রমাণে, এত বড় অন্যায়—

মুরাদ। প্রমাণ? ভাই আওরঙ্গজেব নিশ্চয় মিথ্যুক নন?

আলী। কুমার আওরঙ্গজেব কি জানেন জানি না, তবে তাঁকে বিশ্বাস করা উচিৎ কিনা—

মুরাদ। ভাই আবরঙ্গজেবকে বিশ্বাস ক'রবোনা?

আলী। আমার মতে—

মুরাদ। কেবল বিশ্বাস করতে হবে তোমাকে—

আলী। সাহাজাদা—

মুরাদ। চোপরাও বেয়াদব, স্পর্দ্ধার একটা সীমা আছে, আওরঙ্গজেব আমার মায়ের পেটের ভাই—আমার ধার্ম্মিক ভাই—ফকীর ভাই—তাকে বিশ্বাস করবোনা—অথচ বিশ্বাস করতে হবে তোমাকে—

আলী। সাহাজাদা—

মুরাদ। যাও দূর হও (আলীনকীর প্রস্থান)

শাহা। সাহাজাদা উদার।

মুরাদ। কেন?

শাহা। আজ্ঞে, দুবার আপনি বিদ্রোহীকে ক্ষমা করলেন।

১ম পা। আমাদের সাহাজাদা দ্বিতীয় হারুন অল রসিদ।

২য় পা। আমার মনে হয়, হারুন বাদশার চেয়েও সাহাজাদা বড়।

৩য়। শুধু বড় নন—মহৎ উদার মহানুভব।

মুরাদ। আগে তখত্, তারপর দেখবি, দুনিয়ার সব বাদশা, আমার উদারতায়, এতটুকু হয়ে গেছে। কিন্তু, এই কাঠামোল্লা বুঝতে চায় না—আমার অমন ফকীর ভাই—দরবেশ ভাই—আচ্ছা আগে সিংহাসন, তারপর, একদিক থেকে সব কত্ল, সব কত্ল। শাহাবাজ--

শাহা। শাহেন শা।

মুরাদ। বাঃ, জনাব নয়, সাহাজদা নয়, একেবারে শাহেন শা—তোফা তোফা, দেখ বান্দা, আজ থেকে তুই হলি মুয়াজ্জম খাঁ—

পারিষদগণ। মারহাবা মারহাবা।

শাহা। শাহেন শা, আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি—

মুরাদ। স্বপ্ন, সে কিরে মূর্খ

শাহা। আজ্ঞে, স্বপ্ন দেখলাম—সম্রাট মরুব্বজউদ্দিন বাহাদুরের নামে খোতবা পাঠ হচ্ছে—আর দেখলাম, শাহেন শা তখতই তাউস আলো করে, খোস মেজাজে বসে আছেন। আর যত আমীর ওমরাও মনসবদার, তারপর উজীর বখ্সী খানসামান সিপাহ-সালার, সব ঠিক এই ভাবে সেলাম দিচ্ছে (বার কয়েক অভিবাদন)

মুরাদ। হাঃ হাঃ হাঃ—দেখেছিস তো, দেখতেই হবে—দেখছি হিন্দু-স্থানের উজিরী তোর নসীবেই আছে। হাঃ হাঃ হাঃ—

তাহলে আমার নামে খোতবা— (গুপ্তচরের প্রবেশ)

গুপ্তচর। খোতবা, শুধু আপনার নয় জনাব, বঙ্গদেশ খোতবা দিচ্ছে, তৃতীয় তাইমুর দ্বিতীয় আলেকজান্দার শাহ শুজা বাহাদুরের—

মুরাদ। বেয়াদব শুজা—

গুপ্তচর। বঙ্গবাহিনী দিল্লীর পথে আবার এগিয়ে চলেছে।

মুরাদ। সর্ব্বনাশ!

গুপ্তচর। তারপর, এই দেখুন জনাব (পত্রদান মুরাদ পত্র পাঠ করিয়া সক্রোধে বলিয়া উঠিলেন)

মুরাদ। বেইমান বিশ্বাস ঘাতক নিমকহারাম, বদজাত কুত্তা—

[অলীনকীর পুনঃ প্রবেশ মুরাদ তাঁহার মুখোমুখি দাঁড়াইলেন]

উজীরসাহেব, প্রভুদ্রোহী ষড়যন্ত্রকারী বেইমানের, কোন শাস্তি ইসলাম সম্মত?

আলী। প্রাণদণ্ড।

মুরাদ। উত্তম, (পত্রদান)

আলী। সাহাজাদা, এ পত্র আমার নয়, বিশ্বাস করুন—

মুরাদ। বিশ্বাস? প্রভুদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক—আমার আশ্রয়ে থেকে কাফের দারার সঙ্গে ষড়যন্ত্র? নিমকহারাম বেইমান—

(কটিবন্ধ হইতে অস্ত্র বাহির করিয়া অলীনকীর বুকে অমূল বিদ্ধ করিলেন)

আলী। আল্লা এলাহা ইল্লালা র সু লি ল্লা— (মৃত্যু)

তৃতীয় দৃশ্য

আগ্রা দুর্গ কক্ষ—দিবা দ্বিপ্রহর

[উত্তেজিত শায়েস্তাখাঁ ও খলিলুল্লাখাঁ মুখোমুখি দাঁড়াইয়া, পার্শ্বে জাফরখাঁ]

শায়েস্তা। সাবধান খলিলুল্লাখাঁ—

খলি। আপনিও সাবধান খাঁসাহেব, জানি, মুমতাজ বেগম আপনার ভগিনী, তারপর, সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের আপনি ভ্রাতুষ্পুত্র – কিন্তু বাদশাহের অসীম অনুগ্রহের কারণ তো তা নয়, – আপনার বেগম সাহিবা—

শায়েস্তা। (তরবারি কোষমুক্ত করিয়া) খলিলুল্লাখাঁ

[খলিলুল্লা তৎক্ষনাৎ তরবারী নিষ্কাষিত করিলেন]

জাফর। কি সব্বনাশ কি সর্ব্বনাশ, কথা কাটাকাটি থেকে শেষ পর্য্যন্ত কি সব্বনাশ—(ঠিক সেই মুহূর্ত্তে প্রবেশ করিলেন রোসেনারা)

রোসে। অপদার্থ !

[জাফর খাঁ অভিবাদন করিলেন, শায়েস্তা ও খলিলুল্লা খাঁ তরবারী কোষবদ্ধ করিয়া হেঁটমুণ্ডে দাঁড়াইয়া রহিলেন]

রোসে। অপদার্থ, নির্ব্বোধ, ধিক আপনাদের—

খলি। (অভিবাদনান্তে) খলিলুল্লা, সব সইতে পারে, কিন্তু, আমার হারেমের, সেই কলঙ্ক কাহিনী—

রোসে। কিন্তু, এই মুহূর্ত্তে যদি দারা প্রবেশ করতেন ?

জাফর। বাস্তবিক, কি ভয়ানক ! কি সাংঘাতিক !

রোসে। শায়েস্তা খাঁ ?

শায়েস্তা। (অভিবাদনান্তে) সাহাজাদী – আমার বেগম সাহিবার অপমানে মাথার ঠিক ছিল না, নইলে খলিলুল্লা খাঁ, আমার পরম বন্ধু ।

রোসে। শুনুন, পিতা মীরজুমলাকে তলব করেছেন, খুব সম্ভব, আজই হুকুমনামা যাবে।

শায়েস্তা। সর্ব্বনাশ!

খলি। যুবরাজ তাহলে, সন্দেহ করে ডেকেছেন!

জাফর। হায় খোদা!

রোসে। না, দারার বিশ্বাস, আপনারা তারই দলে—

জাফর। খোদা মেহেরবান।

রোসে। তবে আপনাদের মুখোস খসতে কতক্ষণ?

খলি। আমাদের ষড়যন্ত্র কি—

রোসে। হ্যাঁ—প্রকাশ হতে বাধ্য।

জাফর। সর্ব্বনাশ, এখন কি কর্ত্তব্য!

রোসে। বোরকায়, আপাদ মস্তক ঢেকে, পলায়ন। আপনারা সম্রাটের আমীর, মন্সবদার, ধিক আপনাদের।

খলি। সাহাজাদী, বীরত্ব চলে যুদ্ধক্ষেত্রে—

শায়েস্তা। মৃত্যুকেও ভয় করি না, কিন্তু—

রোসে। ষড়যন্ত্রে যখন জড়িয়েছেন, তখন, পালিয়েও রেহাই নেই। বলুন, এতদিন ধরে, কিসের আশায়, কার ভরসায়, দারার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছেন?

খলি। ভেবেছিলাম রোগশয্যা থেকে সম্রাট উঠবেননা—তাই সাহাজাদা—

শায়েস্তা। শুধু কি সাহাজাদা? হিন্দুস্থানের জমিদার, জায়গীরদার, এমন কি সামান্য রেওয়াৎ পর্য্যন্ত—

রোসে। জানি।

খলি। তাহলে ভেবে দেখুন, যদি ব্যর্থ হই, এত আয়োজন যদি—

(বাঁদীর প্রবেশ)

বাঁদী। যুবরাজ আসছেন।

রোস। শুনুন, মুষড়ে পড়লে চলবেনা, এত বড় সুযোগ আর আসবে না, ভরসা, দারার নির্ব্বুদ্ধিতা। আগে দেখুন, দারা কি জানেন, কি জানতে চান, মনে রাখতে হবে, আমরা চাই ভবিষ্যৎ, আমরা চাই ইসলামের রক্ষা, সাবধান।

[বাঁদীসহ রোসেনারার প্রস্থান, শায়েস্তা খাঁ উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন]

শায়েস্তা। হিন্দুস্থানের সৌভাগ্য খাঁ সাহেব—

খলি। সৌভাগ্য, সৌভাগ্য শুধু কি হিন্দুস্থানের? [শায়েস্তার নিকট-বর্ত্তী হইয়া নিম্নস্বরে] কিন্তু কিসের কথা খাঁ সাহেব?

শায়েস্তা। (পূর্ব্বাপেক্ষা উচ্চৈশ্বরে) অক্লান্ত সেবা, তারপর এই অমানুষিক পরিশ্রম, মানুষের অসাধ্য। ধন্য যুবরাজ—সত্যই তিনি শাহ-বুলন্দ ইকবাল।

খলি। আর বাদশা বেগম, তাঁর সেবাও দেখুন, আমার বিবেচনায় খাঁসাহেব, আমাদের যুবরাজ আর সাহাজাদী—বাদশাবেগম, সমগ্র মানব সমাজের গৌরব। কি বলুন জাফর খাঁ?

জাফর। খাজা মইনউদ্দীনচিশতীর পুণ্যপীঠ, আজমীরে, তাঁর জন্ম। বাস্তবিক, তিনি—দুনিয়ার ভূষণ।

[দারার প্রবেশ, সকলে অভিবাদন করিলেন]

দারা। শায়েস্তাখাঁ—খলিলুল্লাখাঁ, জাফরখাঁ, বলুন, কোন ষড়যন্ত্রে আমি লিপ্ত—বলুন পিতা কি কারারুদ্ধ? না পৌত্তার বিষে মৃত—। বলুন? আমি জবাব চাই।

খলি। আমরা, ঠিক বুঝে উঠতে পারছিনা, যুবরাজ—

দারা। আমিও পারিনি, কিন্তু, ভাই সুজা, রাজমহলে বসে, আজব আয়নায় সব দেখে, সৈন্যসামন্ত নিয়ে আগ্রায় আসছেন—

শায়েস্তা। সাহাজাদা উন্মাদ।

খলি। না হলে, এত বড় মিথ্যা, কি বলুন জাফর খাঁ ?

জাফর। রীতিমত বিদ্রোহিতা,—রাজদ্রোহিতা—পিতৃদ্রোহিতা—

দারা। মুরাদ, আলীনকীকে হত্যা করে, সুরাট লুণ্ঠন করেছে। তারপর শুনছি, বেকুফ, আওরঙ্গাবাদ যাত্রা করেছে।

শায়েস্তা। দেখছি, দুনিয়ার ধারা বদলে গেছে—

জাফর। আলীনকীর আত্মা, ন্যায়পরায়ন খোদার মেহেরবানীতে, শান্তি লাভ করুক।

দারা। সুজা—মুরাদ, এদের গ্রাহ্য করিনা, কিন্তু কপট—আওরঙ্গজেব

খলি। ভয় কি যুবরাজ—

দারা। ভয় নয়, ভ্রাতৃবিরোধ আমি চাই না।

শা। আপনি উদার, আপনি মহৎ, কিন্তু, দুনিয়ার সবাই কি তাই ? সাম্রাজ্যের কল্যানে—কি বলুন খাঁ সাহেব ?

দারা। আপনারা, পিতার পরামর্শদাতা—আমি, তাঁরই প্রতিনিধি—আমি চাই, আপনাদের উপদেশ—?

খলি। (অভিবাদন করিয়া) মার্জ্জনা করবেন যুবরাজ, আপনাকে, উপদেশ দিতে পারি, সে সাহস আমাদের নেই। তবে মনে হয়, এই বিদ্রোহ, যদি অচিরে দমন না করা যায়, হয়তো তার ফলে, ভবিষ্যতে—একটা তুমুল অশান্তি বাধতে পারে।

শায়েস্তা। আওরঙ্গবাদ থেকে, এখন পর্য্যন্ত কিছু ঘটেনি, কিন্তু বঙ্গসেনা এদিকেই আসছে, তাই, আমার বিবেচনায়, যুদ্ধ বাধলেও বাধতে পারে।

দারা। সুজার গতিরোধ করতে সুলেমানকে আদেশ দিয়েছি।

খলি। তখতই-তাউসের যোগ্যতম আদেশই দিয়েছেন।

শায়েস্তা। তবে, সুলতান সুলেমান নিতান্ত বালক—

দারা। বেশ, আপনি যান, পিতার অনুমতি—

শায়েস্তা। আপনার আদেশই যথেষ্ঠ,—তবে—

দারা। বলুন ?

শায়েস্তা। আপনাকে সতর্ক করা আমার কর্ত্তব্য, শুধু সেই সাহসেই বলছি—যদি ভ্রাতৃযুদ্ধ বাধে, তখন আগ্রা আর দিল্লী রক্ষা, সব চেয়ে বড় কাজ। ঈশ্বর জানেন, আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি তাই—শুধু সেই সাহসে—

দারা। বলুন ?

শায়েস্তা। সম্রাট, রাজপুত সেনার হাতে আগ্রাদুর্গের ভার দিয়েছেন, তারপর জয়সিং, যশোবন্তসিং, ছত্রশাল, সমস্ত রাজপুত সেনাপতি—রাজপুত-বাহিনী। জানি, রাজপুত শাহীমসনদের বন্ধু—তবে রাজনীতি কিছু দুর্ব্বোধ্য কিনা ?

খলি। সত্য বলেছেন খাঁ সাহেব, খোদা না করুন কিন্তু যদি কোন বিশৃঙ্খলতা দেখা দেয়, তখন সেই সুযোগে রাজপুত কি সংগ্রাম সিংহের বংশধরকে দিল্লীর তখ্‌তে বসাতে চাইবেনা ? হতে পারে তারা রাজভক্ত, তথাপি স্বজাতি—স্বধর্ম্ম।

দারা। তাহলে এলাহাবাদে—

শায়েস্তা। জয়সিংহ, আর তার সমস্ত রাজপুত সেনা।

দারা। আজই পিতাকে অনুরোধ করবো। তারপর মীরজুমলার ব্যাপার শুনেছেন ?

খলি। মীরজুমলা—!

দারা। বিশ্বাসঘাতক আজ আওরঙ্গজেবের দরবারে, আমি তাকে আগ্রায় তলব করেছি।

খলি। সম্রাটের উপযুক্ত কাজই করেছেন।

দারা। খলিলুল্লা, আমি সম্রাটের প্রতিনিধি—

খলি। মাফ করবেন যুবরাজ, অবশ্য অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়, আপনাকে সম্রাট বলেই বিবেচনা করি।

দারা। বিশ্বাস করুন, সাম্রাজ্যের মোহ আমার নেই।

শায়েস্তা। শাহেন সা আকবরশাহের যোগ্য বংশধরতো আপনি।

দারা। কিন্তু, যুদ্ধ যদি অনিবার্য্য হয়ে ওঠে—আপনারা আমায় ত্যাগ করবেন না?

খলি। তরবারী স্পর্শ করে আল্লার নামে শপথ করছি—যুবরাজ দারাশুকো ভিন্ন আর কাউকে প্রভু বলে আমি মানবোনা।

শা। যুবরাজ, যদি প্রয়োজন হয় জীবন দেবো তথাপি—অপরের দাসত্ব অসম্ভব!

জাফর। আমি, আমি—আমিতো আপনার সেবায় নিজেকেই কোরবাণী করেছি।

দারা। আমার ধারনা বিদ্রোহীতার মূলে রয়েছে একটা চক্রান্ত, আর সে চক্রান্তকারীর দল রয়েছে এই আগ্রায়—

খলি। আমারও তাই বিশ্বাস, কি বলুন জাফর খাঁ?

জাফর। না—না, হ্যাঁ তা হতে পারে—অবশ্য হলেও হতে পারে—

দারা। আমার বিশ্বাস—

[খলিলুল্লা শায়েস্তাখাঁ ও জাফরের দৃষ্টি বিনিময়]

খলি। যুবরাজ কি কাউকে সন্দেহ করেন ?

দারা। সন্দেহ ? না—তবে আপনারা যদি সন্ধান পান—

শায়েস্তা। যুবরাজ, যদি পারি, বেইমানদের ছিন্নমুণ্ড উপহার দেব।

[জাফর বিস্ফারিত নেত্রে চাহিলেন]

দারা। আপনারাই আমার সব।

খলি। যুবরাজের অনুগ্রহ—

[সকলের অভিবাদন,দারা কক্ষ ত্যাগ করিলেন অপরদিক দিয়া রোসেনারার প্রবেশ]

রোসে। শোভানাল্লা—মাসে আল্লা, আওরঙ্গাবাদে লিখুন এই সুযোগ, —আক্রমনের এই সুযোগ—

শায়েস্তা। শাহাজাদী—

রোসে। যান, এই দণ্ডে ব্যবস্থা করুন, বিলম্বে সর্ব্বনাশ—সে সর্ব্বনাশ আমার নয়, আপনাদের, যান।

[অভিবাদন সহকারে সকলের প্রস্থান]

রোসে। দারা যদি ভাগ্যবান ? তবে হতভাগ্য কে ? নির্ব্বোধ; কাফের ! তুমি তাইমুর বংশের কেহ নও।

[বাঁদীর প্রবেশ]

আজ রাত্রে আমার প্রাসাদ আলোক মালায় ঝলমল করে উঠবে, আজকের রাত আমার সবেরাত, আমার দেওয়ালী। যেখানে যত আলো আছে, লাল নীল বেগুনী—সমস্ত জ্বালাবি, আমার আদেশ।

বাঁদী। শাহেনশার রোগমুক্তির জন্যে হুজুরাইন—

রোস। মুক্ত এখনো হন নি, তবে, বিলম্ব নেই—।

[দ্রুতবেগে খোজা মুতমদের প্রবেশ]

খোজা। সর্ব্বনাশ! হুজুরাইন, আমীনখাঁ ধরা পড়েছে—

রোস। বান্দা –

খোজা। আমি দেখেই ছুটে আসছি মালেকান।

রোস। শায়েস্তা খাঁ—খলিলুল্লা খাঁ—

[মুতমদ প্রস্থানোদ্যত]

রোস। বান্দা [মুতমদ থামিল] আমার তাঞ্জাম, তাঞ্জাম।

চতুর্থ দৃশ্য

বাহাদুরপুরে সুজার শিবির কাল-শেষ রাত্রি

[কামান বন্দুকের গর্জ্জন, রণকোলাহল, চীৎকারের সঙ্গে পটোত্তোলন পালঙ্কে নিদ্রিত সুজা—পার্শ্বে মঞ্চের উপর ঢাল তরবারী পিস্তল ইত্যাদি]

বেগে জনৈক সেনানীর প্রবেশ

সেনানী। জাঁহাপনা · সর্ব্বনাশ জাহাপনা—

সুজা। আঃ (পার্শ্ব পরিবর্ত্তন) (২য় সেনানীর প্রবেশ)

২য় সেনানী। শাহী ফৌজ—শাহী ফৌজ জনাব—

সুজা। আঃ —গোস্তাখ— (৩য় সেনানীর প্রবেশ)

৩য় সেনানী। জনাব জনাব (সুজার শরীরে হাত দিয়া) আপনার শিবির আক্রান্ত—উঠুন উঠুন—

সুজা। (উঠিয়া বসিলেন) সব জাহান্নমে যাবে—আঃ, এত গোল কিসের?

১ম সেনানী। আপনার শিবির আক্রান্ত জনাব—

সুজা। কেন?

২য় সেনানী। আর দেরী নয় জনাব—চারদিকে সম্রাট বাহিনী—

সুজা। বদজাত কুত্তা জয়সিংহ—

[নেপথ্যে চীৎকার সাবধান সাবধান দুষমন। বন্দুকের শব্দ, জনকয়েক সম্রাট সৈন্যের প্রবেশ)

সম্রাট সৈন্য। বন্দী কর বন্দী কর—ঐ সুবেদার।

[সুজা ক্ষিপ্রহস্তে পিস্তল তুলিয়া লইলেন—সেনানীগণ ও সুজার গুলীতে কয়েকজন ভূপতিত হইল অন্যান্যরা পলায়ন করিল]

সুজা। ভীরু কাফের,—সম্রাটের নামে সন্ধি করে, নিদ্রিতকে আক্রমণ! বেয়াদপ রাজপুত— [নেপথ্যে পুনরায় গোলমাল ও বন্দুকের শব্দ]

৩য় সেনানী। বিলম্বে সর্ব্বনাশ জনাব আর দেরী নয়—

সুজা। পালিয়ে যাবো—পালিয়ে যাবো? না আলীবর্দ্দী, তা হবেনা, এই রাজপুতটাকে—

২য় সেনানী। জান থাকলে আবার যুদ্ধ হবে—খোদার কসম—

[সেনানীগণ সুজাকে জোর করিয়া লইয়া গেল সঙ্গে সঙ্গে কামানের গোলায় শিবির জ্বলিয়া উঠিল]

পঞ্চম দৃশ্য

কাল—অপরাহ্ন

আগ্রা, দুর্গকক্ষ

[রোসেনারা ও জাহানারা]

রোসে। সুজা পরাজিত কিন্তু মুরাদ বিজয়ী, সঙ্গে আওরঙ্গজেব।

জাহা। তাইতো এত সতর্কতা বোন, আমি ভাবছি শায়েস্তা খাঁর ব্যবহার—কি না সে পেয়েছে? অথচ, বেইমান কিনা লিখেছে—সম্রাটের মৃত্যু আসন্ন—আক্রমণের এই সুযোগ!

রোসে। পত্র যে শায়েস্তা খাঁর তার প্রমাণতো নেই।

জাহা। প্রমাণ, প্রমাণ না থাকলে দারা কখনও বন্দী করতো না—।

রোসে। দারার স্বেচ্ছাচারিতা আজ নূতন নয়—

জাহা। জানি, তুমি আওরঙ্গজেবের পক্ষপাতী—

রোসে। তার বিরুদ্ধে পিতার অবিচার কি মিথ্যা?

জাহা। সম্রাটের বিচারক তুমি নও—

রোসে। বিচারক না হতে পারি, কিন্তু বাদশাবেগম যেন ভুলে না যান যে রোসেনারাও সম্রাট কন্যা।

জাহা। (অপ্রতিভভাবে) ভগিনী—[হস্তধারণ, রোসেনারা নিজেকে মুক্ত করিয়া লইলেন]

রোসে। আজ যদি হিন্দুস্থান জ্বলে ওঠে তার দায়ী কি আওরঙ্গজেব?

জাহা। হ্যাঁ—আওরঙ্গজেব।

রোসে। না—সাম্রাজ্যের দুর্দ্দিন যদি আসে—সে আসবে পিতার একদর্শিতা আর অনাচারে—

জাহা। পিতার অনাচার !

রোসে। আশ্চর্য্য হতে পারো, পিতৃনিন্দা তোমার অসহ্য।

জাহা। পিতার বিরুদ্ধে অভিযোগ—অভিযোগকারিনী—

রোসে। সম্রাট কন্যা রোসেনারা, বেগমসাহিবা নন—বাদশাবেগম নন ? তোমার প্রতিবাদের শক্তি কোথায় দিদি, সে শক্তি যে কবর চাপা পড়েছে উপহার আর উপাধির তলায়। নইলে মাত্র নৌরোজে, পঁচিশ লক্ষ মুদ্রার জহরৎ তোমার ভাগ্যে জুটতো না ? সুরাটবন্দর, যার আয় মাত্র তোমার তাম্বুলের খরচ জোগায়, সেই সুরাট থেকেও বঞ্চিত হ'তে -

জাহা। আমার যা আছে সব তোমায় দেব—সাম্রাজ্যের এই দুর্দ্দিনে, তুমি উত্তেজিত হয়োনা ভগিনী। (রোসেনারা কর্ণপাত করিলেন না)

রোসে। জানি, পিতা দিগ্বীজয়ী বীর, জবরদস্ত শাসক—তবু তিনি সাধারণ মানুষ—পয়গম্বর নন ? বরং সাধারণের চেয়ে অনেক নীচে,— অনাচারী ভণ্ড--

জাহা। (উত্তেজিত ভাবে) রোসেনারা—

রোসে। (জাহানারার প্রতি দৃকপাত না করিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন) আশ্চর্য্য ! নারী ভুলিয়ে আনে নারীকে— ঠেলে দেয় পাপের পঙ্কে। কন্যা সাহায্য করে পিতাকে— পিতার পাপসহচরী হয়ে। আর, আর সেই নারী, অন্য কেহ নয়—নারী শিরোমণি জগতের অলঙ্কার—বাদশাবেগম সম্রাট— কন্যা জাহানারা। (জাহানারার মুখোমুখি দাঁড়াইয়া) অস্বীকার কর ? বল, এ আমার হিংসা, গাত্র জ্বালা—বল—বল ? শায়েস্তা খাঁর পত্নী মৃত, কিন্তু খলিলুল্লার বেগম ?

[জাহানারা দুই হস্তে মুখ ঢাকিলেন, রোসেনারা সতেজ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন]

রোসে। তথাপি ঝারেকা দর্শনে, নির্বোধ হিন্দু-মুসলমান চীৎকার করে, জগদীশ্বরোবা-দিল্লীশ্বরোবা। তারাতো জানে না সম্রাটের গুপ্ত ইতিহাস? তারাতো জানে না নারীর ঘৃনিত লাঞ্ছনা, তারাতো জানেনা প্রবল শাসকের এই পাশবিকতা? যদি জান্তো, যদি জান্তো—

জাহা। (ব্যাকুল কণ্ঠে) ক্ষান্ত হও বহিন, ক্ষান্ত হও—

(রোসেনারার হস্ত ধারন)

রোসে। সম্রাটের বিরুদ্ধে অভিযোগ নাই বা আনলাম। কিন্তু, পিতা? যত অশান্তির মুলে আমাদের হতভাগ্য পিতা –।

জাহা! তবু তিনি পিতা—আমাদের সম্বন্ধ—ভক্তি শ্রদ্ধা সেবা মমতার।

রোসে। জানি দিদি, কিন্তু না বলে যে থাকা যায় না। দারাকে অনুরোধ করলাম—হাতে ধরে বললাম—ভাই, শায়েস্তাখাঁ অপরাধী নয়, বিশ্বাস হোল না। আমি তো জাহানারা নই? তা যদি হতাম, তবে মৃত্যুদণ্ড পর্য্যন্ত রদ হোত—সে বিচার যারই হোক না কেন? জানি, আমাদের কাজ স্নেহ মমতা সেবা—তবু মনের দুঃখ বলতে হয় দিদি।

জাহা। শায়েস্তা খাঁ সম্বন্ধে দারাকে আমি অনুরোধ করবো, তুমি ভেবোনা বোন। (এমন সময় দূরে রাণাদিলকে দেখা গেল)

রোসে। জড়োয়ার লাল পাগড়ী যদি আওরঙ্গজেবের পুত্রের মাথায় থাকে, তাতে সন্দেহ হয়-"জায়েজ" কিনা? আর রাণাদিল, পথচারিনী নর্ত্তকী নাদিরাবানুর সপত্নী, বাঃ, বারে শরিয়ৎ, বারে বিচার বাদশা শাহাজাহানের! (রাণাদিল নিকটে আসিলেন)

রাণা। আমাকে বলছ সাহাজাদী ?

রোসে। (জাহানারার প্রতি) স্পর্দ্ধা দেখেছ ? বুঝিয়ে দিও, বাদশাজাদী পথচারিনী নর্ত্তকীর জবাব দেয় না। হতে পারে যুবরাজের প্রণয়িনী, তথাপি নর্ত্তকী। তুমি দেখো দিদি। (প্রস্থান)

জাহা। কিছু মনে করো না বোন, ও পাগল।

রাণা। না দিদি, আমি তো সেই রাণাদিল! যে পথে পথে নাচ দেখিয়ে বেড়াতো।

জাহা। আমি মাফ চাইছি বোন (হস্ত ধারন)

রাণা। না দিদি, তুমি দেবী (হস্ত চুম্বন)

জাহা। চল বোন দারা আসছেন ওমরাওরা আসছেন।

[রাণাদিল জাহানারার প্রস্থান, দারা, জাফর, খলিউল্লার প্রবেশ]

খলি। আপনার বিচার সম্রাটেরই বিচার, যেহেতু, আপনি ভাবী সম্রাট।

জাফর। শত্রুরা জানুক যুবরাজ ক্ষমা পরায়ন কিন্তু—দুর্ব্বল নন।

খলি। শায়েস্তাখাঁ শেষে কিনা বিশ্বাস ঘাতক!

জাফর। দুনিয়ার ওপর অশ্রদ্ধা জন্মে গেল শায়েস্তা খাঁ বিশ্বাস ঘাতক। আমীনখাঁ মীরজুমলার পুত্র. সে না হয় কিন্তু শায়েস্তা খাঁ—

[প্রহরী বেষ্টিত শৃঙ্খলিত শায়েস্তখাঁর প্রবেশ, জাফর খলিউল্লা একপার্শ্বে সরিয়া গেলেন, দারা শায়েস্তাখাঁর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন]

দারা। শায়েস্তাখাঁ, আপনি সম্মানী ওমরাও, শুধু ওমরাও নন সম্রাটের আত্মীয়। আমি আপনাকে শ্রদ্ধা দিয়েছি, বিশ্বাস করেছি—কিন্তু শ্রদ্ধা বিশ্বাসের উপযুক্ত আপনি নন। তবু ক্ষমা করতে চাই, বলুন ? কারা আছে এই ষড়যন্ত্রে ?

শা। জানি না।

দারা। এ পত্র খাঁসাহেব ?

শা। জানি না, আমি নিরপরাধ।

দারা। (সক্রোধে) বেইমান বিশ্বাস ঘাতক—

[নেপথ্যে জাহানারা বলিলেন]

জাহা। শায়েস্তা খাঁ নিরপরাধ।

[দারা নেপথ্যে চাহিলেন, খলিলুল্লা ও জাফর জাহানারার উদ্দেশ্যে অভিবাদন করিলেন, জাহানারা পুনরায় বলিলেন]

জাহা। আমীর শায়েস্তাখাঁ নিরপরাধ।

দারা। না ভগিনী, শায়েস্তাখাঁ রাজদ্রোহী, এই পত্র তার প্রমাণ।

নেঃ জাহা। পত্র জাল।

খলি। (জাহানারার উদ্দেশ্যে অভিবাদন করিয়া) আমারও মনে হয় শত্রুপক্ষের কৌশল—

জাফর। (জাহানারার উদ্দেশ্যে অভিবাদন করিয়া) বাদশাজাদীর অনুমান যথার্থ—

দারা। উত্তম, তারা জানুক দারশুকো ষড়যন্ত্রে ভীত নয়।

(দারা শায়েস্তাখাঁর শৃঙ্খল মোচন করিলেন, নেপথ্যে জাহানারা বলিলেন)

জাহা। খোদা তোমার মঙ্গল করুন।

(শায়েস্তা খাঁ জাফর ও খলিলুল্লা জাহানারার উদ্দেশ্যে অভিবাদন করিলেন)

দারা। আজ সইদ্ খাঁ নেই, সদ্উল্লা নেই, আলিমর্দ্দান নেই, মীরজুমলা নজবৎখাঁ বিদ্রোহী, কিন্তু আপনি আছেন। আমার অনুরোধ, সাম্রাজ্যের এই দুর্দ্দিনে আপনি আমার পার্শ্বে এসে দাঁড়ান আমায় ভরসা দিন। (শায়েস্তা খাঁর হস্ত ধারন)

শায়েস্তা। (নতজানু হইয়া) আল্লার নামে শপৎ করছি, শায়েস্তা খাঁ বিশ্বাস ঘাতক নয়, শায়েস্তাখাঁ মুসলমান; নিমক হারাম নয়—

খলি। নিজেকে বরং অবিশ্বাস করতে পারি কিন্তু শায়েস্তা খাঁ—কি বলুন জাফর খাঁ? (ছত্রশালের প্রবেশ)

ছত্র। যুবরাজ, গোয়ালিয়ার আমরা হারিয়েছি।

দারা। শায়েস্তা খাঁ খলিউল্লা খাঁ!

খলি। ভয় কি যুবরাজ, আমরা জীবিত,—পঞ্চাশ হাজার ফৌজ—

শায়েস্তা। বিদ্রোহীরা ধূলো হয়ে উড়ে যাবে।

জাফর। গোয়ালিয়ার যাক, আমরাতো আছি?

দারা। কিন্তু গোয়ালিয়ার—

ছত্র। বিদ্রোহী সেনার বাধা দেবার স্থান এখন "চম্বল"।

দারা। চম্বল পার হলেই বিপদ!

খলি। চম্বলের বাঁকে বাঁকে পাহাড়ের আড়ালে কামান সাজাবো।

শায়েস্তা। ধর্ম্মাটে হেরেছি, গোয়ালিয়ার শত্রু—অধিকারে, কিন্তু চম্বল পার হওয়া অসম্ভব।

জাফর। তাহলে পঞ্চাশ হাজার ফৌজ নিয়ে চম্বল—

দারা। ভাবছি,—স্থলেমান, জয়সিংহ, দিলীর খাঁ—

ছত্র। যদি স্থলেমান—

শা। নিশ্চিন্ত থাকুন, জয় আমাদের হয়েই আছে—

দারা। কিন্তু যশোবন্ত, জয়সিংহ, স্থলেমান, দিলীর খাঁ—

খালি। না থাকুক, আমরা আছি কি জন্যে?

দারা। তাইতো, কি করা যায়?

শা। যুদ্ধ যাত্রা।

খলি। বিলম্ব যুক্তি সঙ্গত নয়।

দারা। যদি পিতা যুদ্ধে যান—

খলি। তাতে আপনারই ক্ষতি, ভবিষ্যৎ বলা যায় না, সম্রাট স্নেহ প্রবণ, হয়তো আগ্রা আপনাকে ত্যাগ করতে হবে।

ছত্র। সম্রাটকে দেখলে হয়তো যুদ্ধই হবে না—

দারা। দুর্ব্বল শরীরে পিতার পক্ষে—না না, সে হতে পারে না।

খলি। যুবরাজ বুদ্ধিমান।

দারা। আপনারা তৈরী হন, আসুন মহারাজ (ছত্রশাল ও দারার প্রস্থান)

খলি। খাঁসাহেব?

শায়েস্তা। খোদা আছেন।

জাফর। কি নির্ব্বোধ—কি নির্ব্বোধ—

খলি। চুপ।

শায়েস্তা। এত পরিশ্রম কি ব্যর্থ হবে?

খলি। খোদা জানেন—

শায়েস্তা খাঁ। তাজমহল গড়তে আমরা পারি না, কিন্তু হারেমের অপমান তার প্রতিশোধ?

খলি। খাঁসাহেব পিপীলিকাও কামড় দেয়, আমরাও দেব।

জাফর। এ যুদ্ধে আমরা জিতবই— (হাস্য)

ষষ্ঠ দৃশ্য

তাজমহল সংলগ্ন উদ্যান, কাল প্রদোষ

বৃক্ষতলে বৃদ্ধ গাহিতেছিল

গীত

"বাঁসুরী জব মোহে ডগরা ধরাঈ
রৈন অন্ধেরী রহী কারী বাদরনসে,
ডগরা মোহে কৌন দিখাঈ।
ঠাড়ী কৌঈ দেখত অপনে অংগনসে,
জিনহে কভী বাঁসুরী বুলাঈ।
ডগরা মোহে কৌন দিখাঈ।
ডর নাহি কুচ্ছো, ডগরা ন পুচ্ছো
বাঁসুরী শুনত কবীরা বড় জাঈ।
আজি বালম বুলাবত আনহর কে পারসে
কৌন বেসরম আজ তোর সাথ জাঈ।"

সপ্তম দৃশ্য

উজ্জ্বল আলোকিত কক্ষ   কাল শেষ রাত্রি

[নেপথ্যে নহবৎ বাজিতেছে, স্বর্ণপালঙ্কে উপবিষ্টা জাহানারা। জনৈকা পরিচারিকার পশ্চাতে ছত্রশাল প্রবেশ করিলেন, জাহানারা অবগুণ্ঠন টানিয়া দিলেন। পরিচারিকা দূর হইতে জাহানারার উদ্দেশ্যে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, ছত্রশাল জাহানারার নিকটবর্ত্তী হইলেন, নহবৎ থামিয়া গেল।]

ছত্র। আল্লাহো আকবর (অভিবাদন)

জাহা। জালালুল্লাহ (প্রত্যাভিবাদন)

ছত্র। বেগম সাহিবা, গুরুতর প্রয়োজনে আপনার শান্তি ভঙ্গ করতে বাধ্য হয়েছি।

জাহা। আপনার দর্শনলাভ আমার সৌভাগ্য মহারাজ।

ছত্র। বেগম সাহিবার অনুগ্রহ। (পরস্পরের অভিবাদন) শাহাজাদী, হিন্দুস্থানের ভবিষ্যৎ আজ আপনার হাতে।

জাহা। হিন্দুস্থানের ভবিষ্যৎ—

ছত্র। যুবরাজ ভুল পথে চলেছেন, শায়েস্তাখাঁ খলিলুল্লাখাঁ দুই বিশ্বাসঘাতক—

জাহা। কিন্তু রাজপুত ?

ছত্র। শাহেন শাহের আদেশে রাজপুত প্রাণ দিতে জানে।

জাহা। কিন্তু এ যুদ্ধের সেনাপতি—ভাই দারা।

ছত্র। রাজপুত জানে, যুবরাজ ধর্ম্মে মুসলমান, কিন্তু মনে প্রাণে তিনি হিন্দু—হিন্দু জানে, সম্রাট দারার রাজত্বে ধর্ম্মের নামে উন্মাদনার স্থান নেই,—কিন্তু শাহাজাদী—

জাহা। পঞ্চাশ হাজার শাহী ফৌজের বিরুদ্ধে মাত্র পঁচিশ হাজার—তবু এত ভয় কেন মহারাজ?

ছত্র। পঞ্চাশ হাজার সত্য, কিন্তু অর্দ্ধেক সৈন্য জীবনে কোন দিন অস্ত্র ধরেনি—, যুবরাজ যদি সুলেমানের অপেক্ষা করতেন—

জাহা। এখন আর সে সুযোগ নেই।

ছত্র। অনেকের ধারনায়—যুবরাজ মুলহিদ, আর শাহাজাদা আওরঙ্গজেব —ইসলামের রক্ষক, তারপর কপট খলিলুল্লা। সম্রাট নন্দিনী আপনার সরল ভ্রাতাকে সতর্ক করুন, যুবরাজ যেন খলিলুল্লার পরামর্শে হিন্দুস্থানের সর্ব্বনাশ, সেই সঙ্গে নিজের বিপদ না ডেকে আনেন. বিদায় শাহাজাদী— (অভিবাদনান্তে প্রস্থানোদ্যত)

জাহা। মহারাজ,— (ছত্রশাল পিছন ফিরিলেন) ভাই দারা যদি সম্রাট হন?

ছত্র। বেগম সাহিবা, হিন্দুস্থানের বিশেষতঃ হিন্দুর পক্ষে সে হবে— পরম সৌভাগ্য।

জাহা। কিন্তু মহারাজ ছত্রশাল বুন্দেলার?

ছত্র। বেগম সাহিবা?

জাহা। (ব্যঙ্গভরে) চৌহান কুলতিলকের তসবীর মুঘল কুমারীর হারেমে শোভা পায় না, না মহারাজ?

ছত্র। সাহাজাদি, রাজপুত যোদ্ধা কিন্তু ভাবুক নয়।

জাহা। কিন্তু বায়ান্ন যুদ্ধজয়ী মহাবীর ছত্রশালের পত্র কসাইয়ের ছুরিকার চেয়েও নির্ম্মম! আওরঙ্গাবাদের পত্র মনে পড়ে মহারাজ?

ছত্র। বেগমসাহিবা, শত্রুর উদ্যত অস্ত্র যাদের বক্ষের আলিঙ্গন, আর্ত্তনাদ যাদের বিজয়বাদ্য—রণহুঙ্কারে যাদের আনন্দ, অশ্বপৃষ্ঠ যাদের নিশিথের শয্যা, স্বপ্নদর্শনের ভাগ্য তাদের নয়। তথাপি এক রাজপুত স্বপ্ন দেখে—স্বপ্ন দেখে এক অপূর্ব্ব দেবীমূর্ত্তির, রাজপুত তাঁকে শ্রদ্ধা করে, শ্রদ্ধা করে চৌহান কুলবতী সংযুক্তার মত—যদিও সে দেবী চিরদিন অবগুণ্ঠিতা। (জাহানারার মুখের ওড়না খসিয়া পড়িল) রাজপুত আজ ধন্য দেবি, (অভিবাদন)

জাহা। তবে সে পত্র—

ছত্র। আর যারই হোক আমার নয়। (নেপথ্যে তোপধ্বনি) বিদায় সাহাজাদী—(উভয়ের অভিবাদন শেষে ছত্রশাল অগ্রসর হইলেন)

জাহা। মহারাজ, (ছত্রশাল দাঁড়াইলেন, জাহানারা কণ্ঠহার উন্মোচন করিয়া বলিলেন) শুনেছি রাজপুতানী প্রিয়জনদের রণবেশে সাজিয়ে দেন—

[ছত্রশাল দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করিলেন জাহানারা কণ্ঠহার বাঁধিয়া দিলেন, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে দূরে রোসেনারাকে দেখা গেল, রোসেনারার চোখে ক্রুর দৃষ্টি, মুখে শ্লেষের হাসি, রোসেনারা নিঃশব্দে চলিয়া গেলেন, ছত্রশাল অভিবাদন শেষে স্বীয় হস্ত চুম্বন করিলেন]

জাহা। আগ্রার দুর্গ তোরণে আমি স্বাগ্রহে প্রতীক্ষা করবো মহারাজ।

ছত্র। সাহাজাদী, দুর্গ তোরণে যদি সাক্ষাৎ না ঘটে, ছত্রশাল অপেক্ষা করবে—ঐ ঊর্দ্ধলোকে, সেখানে আছেন সংযুক্তা, আছেন পদ্মিনী,—সেই পুণ্যস্থানে বাদশাজাদী—জাহানারা হবেন—দেবী জাহানারা, বিদায় দেবি।

[অভিবাদন শেষে ছত্রশালের প্রস্থান, অন্য দ্বার দিয়া দারার স্কন্ধে হাত রাখিয়া শাহজাহানের প্রবেশ, নেপথ্যে রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল]

শাজা। প্রাণাধিক পুত্র আমার, অস্তগামী সূর্য্যের মত আমিতো জীবনের সীমান্তে চলেছি,—যাও বৎস, মনে রেখো ক্ষমায় আনন্দ আছে, শাস্তি শুধু অশান্তি।

[দারা পিতাকে প্রণাম করিলেন, সম্রাট পুত্রের মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া মস্তক চুম্বন করিলেন. তাঁহার কম্পিত কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইল]

শাজা। আল্লাহ তেরি রেজা, ঈশ্বর তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক।

[দারা জাহনারার সম্মুখে আসিয়া অভিবাদন করিলেন, জাহানারা তাঁহার হস্ত চুম্বন করিলেন, নেপথ্যে তোপধ্বনি সহ সম্রাটের জয়ধ্বনি উঠিল,—দারা ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন,– শাহাজাহান সেইদিকে চাহিয়া রহিলেন]

জাহা। আওরঙ্গজেবকে পত্র দেবো বাবা?

শাজা। দংশোন্মুখ সর্প কি বশীভূত হয় মা?

জাহা। তবু যদি, (অকস্মাৎ) দারা দারা—(প্রস্থানোদ্যত)

শাজা। (জাহানারার হাত ধরিলেন) না মা, পিছু ডাকে না, কিন্তু মা—

জানা। কি বাবা?

শাজা। জীবন সন্ধ্যায় এই পরিহাস, নিয়তির এ নির্ম্মমতা—কার অভিশাপ মা? (নেপথ্যে দরবক্সের অট্টহাস্য)

জাহা। কে—কে তুমি — (দরবক্সের প্রবেশ)

শাজা। কি চাও ফকীর - -

দর। কি চাই? দারার কল্যাণে তুমি আজ সব দিতে পারো না? জানি জানি,তাইতো আজ দুর্গে প্রবেশ করেছি, তোমার সামনে আসতে পেরেছি, পুত্রের কল্যাণে তুমি আজ দরাজদস্ত—হাঃ হাঃ হাঃ।

জাহা। ফকীরের বেশে কে তুমি শয়তান !

দর। তুমি চিনচেনা, চিনতে পারো বাদশা ?

শাজা। তুমি -- তুমি—

দর। বল বল কে আমি, কি আমার পরিচয় ? চিনতে পারছনা— অনেক দিনের কথা তখন তুমি সাহাজাদা খুরম, চল্লিশ বৎসর এক আধ দিন নয়—চল্লিশ বৎসর আগে—

শাজা। চল্লিশ বৎসর !

দর। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক চল্লিশ বৎসর আগে শাহী মসনদ নিয়ে হিন্দুস্থানের আকাশে—এমনি একটা বজ্রগর্ভ কালো মেঘ উঠেছিল—সে দিনও চলছিল উদ্যোগ আয়োজন—ষড়যন্ত্র, পিতৃদ্রোহিতার—ভ্রাতৃহত্যার—

শাজা। ভ্রাতৃহত্যা !

দর। হ্যাঁ, ঠিক এই রকম, মনে পড়ে বাদশা রাজা অনিরায়—মনে পড়ে দাক্ষিনাত্য অভিযান—মনে পড়ে হতভাগ্য সাহাজাদা খসরু ? (শাহজাহানের প্রতি এক দৃষ্টে চাহিলেন)

শাজা। তুমি—

দর। সম্রাট জাহাঙ্গীরের পুত্র ভারতের ভাবী অধিশ্বর সাহাজাদা খসরুর হতভাগ্য পুত্র দরবক্‌স ফকীর দরবক্‌স।

শাজা। কি চাও ?

দর। প্রতিশোধ।

শাজা। প্রতিশোধ ?

দর। প্রতিশোধ কিন্তু হত্যা করে নয়—

শাজা। দরবক্‌স, আমি বৃদ্ধ রুগ্ন আমি মার্জ্জনা চাচ্ছি বৎস—

জাহা। ক্ষমা কর ভাই—

দর। ভাই—! কে কার ভাই সাহাজাদী, দরবক্‌সের পিতা ছিল বটে হতভাগ্য সাহাজাদা খসরু, কিন্তু তোমার পিতা—তোমার সম্রাট পিতার শয়তানীতে আকবর শাহের পৌত্র দরবক্‌স আজ পথের ভিখারী, ক্ষমা নেই পিতৃহন্তা—

শাজা। খসরুকে আমি হত্যা করিনি,—

দর। স্তব্ধ হও বিশ্বাস ঘাতক—

শাজা। বিশ্বাস কর—নুরজাহানের ষড়যন্ত্র —

দর। বাদশা জাহাঙ্গীরের জ্যেষ্ঠপুত্র, ভাবী সম্রাট যুবরাজ খসরু, বীর ভ্রাতা খুরমের শিবিরে নিদ্রিত, সেখানে নুরজাহানের চক্রান্ত ?

শাজা। যৌবনের ভুল—যৌবনের পাপ—

দর। স্বীকার করছ ?

শাজা। আমি পাপী মহাপাপী—

দর। সম্রাট, যৌবনের ভুল—যৌবনের পাপ কি বৃথা যায় ? ভেবেছিলে আদর্শ পিতা হয়ে পুত্রদের শিক্ষা দেবে, শিক্ষা দেবে—সাম্রাজ্যের চেয়ে ভ্রাতৃত্ব বড় না? কিন্তু তা হয় না বাদশা - নির্য্যাতিতের অভিশাপ নির্য্যাতিতের মর্ম্ম জ্বালা—

শাজা। (করযোড়ে) দরবক্‌স—দরবক্‌স—

দর। হাঃ হাঃ হাঃ—চল্লিশ বৎসর আগে তোমার অন্ধ ভাই হয়তো এমনিই অনুনয় করেছিল—না সম্রাট ? তুমি দীর্ঘজীবি হও সম্রাট। সাম্রাজ্য ভোগ করেছ শাস্তি ভোগ করবে না ? পিতাকে আঘাত দিয়েছ পিতা হয়ে সে আঘাতের মর্ম্ম বুঝবে না ? (অকস্মাৎ শাজাহানের নিকটে যাইয়া) শোন পিতৃহন্তা, বিজয়ী

পুত্রের আনন্দ হবে তোমার বিষাদের ক্রন্দন, জীবিত পুত্রমুখ আর তুমি দেখবে না, দেখতে পাবে না সে সৌভাগ্য আর হবে না। মনে রেখো পিতৃহারার অভিশাপ—(উর্দ্ধে চাহিয়া) খোদাতালা তুমি আছ তুমি আছ। (প্রস্থান)

শাজা। কে আছিস ডাক দারাকে, ডাক ডাক মহাবৎকে আসফখাঁ— আসফখাঁ—

জাহা। বাবা—

শাজা। কে পিতা? পিতা নই, পুত্র হয়ে পিতাকে—তাই—তাই আমার পুত্র যদি—কে? কে ওখানে (এক দৃষ্টে চাহিলেন)

জাহা। কোথায় বাবা?

শাজা। ঐ ঐ শলাকা বিদ্ধ অন্ধ চক্ষু—তার পিছনে—ও কে—ও কার হাত? সরাপ নয় সরাপ নয়—যাঃ। (দুই হস্তে চক্ষু ঢাকিয়া) খসরু পারভেজ ভাই ভাই—। (অকস্মাৎ ক্ষিপ্তের ন্যায়) বাঃ বাঃ বেজে উঠেছে, চারদিকে ধর্ম্মঘণ্টা বেজে উঠেছে—বিচার আসনে বাদশাহ জিন্নত মকানী নুরুদ্দিন জাহাঙ্গীর—(দরবারী প্রথায় অগ্রসর হইয়া অভিবাদন করিলেন) বিচার কর, বিচার কর বাদশা, বিচার কর পিতা- (নতজানু হইলেন) তুমি পুত্র হন্তার পিতা নও, ভ্রাতৃহন্তার পিতা নও। ক্ষমা ক্ষমা (ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গীতে মাথা ঠুকিতে লাগিলেন)

জাহা। বাবা—বাবা!

সাজা। চুপ, ধর্ম্মাধিকরণে পিতা নেই পুত্র নেই ক্ষমা নেই—শুধু বিচার—বিচার—

জাহা। বাবা (হাত ধরিলেন)

সাজা। যা দূরহ—শুনছিস না ধর্ম্মঘণ্টা বাজছে—সিংহাসনে ন্যায়ের আসনে সম্রাট—বিচার—বিচার হচ্ছে মহা অপরাধী মহাপাপী খুরমের। দেখ দেখ—শাহেনশাহ নুরউদ্দিন মহম্মদ জাহাঙ্গীর বাদশা গাজী—ক্রোধে অভিশাপ দিচ্ছে অভিশাপ! ঐ ঐ উজ্জ্বল আয়ত চক্ষু হতে কি অগ্নি বর্ষণ— কি ভয়ঙ্কর! কি ভয়ঙ্কর! খোদা তালা—খোদা তালা— (মূর্চ্ছিত হইলেন)

জাহা। বাবা বাবা!

(প্রথম যবনিকা)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সামুগড়ে আওরঙ্গজেবের শিবির, কাল গভীর রাত্রি

[আওরঙ্গজেবের পরিধানে ফকীরের পোসাক, দক্ষিণহস্তে জপমালা। শিবিরের এক পার্শ্বে সিংহাসনের অনুরূপ তিন সোপান যুক্ত কাষ্ঠাসন অন্যপার্শ্বে স্বর্ণ-খচিত বেদীতে কোরাণ সরিফ পার্শ্বে সুউচ্চ আলোক মঞ্চ, চিন্তামগ্ন আওরঙ্গজেব]

আও। দিগন্ত বিস্তৃত ঝটিকা বিক্ষুব্ধ সমুদ্র, তরঙ্গের পর তরঙ্গ—ক্রুর সর্পের সহস্র উদ্যত ফণা হিংস্র শয়তানের অট্টহাস্য। কিন্তু সব সমস্ত ব্যর্থ, নাবিক কুল পায় জলকল্লোল মাথা নত করে। তবে দারার পঞ্চাশ হাজারের বিরুদ্ধে মাত্র তার অর্দ্ধেক—অসম্ভব কেন? না—কখনো না।

তবে অন্যায়, অন্যায়? উচ্চাকাঙ্খা তবে অন্যায়? [পাদচারণ করিতে করিতে কাষ্ঠাসনের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন]

দারা সুজা মুরাদ, তিন ধাপ, তিন সোপান—মাত্র তিনটি বাধা। তারপর? [ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া ধীরে ধীরে ১ম ২য় সোপান অতিক্রম করিয়া তৃতীয় সোপানে দাঁড়াইলেন]

বাধা নেই—পথ মুক্ত তবু—তবু লোক লজ্জা। [আসন হইতে নামিয়া আসিলেন] লোক লজ্জা—সমাজের শাসন—? দুহাতে বিলিয়ে দাও মুঠো মুঠো স্বর্ণ মুক্তা জহরৎ. কণ্ঠরোধ সমস্ত কণ্ঠ নীরব। সমাজের নির্ব্বোধ হাসি—বাদশা আওরঙ্গজেব জিন্দাবাদ—জিন্দাবাদ গাজী আওরঙ্গজেব।

(ধীরে ধীরে সোপান অতিক্রম করিয়া আসনে বসিলেন)
তখতই-তাউস—তখতই-তাউস—দুর্ব্বলের নয় বৃদ্ধের নয়
শক্তিমানের—

[সহসা মুদিতনেত্রে মালা জপিতে লাগিলেন, তিনজন সৈন্যাধ্যক্ষের প্রবেশ, তাহারা আওরঙ্গজেবের ঐ অবস্থা দেখিয়া ভূমি চুম্বন অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, আওরঙ্গজেব মালা জপ বন্ধ করিয়া চাহিলেন সকলে পুনরায় অভিবাদন করিল, আওরঙ্গজেব আসন হইতে নামিয়া আসিলেন]

আপনারা ধার্ম্মিক আপনারা বীর আপনারা মুসলমান, আপনাদের ভরসায় আপনাদের উৎসাহে—আওরঙ্গাবাদ আজ বহু দূরে। কাল যুদ্ধ, যুদ্ধ নয় খোদার পরীক্ষা। যদি সৌভাগ্য চান ইসলামের গৌরব চান, তরবারীর আঘাতে পথ মুক্ত করুন—আপনাদের জয় ইসলামের গৌরব।

[আওরঙ্গজেব একে একে তিনজনকে আলিঙ্গন করিলেন, অভিবাদন করিয়া তাহারা চলিয়া গেল, মীরজুমলা আসিয়া অভিবাদন করিলেন]

আও। রাত্রি কত উজীর সাহেব?

মীর। প্রভাত হয়ে এলো জনাব।

আও। উজীর সাহেব, প্রভাতে সম্রাটবাহিনী যদি আক্রমণ করে?

মীর। আমরা যুদ্ধ দেবো খোদাবন্দ।

আও। যদি সম্রাটবাহিনী আক্রমণ করে আমরা যুদ্ধ দেবো? যুদ্ধ? না উজীর যুদ্ধ হবেনা।

মীর। জনাব!

আও। জাহানারার অনুরোধ,—পিতা বর্ত্তমান,—উজীর সাহেব আগ্রায় দূত পাঠান। যুদ্ধ আমি চাইনা—চাই শান্তি শুধু বৃদ্ধ পিতার দর্শন—

মীর। জনাব এত আয়োজন যদি ব্যর্থ হয়—

আও। ফকীর আওরঙ্গজেব মক্কা যেতে বাধ্য—

মীর। অথচ উজ্জয়িনী যুদ্ধে আমরা জিতেছি খোদাবন্দ—

আও। কিন্তু সামুগড়ে পরাজিত হতে বাধ্য,—যান (মীরজুমলার প্রস্থান) আওরঙ্গজেব, তোমার স্থান কি ঐ অকুল সমুদ্রে, প্রচণ্ড ঢেউ—সঙ্গে তার ঘূর্ণি স্রোত। কি করবে ফকীর? পরাভূত মনে অবসন্ন দেহে তলিয়ে যাবে—? পরাজিত নিষ্পেষিত জীবনের বোঝা নিয়ে তলিয়ে যাবে— (মুর্শিদ কুলীর প্রবেশ)

মুর্শি। জনাব, আংরেজ গোলন্দাজ—

আও। জানি খাঁ সাহেব—এখনো বহু দূরে?

মুর্শি। না জনাব, এইমাত্র তারা পৌঁছিয়েছে—

আও। তবু বিধর্ম্মী ভ্রাতার অসংখ্য কামান—

মুর্শি। সম্রাটবাহিনীর বহু কামান—

আও।—হ্যাঁ চম্বল তীরে পরিত্যক্ত। মুর্শিদকুলী আপনারা যদি আক্রমণ চালান?

মুর্শি। আদেশ করুন খোদাবন্দ, আমরা আক্রমণ করি?

আও। আক্রমণ (পরিভ্রমণ) না—(মুর্শিদকুলীকে যাইবার ইঙ্গিত মুর্শিদকুলী প্রস্থানোদ্যত) কুলী খাঁ—

মুর্শি। জনাব।

(আওরঙ্গজেব পরিভ্রমণ করিতে করিতে আপন মনে বলিতে লাগিলেন)

আও। উজ্জয়িনী প্রথম সোপান—দ্বিতীয় এই সামুগড়,—চম্বল যখন পার হয়েছি—তখন—কিন্তু পঞ্চাশ হাজার—, তাইতো! [সহসা মুর্শিদকুলীর প্রতি চাহিয়া] মুর্শিদকুলী আপনার ঋণ—

মুর্শি। বান্দাকে অপরাধী করবেন না জনাব, ভাবী সম্রাটের—

আও। কুলী খাঁ, ভাবী সম্রাট মুরাদশাহ—আমার স্নেহের ভাই মুরাদ, আমি তো ফকীর। [মীরজুমলার পুনঃ প্রবেশ, আওরঙ্গজেবকে পত্র দান] মীরজুমলা—কুলী খাঁ—

উভয়ে। খোদাবন্দ।

আও। কামান—কামান— [অভিবাদনান্তে উভয়ে প্রস্থানোদ্যত] আক্রমণ নয়—মাত্র তিনটী গর্জ্জন,—তিনটি তোপ।

[উভয়ের প্রস্থান, আওরঙ্গজেব পুনরায় পত্রখানি দেখিলেন]

কাফের তোমার ভাগ্য ! পথভ্রষ্ট বিধর্ম্মী,— (মুরাদের প্রবেশ)

মুরাদ। সমস্ত রাত তুমি জেগে রয়েছ দাদা ?

আও। তুমি তো জানো ভাই – কর্ত্তব্যের খাতিরে নিদ্রা কেন প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারি।

মুরাদ। দাদা, তুমি মানুষ নও—তাহলেও বিশ্রাম দরকার।

আও। [মুরাদের হাত ধরিয়া কাষ্ঠাসনে বসাইয়া দিয়া] স্নেহের ভাইটি আমার, বিশ্রাম নেবো তখন, যখন তখতই-তাউস অধিকার করেছেন সম্রাট মুরাদশাহ। ভাই মুরাদ সকালে যুদ্ধ।

মুরাদ। সে কি দাদা !— [নেপথ্যে পর পর তিনটি তোপধ্বনি] আক্রমণ তাহলে—

আও। না ভাই আক্রমণ নয়, আক্রমণ করবেন দারা—আমরা করবো প্রতিরোধ।

মুরাদ। তাহলে চল দাদা—

আও। (পিঠে হাত রাখিয়া) একটু অবসর দাও ভাই, জানোতো ধর্ম্মের জন্যে যুদ্ধ, প্রভাত হয়ে এলো— [দূরে আজান ধ্বনিত হইল]

মুরাদ। তাহলে নমাজ শেষ করে এসো।

আও। নিশ্চিন্ত থাকো ভাই। (মুরাদের প্রস্থান)

আও। সামুগড়, ধুম্রপুঞ্জে আচ্ছন্ন সামুগড়, চতুর্দ্দিকে অগ্নিশিখা, শত সহস্র বীরের উষ্ণ রক্তে উষর প্রান্তর রক্তাক্ত—। রক্ত-রক্ত-এত রক্ত কার জন্যে খোদা? কে সে ভাগ্যবান? মুরাদ না আওরঙ্গজেব—, আওরঙ্গজেব না মুরাদ? কিন্তু বিধর্ম্মী দারা যদি—(ক্ষুদ্র ছুরিকা বাহির করিয়া) আমরণ লজ্জাভার থেকে তুমি তুমি মুক্তি দিও বন্ধু—পরাজিত আওরঙ্গজেবের পরম সুহৃদ। [দূরে পর পর তিনবার কামান গর্জ্জন, আওরঙ্গজেব উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন] আওরঙ্গজেব, কে তোমার সহায়—? ভাগ্য—পুরুষকার—কোরাণ—এই ফকীরের আলখাল্লা না ঐ খলিলুল্লা? ভুল ভুল—উর্দ্ধে খোদা—আর নিম্নে খোদার বান্দা আওরঙ্গজেব - দুনিয়ায় আর কেহ নেই—আওরঙ্গজেবের কেউ নেই,—আওরঙ্গজেব একা,—বিশাল বিশ্বে একা। [আওরঙ্গজেব নমাজে বসিলেন, দূরে কামান গর্জ্জন আরম্ভ হইল]

২য় দৃশ্য

সামুগড়ে দারার শিবির

সুসজ্জিত রক্তবর্ণের শিবির। দিবা—দ্বিপ্রহর

[দারা লিখিতেছেন পার্শ্বে রাণাদিল, দুইজন সুন্দরী ক্রীতদাসী ব্যজন করিতেছে—নেপথ্যে বন্দুক কামানের একতরফা গর্জ্জন শোনা যাইতেছে—।]

দারা। বলতো রাণা "সিন্ধু সঙ্গম" না "সিন্ধু মিলন" কোনটি মধুর?

রাণাদিল। (নিরুত্তর)

দারা। জীবনের আজ স্মরণীয় দিন, "মাজমাউল বাহরায়েণের" ভূমিকা আজ শেষ করেছি, শোন রাণা—

রাণা। জনাব ?

দারা। [কোনদিকে না চাহিয়া পড়িতে লাগিলেন।] শোন রাণাদিল, হিন্দুর যেমন বেদ, ইসলামের তেমনি কোরাণ, ইসলাম আর বৈদিক ধর্ম্মের কোন পার্থক্য নেই—কোন বিভিন্নতা নেই। উভয় ধর্ম্ম বলেন—জগতের সমস্ত মানবের ঈশ্বর এক অদ্বিতীয়,—সমগ্র জগৎ একই ঈশ্বরের অধীন। আমরা যদি কোরাণ এবং বেদ মেনে চলি—তাহলে শত্রুতার পরিবর্ত্তে জাগবে আত্মীয়তা, হিংসার পরিবর্ত্তে জেগে উঠবে প্রীতি ভালবাসা—

রাণা। জনাব—

দারা। আঃ, রাণাদিল—

রাণা। শোন প্রভু—

দারা। (বিরক্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন) বল ?

রাণা। রণস্থল রচনার স্থান নয় জনাব—

দারা। ছিঃ, যুদ্ধে তোমার এত ভয় !

রাণা। যুদ্ধ ভয় নয় জনাব (পদধারণ)

দারা। আশ্চর্য্য ! কি হয়েছে—?

রাণা। খলিলুল্লাকে বন্দী করুন।

দারা। রাণাদিল—

রাণা। আমি দেখছি প্রভু, ছায়ার মত কে একজন বিশ্বাস করুন নিজে দেখেছি, গভীর রাত্রে খলিলুল্লার শিবির থেকে শত্রু ছাউনীর দিকে মিলিয়ে গেল।

দারা। (হাসিয়া) ছায়ামূর্ত্তি ?

রাণা। প্রভু—

দারা। দেখেছ সত্য, তবে সে স্বপ্ন— (প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। মহারাজ ছত্রশাল সঙ্গে রুস্তম খাঁ।

দারা। আসতে বল। (প্রহরীর প্রস্থান) স্বপ্নের চোখে অনেক কিছু দেখা যায়, কিন্তু বাস্তবের সঙ্গে কতটুকু তার সম্বন্ধ রাণা, যাও দুশ্চিন্তা ত্যাগ কর। (রাণাদিলের প্রস্থান, ছত্রশাল ও রুস্তম খাঁর প্রবেশ)

ছত্র। অনর্থক কামান গর্জ্জনের নাম যুদ্ধ নয় যুবরাজ।

রুস্তম। জনাব, রণস্থলের একটি মাত্র ভুলে অনিবার্য্য জয়—পরাজয়ের ব্যর্থতা নিয়ে আসে—।

দারা। আপনাদের কোন কথাইতো বুঝতে পারছিনা—

(দূরে পরপর তিনবার কামান গর্জ্জন)

ছত্র। শেষরাত্রে শুনেছি তিনটি তোপ—তারপর দুবার, এখন আবার সেই তিনটি তোপধ্বনি।

রুস্তম। কোথায় শত্রু তার স্থিরতা নেই অথচ নির্ব্বোধের মত গোলা বারুদ ক্ষয় করে চলেছি—, একে যুদ্ধ বলেনা যুবরাজ

দারা। আপনারা কি চান তাই বলুন ?

ছত্র। বন্দী করতে চাই—

দারা। কিন্তু কাকে ?

ছত্র। আপনার পরামর্শ দাতা ঐ খলিলুল্লা—(দ্রুতবেগে খলিলুল্লার প্রবেশ)

খলি। যুবরাজ, এই মুহূর্ত্তে যদি সমগ্র বাহিনী নিয়ে শত্রুকে বেষ্টন করতে পারি—

রুস্তম। খাঁ সাহেব, শত্রু আক্রমণ করুক আমরা প্রতিরোধ করবো।

খলি। যুবরাজ ?

দারা। খলিউল্লা খাঁ—

খলি। সাহাজাদা ?

দারা। আগ্রার শপৎ মনে আছে খাঁ সাহেব ?

খলি। সে কথা কেন যুবরাজ, (রুস্তম খাঁ ও ছত্রশালের প্রতি চাহিয়া) বুঝেছি, যুবরাজ আমায় সন্দেহ করেন—

দারা। ঠিক সন্দেহ নয় তবে জানতে চাই—

ছত্র। পথশ্রান্ত বিদ্রোহীদের প্রথম দিনে আক্রমণ না করে তিনদিন পর—ক্রমাগত এই কামান গর্জ্জন কি যুদ্ধ ?

রুস্তম। শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জ্যোতিষীর দোহাই—খোদাতালার আলোক সৃষ্টির পবিত্রদিন এ সমস্ত—মারাত্মক ভুল।

ছত্র। ইব্রাহিমখাঁকে যদি আক্রমণের আদেশ দেওয়া হোত—

খলি। আমি অস্ত্রত্যাগ করছি যুবরাজ—(দারার পদতলে তরবারী রক্ষা)

দারা। খাঁ সাহেব—

খলি। যুবরাজ, আমার অভিজ্ঞতা—রুস্তমখাঁ আর ঐ ছত্রশালের মত অত গভীর নয়। তবে এটুকু বলতে পারি—বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি—তাতে নির্ভর করে শুধু বলতে চাই,—এই মুহূর্ত্তে যদি বিপক্ষকে বেষ্টন করতাম তবে,—বিদ্রোহীরা আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হোত। তা যখন হবেনা, তখন—আগ্রায় আমি ফিরে যাবো, কৈফিয়ৎ দিতে হয়—আমার আজন্মের প্রভু শাহেনসাকে দেবো,—রুস্তমখাঁকে নয় ছত্রশালকে নয়।

দারা। খলিলুল্লাখাঁ আপনার ভরসায় আমি যুদ্ধে নেমেছি, আর কৈফিয়ৎ আমি চাইনি—

খলি। মাফ করবেন যুবরাজ, ছত্রশাল রুস্তমখাঁ যেখানে পরামর্শদাতা —সেখানে খলিলুল্লার স্থান—হতে পারেনা।

দারা। (তরবারী লইয়া) আপনি তো জানেন আমার সব, অস্ত্র নিন।

খলি। (দুইহাত পাতিয়া তরবারী লইয়া) আমি আবার শপৎ করছি—যুবরাজ দারাশিকোহের সম্মানে জীবন দান খলিলুল্লার সব চেয়ে বড় গৌরব।

দারা। চলুন খাঁ সাহেব, আসুন রাজা আসুন রুস্তম খাঁ।

(দারা ও খলিলুল্লার প্রস্থান)

ছত্র। রুস্তম খাঁ?

রুস্তম। নিয়তি—শয়তান যখন চাপে তখন বিবেক বুদ্ধি সব ব্যর্থ। ভাগ্যে যাই থাকুক—দশহাজার আসোয়ার নিয়ে আমি আক্রমণ করবো।

ছত্র। আমরা রাজপুত—যুদ্ধ আমাদের উৎসব, আমরাও যুদ্ধ দেবো—ফিরবো কিনা জানিনা, আসুন খাঁ সাহেব।

(উভয়ে আলিঙ্গন শেষে প্রস্থানোদ্যত, রাণাদিলের প্রবেশ)

রাণা। রুস্তম খাঁ, আমার অনুরোধ—

রুস্তম। (অভিবাদনান্তে) রুস্তম খাঁ নিমকের বান্দা হুজুরাইন, আদেশ করুন।

রাণা। খলিলুল্লাকে অবিশ্বাসের কোন প্রমাণ পেয়েছেন?

রুস্তম। না হুজুরাইন, তবে তার ব্যবহার সন্দেহ জনক।

রাণা। মহারাজ?

ছত্র। বেগম সহিবা, খলিলুল্লা সাহাজাদা আওরঙ্গজেবের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র, বাদশাবেগমকে আমি অনুরোধ করেছিলাম, কিন্তু এখন এই আক্রমণের সময়, - করবার কিছু নেই।

রাণা। আপনারা সব পারেন, আপনাদের হাতে আজ যুবরাজের জীবন, মহারাজ—রুস্তম খাঁ, আমার অনুরোধ—

(রণবেশে দারার প্রবেশ, নেপথ্যে ঘোররবে রণদামামা বাজিয়া উঠিল)

দারা। রুস্তমখাঁ যুদ্ধ এক রকম ফতে, যান এই মুহূর্ত্তে আপনি অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে শত্রুর কামান অধিকার করুন।

ছত্র। যুবরাজ—

দারা। আপনি আর রাজা রামসিং আক্রমণ করুন দক্ষিণ ভাগ।

রুস্তম। আমাদের কামান ?

দারা। কামান, যেমন আছে তেমনিই থাক।

রুস্তম। যুবরাজ, শত্রুর প্রথমে রয়েছে—কামান, কাযেই দুপক্ষের গোলার আঘাতে আমার অশ্বারোহী সেনা ধ্বংশ হতে বাধ্য।

দারা। মহারাজ ছত্রশাল—?

ছত্র। যুবরাজ, আক্রমণের রীতি এ নয়—

রুস্তম। বিপক্ষের ফিরিঙ্গি গোলন্দাজ—অত্যন্ত কৌশলী

দারা। তাই বুঝি আক্রমণের চেয়ে পলায়নের পথ খুঁজছেন ? বুঝেছি—খলিলুল্লাকে কেন সন্দেহ, ধিক মহারাজ ধিক রুস্তম খাঁ—

ছত্র। বাদশাহের নিমকভোজী রাজপুত বিশ্বাস ঘাতক নয় যুবরাজ, বিদায় সাহাজাদা (প্রস্থান)

রুস্তম। জনাব, কামান আমি অধিকার করবো,—কিন্তু আপনি সাবধান খলিলুল্লা আপনার শত্রু জনাব। (প্রস্থান)

[রাণাদিল দারার সম্মুখে আসিলেন]

দারা। এখনো দুশ্চিন্তা রাণাদিল—যুদ্ধ তো শেষ হয়ে এলো।

রাণা। ঈশ্বর করুন তাই যেন হয়, কিন্তু যুদ্ধ শেষ—

[খলিলুল্লার পুনঃ প্রবেশ]

খলি। আপনার হাতী প্রস্তুত যুবরাজ—

দারা। আমি তৈরী খাঁ সাহেব— [উভয়ের প্রস্থান]

রাণা। ভগবান, সম্রাটবাহিনী জয়ী হোক আর কিছু চাই না। মাত্র পঁচিশ হাজার, তবু তবু হৃদয় কাঁপে কেন? (দূরে ঘন ঘন কামান গর্জ্জন)

একি! আমাদের কামান স্তব্ধ কেন! এই কে আছিস বান্দা বান্দা। (বান্দার প্রবেশ)

দেখ, যাকে সামনে পাবি রাজপুত মুঘল পাঠান এখানে নিয়ে আয়।

[নেপথ্যে চীৎকার—"আঁধি—আঁধি—সাবধন সাবধান," রঙ্গমঞ্চ অকস্মাৎ অন্ধকার হইয়া গেল,]

আশ্চর্য্য—দ্বিপ্রহরে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে যেন—

[প্রবল ঝড়ের গর্জ্জনের সঙ্গে রঙ্গমঞ্চ গাঢ় লাল আলোয় আলোকিত হইয়া উঠিল] উঃ কি ধূম্রাচ্ছন্ন রণভূমি,—যেন ভৈরবী নিশার আবির্ভাব।

(জন কয়েক সৈনিকের প্রবেশ)

রাণা। কে কে তোমরা—

সৈনিক। আমরা জল চাই—জল [নেপথ্যে—সাবধান বেয়াদপ]

সৈনিক। জল না হয় জান দাও—

[বন্দুক তুলিল সঙ্গে সঙ্গে গুলির আঘাতে ভূপতিত হইল অন্যান্যরা পলায়ন করিল, একজন রাজপুত সৈনিকের প্রবেশ]

রাজ। হুজুরাইন শিবিরে আপনি নিরাপদ নন।

রাণা। নিরাপদ চাই না, যুদ্ধের সংবাদ চাই—

রাজ। যুদ্ধ চরমে উঠেছে হুজুরাইন, কিন্তু—

রাণা। সৈনিক—

রাজ। যুবরাজ গোলন্দাজদের শৃঙ্খল মুক্ত করেছেন, তারা কামান ছেড়ে লুণ্ঠনে মেতে উঠেছে যারা কামান ত্যাগ করেনি তাদের পথরোধ করেছেন স্বয়ং যুবরাজ—

রাণা। খলিলুল্লা ?

রাজ। বেইমান খলিলুল্লা—

[দূরে চীৎকার—আল্লাহো আকবর,—বিজয় বাদ্য বাজিয়া উঠিল]

রাণা। ও কার জয়ধ্বনি কার রণোল্লাস—

(একজন মুঘল সৈন্যের প্রবেশ)

মুঃসৈ। সর্ব্বনাশ সর্ব্বনাশ হুজুরাইন—যুবরাজের হাতী—আরোহী শূন্য—

রাণা। সৈনিক !

মুঃসৈ। হায় খোদা তালা—(বক্ষে করাঘাত)

রাণা। একি করলে একি করলে পরমেশ্বর—

[নেপথ্যে ঘোররবে রণউল্লাস সহ বিজয় বাদ্য বাজিয়া উঠিল]

তৃতীয় দৃশ্য

সামুগড়ে মুরাদের শিবিরের সম্মুখ ভাগ—কাল সন্ধ্যা

[আওরঙ্গজেব দণ্ডায়মান হস্তে যথারীতি জপমালা, আসনে উপবিষ্ট আহত মুরাদ, শাহাবাজ পদ সেবায় নিযুক্ত—অন্যদিকে মীরজুমলা মুর্শিদকুলী দণ্ডায়মান। নেপথ্যে তখনো বিজয় বাদ্য বাজিতেছে]

আও। এক পলকে এক মুহূর্ত্তে এক নিঃশ্বাসে দুনিয়া বদলে যায়, এতো সামান্য যুদ্ধ কুলীখাঁ—তবে আপনাদের ঋণ, কি বল ভাই মুরাদ ?

মীর। হতভাগ্য যুবরাজ! হাতী থেকে নামলেন সঙ্গে সঙ্গে ভাগ্যও তাঁকে ত্যাগ করলো; অথচ পঞ্চাশ হাজার ফৌজ!

আও। সবই আল্লার আশীর্ব্বাদ, মানুষের আর কতটুকু শক্তি—মানুষতো কীটানু কীটের অধম। বিধর্ম্মী ভ্রাতা হয়তো আজ অনুতপ্ত, ধর্ম্মাদ্রোহী যদি পবিত্র ইসলামে অবিশ্বাসী না হোত, তবে হয়তো এই যুদ্ধের আগুণ জ্বলে উঠতো না।

[দ্রুতবেগে খলিউল্লা ও শায়েস্তাখাঁর প্রবেশ, উভয়ে আওরঙ্গজেবকে অভিবাদন করিল]

খলি। জাঁহাপনা আমরা জানতাম ধর্ম্মযুদ্ধে আপনার পরাজয় অসম্ভব।

শায়েস্তা। বীরত্বের ইতিহাসে সামুগড়ের তুলনা নেই জনাব, পঞ্চাশ হাজার যেন হাওয়ায় মিশে গেল—

আও। শায়েস্তাখাঁ, মানুষ বড় অসহায় বড় দুর্ব্বল, মানুষ ভাবে এক কিন্তু হয় আর এক, সব সেই পরম কারুনিক খোদার হাত, আমার কি শক্তি খাঁসাহেব—

খলি। জাঁহাপনা যেদিন তখতই তাউস অধিকার করবেন সেদিন কি গৌরবের কি আনন্দের দিন, কি বলুন খাঁসাহেব?

[মুরাদ খলিউল্লার প্রতি চাহিলেন, আড় চোখে আওরঙ্গজেব মুরাদকে একবার দেখিয়া লইলেন]

আও। খলিলুল্লা, সিংহাসন আমি চাই না, মীরজুমলা জানেন—এ যুদ্ধ শুধু ধর্ম্মের জন্যে। ধর্ম্মের জন্যেই ফকীরি নিয়েছি ধর্ম্মের জন্যে আমার বীর ভ্রাতা মুরাদের হাতে সাম্রাজ্য তুলে দিয়ে মুক্তি পেতে চাই। শায়েস্তা খাঁ, আমার স্নেহের ভাই মুরাদশাহ ভবিষ্যৎ সম্রাট।

মীর। আমরা কি এই মুহূর্ত্তে আগ্রায় কুচ করবো জনাব ?

আও। ভাই মুরাদ ? (মুরাদ আওরঙ্গজেবের প্রতি চাহিলেন)
ভাই আমার দ্বিতীয় তাইমুর, খলিলুল্লা খাঁ ?

খলি। আগ্রা এক রকম অরক্ষিত—কিন্তু সুলেমান জয়সিংহ তারপর যশোবন্তসিং, কি বলুন খাঁ সাহেব ?

শায়েস্তা। হাঁ, এখন আগ্রা অধিকার সব চেয়ে বড় কাজ—

আও। মীরজুমলা ?

মীর। যুবরাজ যদি—আবার পথরোধ করেন তখন—

আও। তখন আবার একটা যুদ্ধ কি বলুন উজীর সাহেব ? তাহলে সবাই আগ্রা যেতে চান ?

মুর্শি। হাঁ জনাব, এখনি কুচ করতে চাই—

আও। না, ভাবী সম্রাট মুরাদশাহ আহত পরিশ্রান্ত। (মুরাদের সম্মুখে যাইয়া) স্নেহের ভাইটি আমার, আজ তোমার রাজত্বের প্রথম দিন কিন্তু বিজয়োৎসবের সময় এখন নয়। তুমি বিশ্রাম নাও ভাই—আসুন মীরজুমলা, আপনারাও আসুন

[মুরাদ ও সাহাবাজ ব্যতিত সকলের প্রস্থান]

মুরাদ। হুঁ, খুব সত্যি, খাঁটি কথা বলেছ দাদা—এক পলকে দুনিয়া বদলে যায়, দাদার ফকীরি কি তবে—

সাহা। আবার একটা স্বপ্ন দেখেছি জনাব—

মুরাদ। সে আবার কি ?

সাহা। হ্যাঁ জনাব, জেগে জেগেই দেখলাম তখতই-তাউস যেন দূরে সরে যাচ্ছে, আর দেখলাম জাঁহাপনা স্বয়ং চলেছেন উল্টো মুখে—

মুরাদ। অথচ এই যুদ্ধে আমি কিনা করেছি ?

সাহা। আর একটু হলেই কবরে যেতে হোত জনাব, গোঁয়ার রাজপুতটা যেমন রুখে ছিল, তবে জাঁহাপনা আমাদের দ্বিতীয় রুস্তম।

মুরাদ। মালা ফকীরের আলখাল্লা সমস্ত—

সাহা। ভণ্ডামী—

মুরাদ। মোল্লা হতে চায় সম্রাট—আচ্ছা—

সাহা। জনাব, চোখের সামনে স্বপ্ন ভাসছে—

মুরাদ। আমিও মুরাদশাহ্‌—

সাহা। ঠিক স্বপ্ন নয় তবে ঘুমোলে তাই দেখতাম—

মুরাদ। কি দেখতিস ?

সাহা। একটা মস্তবড়—এই ইয়া বড়া শ্বেত গোখরো যাকে বলে রাজশাপ, যেন আমাদের বাদশা নামদারকে পাকে পাকে জড়িয়ে মুখের কাছে ছোবল তুলে এক দৃষ্টে চেয়ে আছে।

মুরাদ। আওরঙ্গজেব তুমি চতুর কিন্তু মুরাদ নির্ব্বোধ নয়। বান্দা, আজ যদি আলীনকী থাকতো—

সাহা। হায় হায় (বক্ষে করাঘাত) মড়াকে যদি বাঁচানো যেতো—

মুরাদ। শাহাবাজ ডাকতো একবার—

[শাহাবাজ উপুড় হইয়া শুইয়া মাটিতে মুখ রাখিয়া উচ্চৈস্বরে ডাকিল]

সাহা। উজীরি উলমূলক আমীর-উলবহর আলীনকী খাঁ বাহাদুর—

মুরাদ। আরে মূর্খ, আলীনকী নয়, ওমরাওদের—

সাহা। (দাঁড়াইয়া) তাহলে জনাব আবার আমরা গুজরাটেই ফিরবো, সেই ভালো তখ্‌তে কাজ নেই (প্রস্থান)

[মুরাদ উঠিয়া দাঁড়াইলেন]

মুরাদ। মোল্লা চায় বাদশাহী, আচ্ছা আমিও মুরাদশাহ—দেখে নেবো কত বড় ধূর্ত্ত তুমি—

চতুর্থ দৃশ্য

[দুর্গ বুরুজ উপরে রণসজ্জায় শাজাহান পার্শ্বে জাহানারা। নিম্নে তৃষাতুর নরনারী চতুর্দ্দিকে ইতঃস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জলপাত্র। প্রচণ্ড সূর্য্য কিরণে যেন চরাচর দগ্ধীভূত হইতেছে। দুর্গভ্যান্তর হইতে আর্ত্তরব উঠিতেছে —"জল-জল হায় জল]

শাজা। জল শুধু জল! সবাই চায় জল, কণ্ঠতালু শুষ্ক; অথচ ঐ-ঐ ঐতো স্বচ্ছ সলিলা যমুনা উচ্ছল তরঙ্গে বয়ে চলেছে—, তবু জল নেই জল! খোদার আশীর্ব্বাদ ওঃ [দুহাতে মুখ ঢাকিলেন]

[জনৈক হাবশীর প্রবেশ]

হাবশী। বাদশা নামদার জল—

শাজা। জল নেই বান্দা—জল কোথায় কারবালায়? কারবালা—কারবালা—, এজিদ ফোরাত অবরোধ করেছে—বাঃ বারে আমার এজিদ—

জাহা। বাবা, দুর্গদ্বার মুক্ত কর বাবা—

শাজা। না, দুর্গ আমি দেবনা—দেখি কত বড় শক্তিমান। কামান স্তব্ধ কেন, সরফরাজ গোলা দাগ, গোলার আঘাতে উদ্ধতের উঁচু শির ধূলোর সঙ্গে মিশে যাক—মিশে যাক—

জাহা। কামান গর্জ্জন আর হবেনা বাবা।

শাজা। কেন মা, গোলা বারুদ কি ফুরিয়ে গেল?

জাহা। সব আছে বাবা নেই কেবল গোলন্দাজ—।

সাজা। নেই—

জাহা। না বাবা, কে থাকবে বল? সূর্য্য যখন ওঠে তখন পাণ্ডুর চাঁদের দিকে কে ফিরে চায়? সবাই আজ আওরঙ্গজেবের দরবারে।

শাজা। তবু তবু আমি দুর্গ দেবনা—। "খিজিরী নহর" অবরোধ করে শ্বেত সর্প ভেবেছে মাথা নত করে আমি মার্জ্জনা চাইবো না? গোলন্দাজ না থাক, তুই আছিস, তুই বারুদ আন আমি কামান দাগি—। আমি রুগ্ন বৃদ্ধ তবু বাদশা শাজাহান সেবার বিজয়ী শাজাহান। (উল্লাসের সহিত) জাহানারা, যদি দারা দিল্লী থেকে সৈন্য নিয়ে আসে? বেশ হবে বেশ হবে—ওদিকে দারার বাহিনী এদিকে আমার কামান। উঃ মরুবক্ষ এত উত্তপ্ত নয় মা—(নিম্নস্বরে) জল! জল আছে মা?

[জাহানারা জলাধার নিঃশেষ করিয়া ঢালিলেন সামান্য জল পতিত হইল সম্রাট জলপাত্র মুখে তুলিলেন, এমন সময় এক যুবতী প্রবেশ করিল বক্ষে তাহার দুই বৎসরের শিশু সন্তান। সম্রাটের পদতলে পুত্রকে রক্ষা করিয়া দুই হস্ত ঊর্দ্ধে তুলিয়া যুবতী সকাতরে বলিতে লাগিল]

যুবতী। শাহেন শা—শাহেন শা স্বামী হারা অনাথা পুরস্কার চায় জনাব—। পুরস্কার ইনাম বাদশার-খেলাত, জহরৎ নয়—জায়গীর নয়—জল শুধু জল—

[সম্রাট জল পাত্র দান করিলেন, যুবতী শিশুর মুখের কাছে পাত্র লইয়া গেল]

বাবা—বাছা আমার—হায় আল্লা—!

[যুবতী মূৰ্চ্ছিতা হইলেন জল পাত্র পড়িয়া গেল একজন হাবশী ছুটিয়া আসিয়া পাত্র লেহন করিতে লাগিল, চতুর্দ্দিক হইতে রব উঠিল জল—জল—আল্লাহ—জল]

জাহা। উঃ খোদাতালা !

শাজা। জল জল ! ধন্য হিন্দু তারা মৃত পিতাকে জলদান করে, আর আমার বিজয়ী পুত্র সম্রাট পুত্র ধার্ম্মিক পুত্র জলের অভাবে মৃত্যু দ্বারে আমায় নিয়ে চলেছ ? পুত্র আজব মুশলমান তুমি ! নয় লক্ষ অশ্বারোহীর অধিশ্বর আসমুদ্র হিন্দুস্থানের বাদশা আজ একবিন্দু জলের কাঙাল !

[জনৈক সেনানীর প্রবেশ]

জাহা। মহাবৎ দুর্গদ্বার মুক্ত কর—

শাজা। যাও যাও মহবৎ, আসুক মহম্মদ আমি নতজানু হয়ে জল চাইব জল ! হায় আল্লা— । (বক্ষে করাঘাত) (উর্দ্ধে চাহিয়া) আল্লাহ্

পঞ্চম দৃশ্য

মথুরা উপকণ্ঠে আওরঙ্গজেবের শিবির,   কাল সন্ধ্যা

[আলোক মঞ্চের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আরঙ্গজেব পত্র দেখিতেছেন কিছু দূরে সুজার দূত দণ্ডায়মান]

আও। আজই মুঙ্গেরে যেতে চান ?

দূত। শাহেন শা (অভিবাদন)

আও। দেখুন—

দূ। খোদাবন্দ।

আও। ভাই সুজা ভুল বুঝেছেন, আমি সম্রাট নই—সাম্রাজ্যের লোভ আমার নেই,—তবে পিতা—দুর্ব্বল অসুস্থ, তাই ধর্ম্মাদ্রোহীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতে হয়েছে—। আমি শুধু পিতার প্রতিনিধি—

[আওরঙ্গজেব কিছুক্ষণ নিঃশব্দে—পাইচারী করিলেন পুনরায় পত্রখানি দেখিলেন তাহার পর দূতের সম্মুখে আসিয়া বলিলেন]

শান্তি প্রতিষ্ঠার পর গুলরুখ আর মহম্মদের বিবাহ আমি দিতে চাই—। ভাই সুজাকে তাহলে সব জানাবেন।

[দূত অভিবাদন করিয়া প্রস্থানোদ্যত হইল]

শুনুন, ভাই সুজা রাজমহল ত্যাগ করে মুঙ্গেরেই থাকতে চান?

দূত। খোদাবন্দ।

আও। সম্রাটকে আমি অনুরোধ করবো যাতে ভাই সুজা বঙ্গদেশের সঙ্গে বেহারের সুবেদারীও পান, তবে শাহেনশার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার কোন হাত নেই, আপনার প্রভুকে জানাবেন।

[দূত অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিল, আওরঙ্গজেব পুনরায় পত্রখানি দেখিলেন]

যাক, বঙ্গদেশ থেকে আপাততঃ নিশ্চিন্ত। দারা, ভীরু দীর্ঘসূত্রী —কিন্তু—তাইতো,—দারার আগে—। অসম্ভব নয় অতর্কিতে আক্রমণ অসম্ভব নয়। শপথ? শপথ—তখতই-তাউসের বিনিময়ে—এই যে উজীর সাহেব (মীরজুমলার প্রবেশ)

উজীর সাহেব, ভাবী সম্রাট মুরাদ শাহ আজ আমার অতিথি—

মীর। জাঁহাপনা—

আও। হ্যাঁ উজীর, আমি বীর ভ্রাতার অপেক্ষা করছি—। মীরজুমলা, ভাই মুরাদ ফকীর নন?

মীর। জাঁহাপনা—

আও। সমস্ত ভার আপনাকে দিয়েছি তবে যদি—

মীর। মানুষের বিশ্বাস কি সে জন্মে মীরজুমলা তা জানে জনাব।

আও। উত্তম, সমস্ত ভার আপনার। (প্রস্থান)

মীর। ভারত সম্রাট মুরাদ শাহ (হাস্য) নাচনেওয়ালী - সিরাজী।

[মদ্য পাত্র হস্তে সাকি ও নর্তকীগণের প্রবেশ—নৃত্য আরম্ভ হইল, ইত্যবসরে বান্দাগণ একখানা ক্ষুদ্র পালঙ্ক আনিয়া তাকিয়া গালিচা ইত্যাদি দিয়া সাজাইল, শিবিরের চারপার্শ্বে কয়েকটি আলোক মঞ্চ স্থাপন করিল, নৃত্য চলিতেছে এমন সময় মুরাদ এবং তাঁহার পশ্চাতে সাহাবাজের প্রবেশ]

মুরাদ। শোভানাল্লা, শোভানাল্লা—

[নৃত্য থামিল, মীরজুমলা ও অন্যান্য সকলে অভিবাদন করিল]

মুরাদ। তোমরাও রসিক হয়ে উঠেছ মীরজুমলা (হাস্য)

মীর। খোদাবন্দ, ভাবী সম্রাটের অভ্যর্থনার যৎসামান্য—

মুরাদ। হাঃ হাঃ হাঃ—ভাবী সম্রাট, বেশ বেশ,—মীরজুমলা তুমি দাদাকে ডাকো—

মীর। যো হুকুম খোদাবন্দ (প্রস্থান)

মুরাদ। সাহাবাজ বিশ্বাস হোলতো ?

সাহা। বিশ্বাস হচ্ছে তবে—কি জানেন জাঁহাপনা—

মুরাদ। আবার স্বপ্ন দেখছিস তো—

সাহা। স্বপ্ন ঠিক নয়, তবে যদি স্বপ্নই হয়—ভাঙ্গতে দেরী লাগবেনা।

মুরাদ। আরে বেকুফ স্বপ্ন দেখিস পরে যখন হুকুম দেবো তখন। এখন ইব্রাহিম খাঁকে নিয়ে আয় ইব্রাহিম নিশ্চয় উন্মাদ। কি বলে জানিস ? বলে—সম্রাটের পথ চলেছে কারাগারের দিকে—বদ্ধ পাগল—ঐ যে দাদা—

[আওরঙ্গজেবের প্রবেশ]

আও। ভাই মুরাদ, ছোট্ট ভাইটি আমার (আলিঙ্গন) আজ আমার কি আনন্দ—শুধু আনন্দ নয় ভাই—আজ আমি ধন্য। আমার সম্রাট ভাইকে অভ্যর্থনা করতে পেরেছি—, অবশ্য ত্রুটি যে নেই – তা নয়, তবু তবু—তুমিতো জানো ভাই আমি ফকীর। যাক, এতদিনে মনস্কামনা পূর্ণ –

মুরাদ। হাঃ হাঃ হাঃ দাদা সেতো মক্কা না গিয়ে নয় ?

আও। তা সত্য, তবে কি জানো ভাই, দুনিয়ায় সৎলোকের একান্ত অভাব। জানি তুমি সরল উদার, তবে কি জানো ভাই, মানুষের মন বড় সন্দিগ্ধ। কেউ হয়তো ভাবতে পারে আওরঙ্গজেব কপট, ফকীরি একটা ভণ্ডামী, সে চায় তখতই-তাউস— !

(মীর জুমলার প্রবেশ হস্তে একটি বহুমূল্য পোষাক পশ্চাতে জনকয়েক বাঁদী, প্রত্যেকের হাতে পাত্র পূর্ণ মোহর মণি মুক্তা ইত্যাদি। সকলে মুরাদের সম্মুখে আসিয়া অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল)

মুরাদ। এ সব কি মীরজুমলা ?

আও। যৎসামান্য স্নেহের উপহার ভাই, জানোতো আমি ফকীর—, কিন্তু যতদিন সংসারে আছি ততদিন সংসারীর কর্ত্তব্য ভ্রাতার কর্ত্তব্য—

মুরাদ। দাদা—, তুমি ক্ষমা কর দাদা, লোকের কথায়—

আও। জানি ভাই, কিন্তু তুমিতো জানো ? তুমি আমার কত স্নেহের কত আপনার। তাহলে আমোদ কর, বিশ্রাম নাও, আমি এখুনি আসছি—(প্রস্থান)

[নৃত্যের তালে তালে সরস্বতীর প্রবেশ, সরস্বতী মুরাদকে অভিবাদন করিল]

মুরাদ। মীরজুমলা, দাদার কাণ্ড দেখ নাঃ দাদার বুদ্ধি আছে—

[সাকীর মদ্যদান সরস্বতী নৃত্য গীত আরম্ভ করিল অন্যান্য বাঁদীগণের প্রস্থান]

নিভৃত হৃদয় মাঝে কান্ত মধুর সাজে
এসে হেসে দাঁড়ালো কে—
কাহার মধুর হাসি যত বিফলতা নাশি
এনেদিল অনাবিল আলো পুলকে।
সুপ্ত বাসনা ছিল গুপ্ত হৃদয় মাঝে
বাসনা কোরক যতগুলি—
কাহার বাঁশীর সুরে আজি নব জাগরণে
সকলে চাহিছে মুখ তুলি।
এস তুমি প্রিয়তম জীবন মরণ মম
তৃষিত আকুল মম আঁখি।
ঘুচাও সকল বাধা মুছাও সকল ব্যথা
পূর্ণ তোমারি ঐ আলোক লোকে॥

[নৃত্যগীতের মাঝে—সাকীর পুনঃ পুনঃ মদ্যদান, সরস্বতী একবার থামিল]

মোরাদ। তোফা—তোফা—আবার চলুক। মীরজুমলা, চলবে নাকি?

মীর। খোদাবন্দ, আপনার আদেশই বান্দার সৌভাগ্য,—জনাবের হুকুম পেলে একবার যেতে চাই আয়োজনের অনেক বাকী—

মুরাদ। যাবে যাও—তবে দাদাকে আসতে বল—

[মীরজুমলার প্রস্থান সরস্বতীর পুনরায় নৃত্যগীত—সাকীর পুনঃপুনঃ মদ্যদান]

সাহা। জনাব, খোদার কসম, আর নয় এখনো ভেবে দেখুন ?

মুরাদ। (জড়িত কণ্ঠে) কি দেখবো রে মূর্খ—স্বপ্ন—? আচ্ছা—আমি স্বপ্ন দেখি—দাদা—এলে—আঃ কি সুন্দর—সুন্দর—

(শয়ন করিলেন, সাহাবাজ পদসেবা করিতে লাগিল পুনরায় মদ্য পাত্র লইয়া সাকি নিকট আসিল সাহাবাজ পাত্র ফেলিয়া দিল)

সাহা। যা দূরহ—দূরহ—[সাকির প্রস্থান আওরঙ্গজেবের প্রবেশ, পরিধানে রাজবেশ]

আও। সাহাবাজ—

সাহা। জনাব—

[আওরঙ্গজেব তাহাকে উঠিবার ইঙ্গিত করিলেন সাহাবাজ মুরাদের প্রতি চাহিল]

আও। সাহাবাজ—

[সাহাবাজ আওরঙ্গজেবের নিকট গিয়া অভিবাদন করিল সঙ্গে চারজন হাবসী তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিল, সাহাবাজ চীৎকার করিল—সা হা জা দা,

[হাবসীগণ তাহার কণ্ঠ চাপিয়া লইয়া গেল, আওরঙ্গজেবের ইঙ্গিতে সরস্বতী মুরাদের অস্ত্র অপহরণ করিল, দুইজন হাবসী পালঙ্কের সহিত মুরাদকে বাঁধিল মীরজুমলার প্রবেশ]

মীর। খোদাবন্দ, ইব্রাহিম খাঁ শিবির ত্যাগ করতে চায়—

আও। না। [মীরজুমলার প্রস্থান, মুরাদের নিদ্রাভঙ্গ হইল]

মুরাদ। সাহাবাজ—দাদা কি— [উঠিবার উপক্রম করিতে নিজের অবস্থা বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ অস্ত্রের অনুসন্ধান করিলেন শেষে সম্মুখে আওরঙ্গজেবকে রাজবেশে দেখিয়া বলিলেন] দরবেশের আলখাল্লা তাহলে ত্যাগ করেছ দাদা—

আও। খোদার কসম,—তোমার বহুমূল্য জীবনের বিরুদ্ধে এতটুকু দূরভিসন্ধি আমার নেই। সম্রাটের চোখের আলোক তুমি—তুমিই ভবিষ্যৎ সম্রাট—

মুরাদ। তাই বুঝি এই ব্যবহার শয়তান,—আল্লাহ কোরান স্পর্শ করে শপথ করেছিল—

আও। দুঃখ করোনা ভাই, স্পর্দ্ধা আর অহমিকার মাত্রা পূর্ণ হয়ে উঠেছে তাই নির্জ্জনাবাস প্রয়োজন। যাও ভাই কোলাহল শূন্য শান্তিময় স্থানে বিশ্রাম নাও—প্রত্যহ জ্ঞান-বৃক্ষের ফল খাও—সাম্রাজ্য তোমারই রইল—তুমিতো জানো। আমি ফকীর, নিয়ে যাও—

মুরাদ। ভণ্ড—মুঘল কলঙ্ক—

[হাবসীগণ মুরাদকে শৃঙ্খলিত করিয়া লইয়া চলিল নেপথ্যে চীৎকার]

"জালা জালালুল্লাহ বাদশাহ আলমগীর গাজী—"

[ভগবানের উদ্দেশ্যে আওরঙ্গজেব মস্তক অবনত করিলেন, দ্বিতীয় যবনিকা নামিয়া আসিল]

তৃতীয় অঙ্ক

১ম দৃশ্য

দিল্লী, দারার পরিত্যক্ত প্রাসাদের সম্মুখস্থ পথ বেলা—দ্বিপ্রহর

(নাগরিকগণ)

১ম নাগরিক। এই পথ দিয়ে যাবেন ?

২য় নাগরিক। দেখছনা কত লোক জমেছে, মজা দেখতে এসেছে !

৩য় নাগরিক। মজাও বটে তবে অনেকে আবার লুকিয়ে কাঁদছে—

৪র্থ নাগরিক। কাঁদছে, তাও লুকিয়ে ?

১ম নাগরিক। কি করবে বল, যুবরাজ রাজদ্রোহী !

[দূরে চীৎকার—"বাদশা আলমীর জিন্দাবাদ"]

২য় নাগরিক। (নেপথ্যে চাহিয়া) হাতী থেকে নামাচ্ছে—

৩য় নাগরিক। কি বিশ্রী পোষাক !

১ম নাগরিক। জিহুন খাঁ ধরিয়ে দিলে—বেইমান

৪র্থ নাগরিক। চুপ এসে পড়েছে, একটু দূরে চল—

[একপার্শ্বে সরিয়া গেল]

[খোলা তরবারী হস্তে সৈন্যগণের প্রবেশ, তাহার পর হেটমুণ্ডে শৃঙ্খলিত দারা। মলিন ছিন্ন পোষাক, হস্তদ্বয় পিছনে আবদ্ধ. প্রতি পদক্ষেপে হস্ত-পদের শৃঙ্খল ঝনঝন শব্দে বাজিতেছে, পশ্চাতে অস্ত্রধারী সৈন্যগণ]

১ম সৈনিক। যুবরাজ ঐ আপনার প্রাসাদ, দেখুন ভালো করে দেখুন।

[দারা মুহূর্ত্ত মাত্র মাথা তুলিয়া অধোবদনে রহিলেন]

২য় সৈন্য। প্রাসাদ পথ চারিদিক চেয়ে দেখুন ?

৩য় সৈন্য। জনাবের নিশ্চয় মনে পড়ছে—ঐ প্রাসাদ থেকে তাঞ্জামে বের হতেন ?

৪র্থ সৈন্য। মনে পড়ে জনাব ?

[সৈন্যগণ হাসিয়া উঠিল, একজন ভিখারী দারার নিকটস্থ হইল]

ভিখারী। যুবরাজ, যখন তুমি প্রভু ছিলে—স্বাধীন ছিলে—তখন এই পথে আমাকে বহুবার দান করেছ। কিন্তু আজ—আজ যুবরাজ তুমি নিঃস্ব ফতুর—পথের ভিখারী। জানি তোমার দেবার মত কিছু নেই—আদাব।

[দারা ছিন্ন গাত্রবস্ত্র ফেলিয়া দিলেন, ভিখারী বস্ত্রখণ্ড মাথায় তুলিয়া লইল]

ভিখারী। ইয়া আল্লা! [সৈন্যগণ বস্ত্রখণ্ড কাড়িয়া লইল]

১ম সৈন্য। খয়রাতের অধিকার আপনার নেই।

২য় সৈন্য। হাঃ হাঃ হাঃ, এত কেতাব পড়েছেন আর এটা জানেন না বন্দীর খয়রাৎ নিষেধ।

৩য় সৈন্য। কি আছে এতে, পড়ে থাকলেও কেউ ছোবে না।

৪র্থ সৈন্য। চল চল, তামাম সহর ঘুরতে হবে

১ম সৈন্য। হ্যাঁ মিছিলের অনেক বাকী

[সকলে দারাকে লইয়া চলিয়া গেল, নাগরিকগণ সম্মুখে আসিল]

১ম নাগরিক। দেখলে মিঞা, এই দুর্দ্দশাতেও যুবরাজের দানের ইচ্ছা-

২য় নাগরিক। মনুষ্যত্ব আর মহত্ব সুদিন দুর্দ্দিন দেখেনা ভাই ?

৩য় নাগরিক। এমন ভাইকে বাদশা হয়তো বধ করবেন!

৪র্থ নাগরিক। কেন করবেনা বল ? অর্থ ঐশ্বর্য্য যাদের তাদের আবার ভাই বোন সম্বন্ধ! আর এতো বিশাল সাম্রাজ্য।

১ম নাগরিক। খাঁটি কথা ভাই-বোন ভালবাসা সম্বন্ধ সমস্ত ঐশ্বর্য্যের ভেল্কিতে ভুলিয়ে দেয়, হতভাগ্য সাহাজাদা!

২য় নাগরিক। আমরা ভেবে কি ক'রবো বল?

৩য় নাগরিক। তা তো বটেই নিজের ভাই!

৪র্থ নাগরিক। পরকে ভাই বলে ডাকো আপনার হবে, কিন্তু ভাই যদি শত্রু হয় সে দুষমন দুনিয়ার সবচেয়ে বড় দুষমন।

[সকলে প্রস্থানোদ্যত এমন সময় মুক্ত তরবারী হস্তে দু'জন যুবকের প্রবেশ]

১ম যুবক। জানের পরোয়া আমার নেই, জান যাক কিন্তু একটা শয়তানের ভার কমে যাবে।

(নেপথ্যে চীৎকার "খপর্দ্দার খপর্দ্দার)

২য় যুবক। এদিকে আসছে—এদিকে আসছে—

(দ্রুতবেগে জিহন খাঁর প্রবেশ)

জিহন। বাঁচাও—বাঁচাও, আমি জিহনখাঁ—হাজারী মন্সবদার জিহনখাঁ। তোমরা পুরস্কার পাবে—

১ম যুবক। আসুন মন্সবদার—

২য় যুবক। ভয় নেই আমরা তোমার দোস্ত বাদসার কাছে আমাদের নিয়ে চল আমরা পুরস্কার চাই—

[অকস্মাৎ দুইজনে জিহনখাঁকে অস্ত্রাঘাত করিল জিহন ভূপতিত হইল সঙ্গে সঙ্গে অনেকে ছুটিয়া আসিল]

জিহন। খবর্দ্দার—খবর্দ্দার—

১ম যুবক। বেইমান নিমকহারাম কুক্কুর (পদাঘাত)

২য় যুবক। হাজারি মন্সবদার হাজারী মন্সবদার—

দ্বিতীয় দৃশ্য

দিল্লী মন্ত্রণাকক্ষ কাল-সন্ধ্যা—

আওরঙ্গজেব উপবিষ্ট—একপার্শ্বে খলিউল্লা ও শায়েস্তা খাঁ, সম্মুখে উলেমাগণ দাঁড়াইয়াছিলেন।

আও। বিচার হোক, তবে এ বিচার আমার নয় শরীয়তের। আপনারা হিন্দুস্থানের শ্রেষ্ঠ উলেমা, আপনাদের কাছে আমি চাই ন্যায় বিচার। কর্ত্তব্যের খাতিরে পিতা কারারুদ্ধ, সুজা বঙ্গদেশ থেকে বিতাড়িত—স্নেহের ভাই মুরাদ অবরুদ্ধ, প্রাণাধিক মহম্মদ বন্দী - কিন্তু এ নির্ম্মমতা—নিষ্ঠুরতার দায়ী আমি নই—একমাত্র দায়ী ঈশ্বর। শত্রুভ্রাতার 'মাজমাউল-বাহরায়েন', 'শাতিয়াৎ', তার 'হাসানাতুল আরেফিন' দেখুন—স্থির চিত্তে বিবেচনা করুন—বিচার করুন,—মনে রাখবেন—আমি চাই ন্যায় বিচার।

(উলেমাগণের প্রস্থান)

খলিউল্লা—ভাই সুজা তাহলে মগরাজ্যে আশ্রয় নিয়েছেন··

খলি। শাহান শা—

আও। অহেতুক ভীতি, বিশ্বাস করুন সুজাকে আমি শ্রদ্ধা করি.

[প্রহরী বেষ্টিত শৃঙ্খলিত সোলেমানের প্রবেশ]

এ কে? আমি চাই কুমার সোলেমান, বীর সাহাজাদা সোলেমান সুকো—

সোলে। সম্রাট, হতভাগ্য বন্দীই সোলেমান সুকো—

আও। অথচ অথচ--আশ্চর্য্য!

[সোলেমানের আপাদ মস্তক চাহিয়া দেখিলেন]

সোলে। (শ্লেষ-হাস্যে) আশ্চর্য্যের কি আছে চাচা, দুনিয়ায় আশ্চর্য্য বলে কিছু নেই। ফকীর আওরঙ্গজেব যদি সম্রাট হতে পারেন সম্রাট সাজাহান যদি আগ্রাদুর্গে পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্রের মত আবদ্ধ হতে পারেন—তবে তবে সোলেমান-স্থকোর এই দীন হীন বেশ এই শৃঙ্খল এতে আশ্চর্য্যের কি আছে? কি দণ্ড দেবে চাচা?

আও। দণ্ড!

সোলে। সম্রাট হয়েছ রাজদণ্ড ধারণ করেছ শাস্তি দেবেনা?

আও। সোলেমান, বৎস, তুমিতো জানো চিরদিন তোমায় স্নেহ করি—, মহম্মদের চেয়েও তুমি আমার স্নেহের—

সোলে। সম্রাট—

আও। বিশ্বাস কর কুমার—

সোলে। সম্রাট—

আও। বল, বল পুত্র—

সোলে। সম্রাট—একমাত্র ভিক্ষা—একটি অনুরোধ—

আও। বল কুমার?

সোলে। যেমন করে হোক আমায় হত্যা কর। কিন্তু দোহাই চাচা, তোমার ধর্ম্মের দোহাই—আমাকে পৌস্তা দিও না, আমি সজ্ঞানে মরতে চাই—

আও। তাই হবে কুমার, নিয়ে যাও, আর কোন প্রার্থনা?

সোলে। না।

[প্রহরীগণসহ সোলেমানের প্রস্থান, উলেমাগণের প্রবেশ]

১ম উলেমা। শাহান শা, শরীয়তের বিচারে যুবরাজ ধর্ম্মদ্রোহী।

আও। ধর্ম্মদ্রোহী! প্রমাণ?

২য় উলেমা। এই 'মাজমাউল-বাহরায়েন।

৩য় উলেমা। যুবরাজ লিখেছেন—কাফেরের ধর্ম্ম আর পয়গম্বরের পবিত্র ধর্ম্ম মূলতঃ এক—

১ম উলেমা। অতএব শরীয়ত অনুযায়ী যুবরাজ দোষী।

২য় উলেমা। —শরীয়তে মৃত্যুই—তার শাস্তি।

আও। মৃত্যু—এ সম্বন্ধে আপনারা একমত?

১ম ২য় ৩য়। শাহান শা।

৪র্থ উলেমা। না সম্রাট, যুবরাজ নির্দ্দোষ।

[প্রতিবাদকারীকে সকলে বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল]

আও। যুবক?

৪র্থ উলেমা। শাহান শা, রাজনীতি অনুযায়ী হয়তো যুবরাজ অপরাধী, কারণ যুবরাজ তখতই-তাউসের ন্যায় সঙ্গত উত্তরাধিকারী—

আও। যুবক, রাজ্য সিংহাসন বংশানুক্রমিক ব্যাপার নয়?

৪র্থ উলেমা। তথাপি প্রভাবশালী শত্রুর মৃত্যু ভিন্ন আপনার—

আও। যুবক, দারা ইসলাম বিরোধী, মৃত্যুদণ্ড শরীয়তের নির্দ্দেশ—

৪র্থ উলেমা। বিরোধিতার প্রমাণ ঐ 'মাজমাউল' বাহরায়েন'?

১ম উলেমা। হ্যাঁ, মাজমাউল বাহরায়েন।

৪র্থ উলেমা। কেন? প্রথমে খোদাতালার প্রশংসা, তারপর হজরত মহম্মদের প্রশস্তি, হজরত মহম্মদ যে শেষ নবী একথাও যুবরাজ স্বীকার করেছেন। ইসলাম যে সত্য ধর্ম্ম তাও অস্বীকার করেননি—বিরোধিতা কোথায়?

৩য় উলেমা। যুবরাজ কাফের, যেহেতু তিনি কাফের ধর্ম্মের অনুরাগী,—কোরাণের মতে হিন্দুধর্ম্ম বাতিল ধর্ম্ম, অতএব যুবরাজ ধর্ম্মাদ্রোহী।

৪র্থ উলেমা। আপনারা বয়োঃবৃদ্ধ জ্ঞানী কিন্তু হজরৎ আপনাদের যুক্তি ন্যায় সঙ্গত নয়। পবিত্র কোরাণে মাত্র ইহুদী আর কেরেস্তান ভিন্ন অন্য কোন ধর্ম্মেরতো উল্লেখ নেই? কিন্তু কোরাণ বলেন — পৃথিবীতে এমন দেশ এমন জাতি এমন ধর্ম্ম একটিও নেই, যাদের মধ্যে ঈশ্বর প্রেরিত পয়গম্বর আসেননি। প্রত্যেক জাতির পয়গম্বর যদি সুনির্দ্দিষ্ট, তবে হিন্দুস্থানে ও পয়গম্বর এসেছিলেন—

২য় উলেমা। মুসলমান হয়ে যুবরাজ ইসলামে অশ্রদ্ধা দেখিয়েছেন—

৪র্থ উলেমা। ইসলামে অশ্রদ্ধা নয়, তবে যুবরাজ ধর্ম্মমতে উদার। মুসলমান ধর্ম্মে—উদারতা আর মানব প্রেমের স্থান সবার আগে, অতএব যুবরাজ নিরপরাধ।

আও। চমৎকার!

৩য় উলেমা। শাহান শা, এ নিজেই কাফের—

আও। (ইঙ্গিতে নিষেধ করিয়া) শৈশব থেকে শুনে আসছি—যুদ্ধ বিগ্রহ সন্ধি, অত্যাচার অবিচার বিচার। আজ চোখের সামনে নূতন মানুষ দেখছি। যদি—যদি বাদশাগিরি থেকে অব্যাহতি পেতাম, অন্ততঃ কিছুক্ষণের

(৪র্থ উলেমা ব্যতিত সকলের প্রস্থান)

আও। দারা, মূর্ত্তিপূজক ইসলামের শত্রু—তার জন্যে নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট কোর না যুবক। আমি তোমায় পুরস্কার দিতে চাই, ভেবে দেখ—কি চাও জীবন না মৃত্যু?

৪র্থ উলেমা। শাহান শা, জীবন মৃত্যুর জন্যে খোদাতালা আছেন—

আও। বাদশাহ সেই খোদাতালার প্রতিনিধি, স্বাক্ষর কর—পুরস্কার পাবে।

৪র্থ উলেমা। কিসের পুরস্কার সম্রাট ? ধর্ম্মের নামে বিচার প্রহসনের ? বাদশাহ আলমগীর যদি তাঁর চিরশত্রু দারাশুকোর জীবন চান তবে জগতের এমন কোন শক্তি নেই যে তাঁকে রক্ষা করে। কিন্তু জনাব, তার জন্যে ধর্ম্মের নামে শরীয়তের নামে বিচারের নামে এই ব্যাভিচার—ইসলাম ধর্ম্মমতে, ইসলাম কেন ? জগতের যে কোন ধর্ম্মমতে—

আও। যুবক, মৃত্যু তোমার শিয়রে—

৪র্থ উলেমা। জানি সম্রাট—

(সম্রাটের ইঙ্গিতে দুইজন হাবশী তাহার দুইপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল)

৪র্থ উলেমা। সম্রাট, শরীয়তের নামে যুবরাজের মৃত্যু আজ সম্ভব—কিন্তু তাঁর কামনা হিন্দু মুসলমানের মিলন, এই সমন্বয় রোধ করবার শক্তি শত আলমগীর বাদশার অসাধ্য—

আও। নিয়ে যাও।

৩র্থ উলেমা। দীর্ঘজীবি হন বাদশা আলমগীর (অভিবাদন)

(হাবশীগণ লইয়া গেল সঙ্গে সঙ্গে খলিলুল্লা ও শায়েস্তাখাঁর প্রবেশ শায়েস্তাখাঁর হস্তে দারার বিচার পত্র)

শায়েস্তা। মূর্ত্তিপূজক ইসলামের শত্রু যুবরাজ দারার বিচার পত্র—

আও। শরীয়তের নির্দ্দেশ—

খলি। মৃত্যু।

আও। বিধর্ম্মী—শত্রু—তবু ভাই—(চিন্তিত হইলেন)

শায়েস্তা। সম্রাট, যুবরাজ যদি আজ সিংহাসন অধিকার করতেন তবে কি রাজদ্রোহীতার অপরাধে এই শাস্তি—

আও। তবু ভাই—শায়েস্তা খাঁ ?

খলি। ভাই নয় সম্রাট, চিরশত্রু—ভেবে দেখুন শাহানশা—

[আওরঙ্গজেব বিচার পত্রে দস্তখৎ করিলেন, খলিলুল্লা ও শায়েস্তা অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিল সঙ্গে সঙ্গে সুরাপানোন্মত্ত অবস্থায় রোসেনারার প্রবেশ]

রোসে। (জড়িতকণ্ঠে) জালালুল্লাহ গাজী বাদশাহ আলমগীর হাঃ হাঃ হাঃ

আও। একি ভগিনী, তুমি! তুমি—

রোসে। হ্যাঁ বাদশা—আমি সিরাজীর নেশায় পাগল হয়েছি, আকণ্ঠ সিরাজী পান করেছি—

আও। তুমি না সম্রাট কন্যা সম্রাটের ভগিনী!

রোসে। হ্যাঁ—হ্যাঁ, তবে আমি জাহানারা নই—রোসেনারা। যার দৌলতে তুমি আজ সম্রাট—বাদশা আলমগীর—

আও। জাহানারা স্বর্গের দেবী—

রোসে। হাঃ হাঃ হাঃ আর রোসেনারা? জাহান্নামের—

আও। রোসেনারা—

রোসে। আওরঙ্গজেব—

আও। জানো ভগিনী উদার বীর পুত্র মহম্মদ গোয়ালিয়রে বন্দী?

রোসে। জানি।

আও। মনে রেখো তুমি সম্রাট কন্যা—সম্রাটের ভগিনী, কিন্তু তোমার মর্য্যাদা তোমার নিজের হাতে, যাও।

[রোসেনারা অভিবাদন করিয়া প্রস্থানোদ্যত হইলেন সেই সময় প্রবেশ করিলেন রাণাদিল, রোসেনারা রাণাদিলের প্রতি চাহিয়া জড়িত কণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন]

রোস। জিন্দাপীর বাদশাহ আলমগীর—একি তোমার জীবন্ত সচল শরীয়ৎ না মারেফৎ? হাঃ হাঃ হাঃ (প্রস্থান)

(অবগুণ্ঠিতা রাণাদিল সম্রাটের সম্মুখে আসিয়া অভিবাদন করিলেন)

রাণা। জাঁহাপনা, বন্দিনীকে স্মরণ করেছেন ?

আও। রাণাদিল, দারা ইসলামদ্রোহী প্রাণদণ্ড তার একমাত্র শাস্তি।

রাণা। জানি জনাব।

আও। রাণাদিল—

রাণা। শরীয়তের বিধান উলেমাদের বিচার কিছুই বুঝিনা, তবে যুবরাজ নিহত হতে বাধ্য, এ আমার অজানা নয় জাঁহাপনা।

আও। কেন ?

রাণা। জাঁহাপনা নিজেই জানেন। কিন্তু এই কাফের নর্ত্তকী রাণাদিলের কি প্রয়োজন সম্রাট ?

আও। আমি তোমায় নিকাহ করতে চাই রাণাদিল।

রাণা। নিকাহ !

আও। উদীপুরী এসেছেন আমার হারেমে, শীষমহলে আরো বহু সুন্দরী আছেন, কিন্তু তোমার সুন্দর কেশদামে আমি মুগ্ধ। আমার অনুরোধ দারাকে ভুলে যাও, কে দারা ? মহাপাপী মহা-অপরাধী—

রাণা। সম্রাট, জৈনাবাদীকে মনে পড়ে ?

আও। জৈনাবাদী ?

রাণা। জৈনাবাদী ? যার অনুরোধে সাহাজাদা আওরঙ্গজেবের ওষ্ঠে সিরাজীর পেয়ালা ওঠে—সেই জৈনাবাদীকে কি সম্রাট ভুলেছেন ?

আও। রাণাদিল সে নেই—

রাণা। তার স্মৃতি ?

আও। সে স্মৃতি ভোলবার নয় রাণাদিল।

রাণা। জানি সম্রাট, যার অনুরোধে আওরঙ্গজেব সিরাজী পানে উদ্যত তার স্মৃতি—তখতই-তাউস কিংবা কোহিনুরের চেয়েও উজ্জ্বল। শাহান শাহ—গ্রহণ করুন রাণাদিলের উপহার

(দুই হস্তে কেশগুচ্ছ তুলিয়া ধরিলেন)

আও। তোমার রূপে আমি মুগ্ধ রাণা।

রাণা। (অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া) প্রতিহিংসা পিপাসু সম্রাট—বল—বল, এই কুৎসিৎ অধর এই গলিত নিষ্প্রভ দৃষ্টি এই ক্ষতবিক্ষত গণ্ডদেশ তুমি চাও? চোখ তোল, চেয়ে দেখ রাণাদিলের সৌন্দর্য্য—। দারার মৃত্যুদণ্ড স্বাক্ষরিত হস্তে—তুমি চাও রাণাদিলের প্রেমের স্পর্শ? রূপ-সৌন্দর্য্যকে আমি হত্যা করেছি অন্তরে রয়েছে শুধু রিক্ততা—, রাণাদিল নর্ত্তকী তথাপি রাজপুতানী—

(বক্ষে ছুরিকাঘাত

আও। উঃ (মুখ ঢাকিলেন)

রাণা। (দুই হাতে রক্ত মাখিয়া) শিরায় শিরায় প্রবাহিত তোমার চেঙ্গিজখাঁর রক্তস্রোত তবু তবু রক্তে তোমার ভয়—তুমি ভীত সন্ত্রস্ত! হে শক্তিমান—হে নিষ্ঠুর—নাও গ্রহণ কর—চিরশত্রু দারার প্রিয়তমা রা-ণা-দি-লে-র র ক্ত (মৃত্যু)

(আওরঙ্গজেব নতমস্তকে চাহিয়া রহিলেন)

তৃতীয় দৃশ্য

আরাকান, প্রমোদ উদ্যান কাল-অপরাহ্ন

আরাকান-রাজ, সুজা, সুজার তিন কন্যা ও আরাকান রাজের জন কয়েক মোসায়েব। রাজার পার্শ্বে সুজা অন্য পার্শ্বে সুজার তিনকন্যা উপবিষ্টা দূরে মোসায়েবগণ, সম্মুখে নৃত্য চলিতেছে, নৃত্যান্তে নর্ত্তকীগণের প্রস্থান

রাজা। দয়া নয় সুলতান কর্ত্তব্য। নাফার এপারে আপনি নিরাপদ। আপনার কোন অসুবিধা হচ্ছেনা তো সুলতান সাহেব ?

সুজা। না রাজা সুখে আছি—

রাজা। সুখ পাচ্ছেন, কিন্তু আনন্দ ?

সুজা। সুখ আনন্দ দুইই পেয়েছি রাজা—

[রাজা বার বার সুজার কন্যাত্রয়কে দেখিতে লাগিলেন সুজা বিরক্ত হইয়া উঠিলেন]

রাজা আপনি জানেন আপনার দুষমণ ভাই আরাকানীকে ভয় করে ?

সুজা। (নিরুত্তর)

রাজা। পারস্যে যেতে চান কেন ? আমার রাজ্যেতো সুখে আছেন।

সুজা। রাজা, আজ আমি বিপন্ন কিন্তু ভাগ্য যদি কোনদিন প্রসন্ন হয়—পারস্য রাজের সাহায্যে দিল্লী অধিকার করতেও পারি।

রাজা। দিল্লী আপনার চাই ? তার জন্যে পারস্য যাবার কি দরকার ? আপনি তো জানেন—মুঘলরাজ্যে কেমন লুট তরাজ করি হাঃ হাঃ

(রাজা কন্যাত্রয়কে দেখিয়া লইলেন)

সুজা। (বিরক্ত ভাবে) জানি রাজা,—আপনার অত্যাচারে পূর্ব্ব-বাংলার বহু স্থান আজ জনহীন—

রাজা। হাঃ হাঃ অত্যাচার—আপনি বলছেন অত্যাচার ? কিন্তু আমি জানি এর নাম বীরত্ব।

সুজা। বীরত্ব !

রাজা। মগরাজার যদি বীরত্বের খ্যাতি না থাকতো তবে মুঘল রাজকুমার তার আশ্রয় চাইতো—

সুজা। রাজা, আপনার সৌজন্য আপনার দয়া—

রাজা। হাঃ হাঃ দয়া, দয়া নয় সুলতান, মগজাত দয়া মায়া জানেনা। হ্যাঁ সুলতান সাহেব—আপনি নাকি আরব দেশে যাবার ইচ্ছা করেছেন ?

সুজা। জন্মভূমি যদি ত্যাগ করতে হয় তবে মক্কাতীর্থেই জীবনের—

রাজা। (সুজার কন্যাগণকে দেখিয়া লইয়া) আমি আপনাকে হিন্দুস্থানের মসনদ দেব—আপনি আমাকে পর ভাবতে পারেন কিন্তু—

সুজা। না রাজা—আপনি আশ্রয় দাতা, পরম মিত্র—পরম আত্মীয়—

রাজা। হাঁ—হাঁ আত্মীয় হ'তে চাই সুলতান (পুনরায় দৃষ্টি নিক্ষেপ) কিন্তু মুখের আত্মীয়তা নয়—আপনার তিনকন্যা হাঃ হাঃ—

(পুনরায় দৃষ্টি নিক্ষেপ)

সুজা। (আসন ত্যাগ করিয়া) রাজা, আজ আমার চারদিকে শত্রু—বিপদের বেড়াজালে আমি আবদ্ধ—তবু আমি তাইমুর বংশধর

রাজা। তাইমুর বংশধর ? হাঃ হাঃ হাঃ কিন্তু সুলতান আপনার কন্যা ভিন্ন আত্মীয়তা অসম্ভব। বসুন বসুন—বিপদে মেজাজ ঠিক থাকে না, কিন্তু সুলতান আপনার কন্যা—

সুজা। মুঘল-রাজ-রক্ত নীচ বংশের আত্মীয়তাকে ঘৃণা করে।

রাজা। ঘৃণা—মুঘল রাজরক্ত—ও? এই মুহূর্ত্তে আরাকান ত্যাগ করুন।

সুজা। তাই যাবো, যাবার আগে পুরস্কার দিয়ে যাবো বর্ব্বর।

রাজা। তার আগে তোর বিচার হবে—

সুজা। বিচার—

রাজা। বেইমান! আমাকে হত্যা করে আরাকান অধিকারের চক্রান্ত! কে আছিস এই মুঘলকে হত্যা কর।

সুজা। আমি প্রস্তুত বর্ব্বর (তরবারী বাহির করিয়া কন্যাগণের নিকটস্থ হইলেন। একজন মগ জোড় হস্তে ছুটিয়া আসিল)

মগ। রাজা,—আমরা বৌদ্ধ, রণস্থল ভিন্ন রক্তপাত অধর্ম্ম।

রাজা। দূর করে দাও এই মুঘল কুকুরকে—

মগ। হ্যাঁ রাজা, আরাকান থেকে মুঘলকে আমরা তাড়াবো, যান সুলতান এস্থান ত্যাগ করুন।

সুজা সদল বলে চলিয়া গেলেন)

রাজা। নীচ অসভ্য মগ—অথচ আশ্রয় দিলাম আত্মীয় হতে চাইলাম—

মগ। আত্মীয়তা না হতে পারে কিন্তু সুজার তিন কন্যা—

রাজা। শুধু কন্যা নয়, সুলতানের বেগম পিয়ারী বানু—

মগ। হ্যাঁ রাজা, সুজার বেগম আর তিনকন্যা হাঃ হাঃ

(আরাকান রাজ সদম্ভের সহিত যোগ দিয়া হাসিতে লাগিলেন)

চতুর্থ দৃশ্য

কারা-কক্ষ কাল—রাত্রি

ভূমিতলে নিদ্রিত সিপার, অদূরে দারা দণ্ডায়মান। আসন্ন মৃত্যুর আশঙ্কায় দারা যেন অর্দ্ধ উন্মাদ, সময় সময় তাঁহার দার্শনিক মন প্রবোধ দেয়, মৃত্যু কিছু না। তারপরই আসে অনুশোচনা আক্ষেপ মৃত্যু ভয়।

দারা। খোদা, এ নিষ্ঠুর খেলা এ নির্ম্মম পরিহাস কার হাত? তোমার না ভাগ্যের না শয়তানের। (উদাস দৃষ্টিতে ক্ষণ কাল চাহিয়া রহিলেন) নাদিরা—নাদিরা—না না তোমায় ডাকবোনা তুমি শান্তিতে, নিদ্রা যাও। তুমি কি বেহেস্তে গেছ নাদিরা, আত্মঘাতী কি স্বর্গ পায়? স্বর্গ, সে কেমন স্থান সেখানে কি ভাই ভাইয়ের রক্তপানে উদ্যত হয়না। রক্ত—ধর্ম্মান্ধ চায় ধর্ম্মত্যাগীর রক্ত।

[পরিভ্রমণ পরে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া ঊর্দ্ধনেত্রে চাহিয়া]

ঈশ্বর আমি কি কাফের না নাস্তিক? যত মত তত পথ, মানুষ যত তোমার পথ তত, তবে তবে—সব মিথ্যা সব মিথ্যা।

[ক্ষণ কাল পর] সামুগড় বেইমান খলিলুল্লা আজমীর রাঠোর যশোবন্ত—জিহন খাঁ বিশ্বাসঘাতক। না না কেউ দোষী নও, কে খলিলুল্লা যশোবন্তের কতটুকু শক্তি—জিহন খাঁ কীটানুকীট—নিয়তি? নিয়তির নির্দ্দয় পরিহাস।

সেই দিল্লী যেখানে আমার চেয়ে শক্তিমান ভাগ্যবান কেউ ছিল না। ভাগ্যবান! শাহবুলন্দ ইকবাল হাঃ হাঃ হাঃ। ভাগ্য, সুরসিক তুমি, নইলে দিল্লীর রাজপথে যুবরাজ দারা সহস্র করুণ দৃষ্টির সামনে দিয়ে—না ভাববোনা পাগল হয়ে যাবো পাগল হয়ে যাবো।

[পুত্রের শিয়রে বসিলেন] সিপার পুত্র আমার।
আজ আমি ভাগ্যহত বন্দী তবু তোর পিতা, আমি অসহায় তবু জীবিত আছি [পুত্রের মস্তক চুম্বন] পিতা আমি আমি ভাবছি পুত্রের কথা কিন্তু আমার হতভাগ্য রুগ্ন বৃদ্ধ জনক—? বাবা বাবা—তুমি যদি সামুগড়ে যেতে—যদি বাধা না দিতাম— , হতভাগ্যকে ক্ষমা কর বাবা—তোমার অবাধ্য হয়েছি তার প্রায়শ্চিত্ত করছি প্রায়শ্চিত্ত—বাবা বাবা—।

[পরক্ষণে শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন]

দুঃখ কিসের—মৃত্যুইতো জীবনের পরিণতি—তার জন্যে এত চিন্তা—ছিঃ দারা। তাইতো, আমি চলেছি নির্ব্বান লোকে—মুক্তি আর অনন্ত জীবন পার হয়ে বেহেস্তের ওপারে। কে আমার শত্রু আওরঙ্গজেব ? না না আমার শত্রু নেই—মৃত্যু নেই। [পরিভ্রমণ] জীবনের শেষে মৃত্যু, মৃত্যুর পর আবার জন্ম, দুঃখ কিসের ?

দুঃখ—পৃথিবী ত্যাগ করতে হবে বলে ? আমার এই বিপর্য্যয়ে পৃথিবী কি মুখভার করে রয়েছে ? ঊষার বিমল জ্যোতি সূর্য্যের হাসি-ভরা আলো বিহগের মধুর ঝঙ্কার সবই তো ঠিক সেই একই আছে—।

আত্মা অমর, মানুষও অমর—অমর ? হ্যাঁ, কামনা হীন মানুষ অমর। কামনা কামনা—সহস্র কামনার ভারে জর্জ্জরিত আমি। না না কিছু চাইনা, শুধু নির্জ্জনে একটি কুটির—আওরঙ্গজেব ভাই আমিতো সব দিয়েছি—প্রতিষ্ঠা মান-মর্য্যাদা—শুধু বাঁচতে দাও ভাই। নাঃ আর ভাববোনা

[সিপারের পার্শ্বে শয়ন করিলেন, অনুচর সহ ঘাতক নজর বেগের প্রবেশ, নজরবেগের ইঙ্গিতে একজন দারার নিকট আগাইয়া গেল দারা চীৎকার করিয়া তাহাকে ছুরিকা বিদ্ধ করিলেন সিপারের নিদ্রাভঙ্গ হইল সিপার পিতাকে জড়াইয়া ধরিলেন]

দারা। কে কে কে তুই শয়তান—

[ছুরিকাঘাত করিতে অনুচর পড়িয়া গেল]

অনু। আঃ আ—

সিপার। বাবা বাবা—[দারার পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিল দারা পিছন ফিরিয়া নজর বেগকে দেখিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন]

দারা। নজর বেগ, তুমি আমায় হত্যা করতে এসেছ ? আমার বাদশা ভাই তাহলে—

নজর। ঐ বাচ্চাটাকে সরিয়ে নে—

সিপার। বাবা বাবা বাবা গো—

দারা। (সিপারকে বুকে জড়াইয়া) সিপার প্রাণাধিক বৎস আমার — নজর বেগ আমার পুত্রকে—

নজর। না সাহাজাদা শুধু আপনাকে। যা বাচ্চাটাকে নিয়ে যা

[দুজন অনুচর সিপারকে বলপ্রয়োগে লইয়া চলিল]

সিপার। বাবা বাবা বাবা গো—

দারা। ঈশ্বর রাজাধিরাজ বধির করে দাও বধির করে দাও, ওঃ (চক্ষু ঢাকিলেন)

নজর। সাহাজাদা—

দারা। আমি প্রস্তুত। তুমি তো মুশলমান নজরবেগ, জীবনের শেষ প্রার্থনা কি—

নজর। হুকুম নেই, জানেনতো কাফেরের কবরে কাফন থাকেনা। আপনার দেহ বিনা গোসলে বিনা জানাজায় গোর দিতে হবে। আচ্ছা, দেরী করবেন না যেন—

দারা। (ঊর্দ্ধে চাহিয়া)

খোদাতালা, মৃত্যুর তিমিরপুঞ্জ ভেদ করে তুমি আমায় পারলৌকিক সম্পদ দান কর, মৃত্যুর অন্ধকার তোমার জ্যোতিতে জ্যোতির্ম্ময় হয়ে উঠুক। মানুষের বিচারে আজ আমি অপরাধী কিন্তু দয়াময় তুমিতো জানো আমার সব, আমিতো তোমাকে ভুলিনি—সকল ধর্ম্মের ঊর্দ্ধে যে মানব ধর্ম্ম—অন্তরের সেই আলোক শিখায়—

[প্রার্থনা শেস হইল না নজর বেগ আঘাত হানিতে দারা পড়িয়া গেলেন]

দারা। খোদাতালা খোদাতালা বাবা—বাবা—

(নেপথ্যে সিপারের চীৎকার)

সিপার। বাবা বাবা গো—

[নজর বেগ পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতে লাগিল]

দারা। আঃ আঃ ওঃ——

পঞ্চম দৃশ্য

আগ্রা দুর্গ কক্ষ　　কাল প্রভাত

[মলিন শয্যায় উপবিষ্ট সাজাহান, পোষাক পরিচ্ছদে বন্দীদশার আভাষ। খোজা-প্রহরীগণের হাসির মধ্যে পটোত্তোলন, সম্মুখে দাঁড়াইয়া মুতমদ তাহার হাতে এক জোড়া চর্ম্ম পাদুকা পার্শ্বে খোজাগণ হাসিতেছে—]

খোজাগণ। হাঃ হাঃ হাঃ

মুতমদ। দুর্গন্ধ কোথায় জনাব, চামেলির আতর—

সাজা। (ক্রোধভরে) চোপরাও বেয়াদব কমবখত—

মুতমদ। চটছেন কেন জনাব, এটা সেই মুলতানী গাই—যার দুধ খেতে হুজুর ভালবাসতেন। তা গন্ধ একটু হতে পারে, তবে আতর ঢেলেছি অনেক—

১ম খোজা। এর দুধ শাহানশাহের খুব ভাল লাগতো—

২য় খোজা। তার নাগরাও খুব ভাল লাগবে—

১ম খোজা। পায়ে দিয়ে দেখুন খোদাবন্দ—

সাজা। চোপরাও চোপরাও! তোদের জীবন্ত দগ্ধ করাবো—তোদের কুক্কুর দিয়ে খাওয়াবো—

মুতমদ। হাঃ হাঃ হাঃ জনাব বড্ড চটেছেন—

২য় খোজা। চটবেন না? বাদশা ছিলেন কিনা?

সাজা। দূরহ দূরহ কুক্কুরের দল—

মুতমদ। তা যাচ্ছি হুজুর, খবর শুনেছেন আপনার দারা দিল্লীতে—

খোজা। কি খাপসুরৎ চেহারা, হুজুর যদি দেখতেন—

(সাজাহান সকলের দিকে-অসহায় ভাবে চাহিতে লাগিলেন)

সাজা। ঈশ্বর, আর কত আর কত বাকী মহাপাপের—

খোজাগণ। হাঃ হাঃ হাঃ

মুতমদ। আল্লা হয়তো জানেন না, কিন্তু হুজুর মুতমদ জানে, এখনো ঢের বাকী। এখন তো তাজ দেখছেন আর কাঁদছেন—শুনুন জনাব—ওখানে আরো তিনটে কবর হবে—দারা সুজা তারপর মুরাদ শাহের—

সাজা। মুতমদ—

মুতমদ। চটছেন কেন জনাব, আমরা সম্রাটের বান্দা, তাই তাঁর আদেশ মেনে চলি—

খোজা। এই বাদশা বেগম—বাদশা বেগম—

মুতমদ। তাহলে চলি হুজুর, যমুনা দেখুন তাজ দেখুন—পরে আরো কত দেখবেন—আদাব আদাব—

(ব্যঙ্গভরে অভিবাদনান্তে সকলের প্রস্থান)

সাজা। ঈশ্বর রাজাধিরাজ, আর কেন আর কেন খোদাতালা!

[জাহানারার প্রবেশ]

জাহা। বাবা, আবার শয়তানরা এসেছিল? এ কি বাবা! বাবা তোমার চোখে জল—বাবা! (নিকটস্থ হইলেন)

সাজা। দেখ—দেখ মা [নিম্নে পতিত পাদুকা দেখাইলেন]

জাহা। এ কি—

সাজা। সাজাহান বাদশার উপযুক্ত পাদুকা—

জাহা। কে আনলে বাবা—

সাহা। মুতমদ

জাহা। মুতমদ? মুতমদের এত সাহস, না বাবা—শ্বেত সর্প ভণ্ড আওরঙ্গজেবের আদেশ। খোদা, এর প্রতিকার কি তোমার শক্তির বাইরে? আওরঙ্গজেব কি এত শক্তিমান যে পরমেশ্বর তুমি ও তাকে ভয় কর, তার অন্যায় সহ্য কর? খল কপট নিষ্ঠুর—আমি তোমায় অভিশাপ দিচ্ছি আওরঙ্গজেব—

সাজা জাহানারা—জাহানারা মা আমার, অভিশাপ দিসনি মা অভিশাপ দিসনি—

জাহা বাবা,—অভিশাপে ঘৃণায় দুনিয়ার এতটুকু ক্ষতি হয়না বাবা। (দীর্ঘশ্বাস) তা যদি হতো—তবে নিরীহের অভিশাপে নিরপরাধের দীর্ঘনিঃশ্বাসে আওরঙ্গজেব কবে বিলুপ্ত হয়ে যেতো—

সাজা। আল্লাহ !

জাহা। খির্‌নি খাবে বাবা ?

সাজা। খির্‌নি ! পাদুকা চেয়েছি তাই ঐ পাদুকা পেয়েছি, আবার যদি খির্‌নি চাই—মৃতমদ হয়তো ঐ পাদুকা দেবে এই এখানে—(মস্তক প্রদর্শন) না মা—আর কিছু চাইনা শুধু মৃত্যু চাই · মৃত্যু !

[জাহানারা ইত্যবসরে তাঁহার কেশদাম হইতে কয়েকটি খির্‌নি বাহির করিয়া পিতার সম্মুখে ধরিলেন]

জাহা। খাও বাবা—

সাজা। (জাহানারার মুখের দিকে চাহিয়া) জাহানারা, মা আমার—

[সম্রাটের কণ্ঠ বাষ্প রুদ্ধ হইল দুই চোখে জলধারা নামিল, জাহানারা পিতার চক্ষু মুছাইয়া দিয়া একটি একটি করিয়া—খির্‌নি মুখে তুলিয়া দিতে লাগিলেন]

সাজা। জাহানারা—

জাহা। বাবা—

সাজা। পুত্র দারা ?

জাহা। হ্যাঁ বাবা, দারা এখন দিল্লীতে—শুনেছি তার বিচার হবে। (প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। খোদাবন্দ আমীর শায়েস্তা খাঁ।

সাজা। (ভীত সন্ত্রস্ত ভাবে) শায়েস্তা খাঁ—শায়েস্তা খাঁ—মা !

জাহা। ভয় কি বাবা, আসুক সে বেইমান— আমি তো আছি বাবা। যাও—আসতে বল। (প্রহরীর প্রস্থান)

কিন্তু হঠাৎ শায়েস্তা খাঁ কেন ? নিশ্চয় কোন রহস্য—

[শায়েস্তা খাঁ এবং তৎপশ্চাৎ আচ্ছাদিত স্বর্ণ পাত্র হস্তে তাতারণীর প্রবেশ]

শায়েস্তা। (অভিবাদন করিতে করিতে) শাহার-উদ্দিন মহম্মদ

শাহ্‌জাহান বাদশাহ লাজী সাহিবি কিরান মানির দরবারে,
বাদশাহ আলমগীর গাজীর যৎসামান্য নজরাণা—

জাহা। আপনি যেতে পারেন আমীর।

শায়েস্তা। যো হুকুম বাদশাজাদী—

[দুই হাতে অভিবাদন করিতে করিতে শায়েস্তা খাঁর প্রস্থান, পাত্র হস্তে তাতারণীর দাঁড়াইয়া রহিল]

জাহা। বাদশা আলমগীর গাজীর উপহার, সঙ্গে শায়েস্তা খাঁ! বাবা, তুমি এ নিয়োনা—দেখোনা—

সাজা। সে কি মা! পুত্রের উপহার—পিতা আমি—আমি—

জাহা। তবে তাই হোক বাবা, গ্রহণ কর শয়তানের উপহার—

[তাতারণী আবরণ উন্মোচন করিতে দারার ছিন্ন মুণ্ড দেখা গেল]

সাজা। দারা! দারা— (মূর্চ্ছিত হইলেন)

জাহা। আওরঙ্গজেব! (দুই হাতে চোখ ঢাকিলেন)

ষষ্ঠ দৃশ্য

গোয়ালিয়র দুর্গ — কাল-গভীর রাত্রি

[সুড়ঙ্গের সম্মুখে দাঁড়াইয়া উন্মাদ সুলেমান, বাহিরে—জল ঝড় বজ্র বিদ্যুতের মাতামাতি চলিতেছে]

সুলেমান। কাহিনী—নিছক একটি কাহিনী। একছিল রাজা—মস্ত বড় বাদশা—দুনিয়ার সবচেয়ে ঐশ্বর্য্যশালী সম্রাট। বিশ্বাস হচ্ছেনা? হাঃ হাঃ হাঃ—কাহিনী মিথ্যেই হয়, কিন্তু আমার কাহিনী এতটুকু মিথ্যে নয়। তবু বলবে মিথ্যে—আরে বিশ কোটী মুদ্রায় তার বেগমের কবর তৈরী হয়েছে, কোহিনূর—

কোহিনূর দেখেছ ? ঐ কোহিনূর ছিল সেই বাদশার মাথায়। বাদশার চারছেলে, চার ভাই—ভাই ? না না না চারশত্রু। ভাই—কে ভাই—কার ভাই ? হ্যাঁ ছিল—আমার ভাই—ভাই—(চাপাস্বরে ডাকিলেন) সিপার—সিপার। (পরক্ষণে চীৎকার করিয়া) না না আমি ডাকবোনা—ডাকবোনা—যদি বেঁচে থাকে ! থাক—দূরে থাক—বেঁচে থাক। ঐ ঐ আবার আসছে--পালাই—(পিছনে চাহিয়া আর্ত্তকণ্ঠে) দোহাই—দোহাই তোমাদের—পৌস্তা দিওনা—পৌস্তা দিওনা—

(ছুটিয়া পলায়ন করিলেন)

[অতি সন্তর্পনে মুরাদ ও আকবর আলির প্রবেশ, উভয়ে কালো পোযাকে সজ্জিত]

আক। জনাব, বিশ্বাস করুন—প্রাণ হাতে করে এসেছি, যদি ব্যর্থ হই মৃত্যু অনিবার্য্য—আর দেরী নয় জনাব—চলুন—চলুন—জনাব।

[বাহিরে বাজ পড়ায় সমস্ত স্থান আলোকিত হইয়া উটিল]

সর্ব্বনাশ জনাব—

মুরাদ। ভয় নেই ও সুলেমান—

আক। সুলতান সুলেমান !

মুরাদ। হ্যাঁ, পৌস্তার বিষে বেচারী উন্মাদ।

আক। চলুন জনাব।

মুরাদ। চল, আওরঙ্গজেব, তাহলে মক্কায় তোমাকে যেতেই হোল। আকবর আলি, এবার দেখে নিও তখৎই-তাউস কার। আচ্ছা তুমি কি চাও ? একটা সুবেদারী ?

আক। আগে চলুন তারপর--

মুরাদ। কোনদিকে—

আক। ঐ সুড়ঙ্গ পথে—

মুরাদ। চল—দেখ আকবর আলি, ভণ্ডকে কি শিক্ষাই দেবো—, দরবেশের আলখাল্লা খুলে শেষে কিনা আমাকে, অথচ কোরাণ— আকবর—

আক। জনাব

মুরাদ। দাঁড়াও আমি আসছি—

আক। জনাব দেরী হলে—

মুরাদ। না না যাবো আর আসবো, কেবল সরস্বতীকে জানিয়ে যাই, বেচারী আমার জন্যে বন্দী হয়ে আছে।

আক। সরস্বতী—সেই নাচনেওয়ালী—! সরস্বতী থাক জনাব—

মুরাদ। বাঃ, সরস্বতী আমার জন্যে বন্দী হোল, আর আমি যাবার সময় তাকে বলেও যাবো না। ভেবোনা যাবো আর আসবো। (প্রস্থান)

আক। কি জানি নসিবে কি আছে। যদি ব্যর্থ হই আমরাতো যাবোই—সাহাজাদা তোমারও মৃত্যু। কে আসছে, কি বিপদ!

[আকবরের অন্তরালে গমণ সঙ্গে সঙ্গে নেপথ্যে সরস্বতীর চীৎকার]

সর। কার কাছে আমায় রেখে যাচ্ছ গো—আমি যে তোমায় না দেখে একদণ্ড থাকতে পারি না গো, দোহাই গো—দোহাই তোমার

[সঙ্গে সঙ্গে দামামা শিঙ্গা বাজিয়া উঠিল বন্দুকের গর্জ্জন শোনা গেল মশাল হাতে প্রহরীর প্রবেশ, মশালের আলোয় মুরাদ ও সরস্বতীকে দেখা গেল]

মুরাদ। কসবি কসবি—

মুর। তাতো বলবেই—তোমার জন্যে কিনা করেছি—সেই তুমি আমাকে একলা ফেলে পালাচ্ছ, লজ্জা করেনা তোমার—ছি ছি—

(কিল্লাদারের প্রবেশ)

কিল্লা। এত গোল কিসের? এ কি! এত রাত্রে সাহাজাদা—

সর। আমাকে একলা ফেলে জনাব পালাচ্ছিলেন—তাইতো কেঁদে উঠেছি গো, প্রাণ আমার কি করছে গো—

(নেপথ্যে বন্দুকের আওয়াজ)

কিল্লা। সাহাজাদা, সম্রাটের আদেশ অমান্য করে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়েছিলাম—তার প্রতিফল— [জনৈক রক্ষীর প্রবেশ]

রক্ষী। এক দুষমণ পালাবার চেষ্টা করছিল আমি তাকে গুলি করেছি।

কিল্লা। ছিঃ সাহাজাদা—

মুরাদ। তোমার যা খুসি করতে পার, বান্দাকে মুরাদ কৈফিয়ৎ দেয় না।

কিল্লা। কৈফিয়ৎ কাজীকেই দেবেন—

মুরাদ। কাজী?

কিল্লা। আলীনকীব হত্যা অপরাধে—কাজীর বিচারে প্রাণ দণ্ড আপনার শাস্তি। অবশ্য যদি বিচার চান, কাজী আপনাকে সে সুযোগ দেবে।

মুরাদ। আওরঙ্গজেবের কাজীর সামনে বিচার প্রার্থী হয়ে দাঁড়াবো? ভাগ্যে যা আছে তা হবে—কিন্তু বিচার প্রার্থনা করে নীচ হতে চাই না।

কিল্লা। শৃঙ্খলিত কর

[রক্ষী শিষ্টাচারে—সেলাম করিয়া শৃঙ্খল লইয়া দাঁড়াইল মুরাদ নির্ভীক ভাবে হস্ত প্রসারণ করিলেন]

সর। হায় হায় আমার কি হোল গো—আমার যে বেগম হবার বড় সাধ ছিল গো,—আমি মলে দোয়েম 'তাজ' আর হবেনা গো—

[সুলেমান ছুটিয়া আসিল]

সুলেমান। চাচা, পোস্তা খাও পোস্তা। বাদশা হতে চাও বাদশা হবে ফকীর হতে চাও ফকীর হবে। আমীর মিস্‌কিন বাদশা সব ঐ পোস্তায়—পোস্তা খাও, চাচা, পোস্তা খাও—হাঃ হাঃ হাঃ

(উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য

দিল্লী, প্রাসাদ কক্ষ কাল—শেষ রাত্রি

[পালঙ্কে নিদ্রিত সম্রাট আওরঙ্গজেব—মৃদু নীল আলোয় কক্ষ আলোকিত। সন্তর্পনে সতর্ক পদক্ষেপে আলুলায়িত-কুন্তলা এক নারী কক্ষে প্রবেশ করিলেন। রমণী পালঙ্কের নিকটবর্ত্তী হইয়া নিদ্রিতের মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন, পরে কটিতট হইতে ছুরিকা বাহির করিয়া সম্রাটকে হত্যার জন্য হস্ত উত্তোলন করিলেন, তীক্ষ্ণ অস্ত্র ঝক্ ঝক্ করিয়া উঠিল। পরক্ষণে অস্ত্র নামাইয়া নারী নিদ্রিতের প্রতি চাহিয়া কি ভাবিলেন, শেষে শয্যা প্রদক্ষিণ করিয়া উপাসনার ভঙ্গীতে বসিলেন, কিছুক্ষণ পরে রমণী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বিস্ফারিত নেত্রে উদীপুরী যেন কাহার উদ্দেশ্যে বলিতে লাগিলেন]

ক্ষমা? কেন—কেন, না না ক্ষমা নেই। তোমার সহোদর কিন্তু আমার কে? বিবাহ! কে বিবাহ করেছে, উদীপুরী? মিথ্যা—মিথ্যা উদীপুরী বিবাহ করেনি, কপট আওরঙ্গজেব নিকাহ করেছে তার এই রূপ আর যৌবন।

ক্ষমা, কিসের ক্ষমা? সাম্রাজ্যের লোভে যে দয়া মায়া স্নেহ ভোলে রক্তের মর্য্যাদা বিস্মৃত হতে পারে, আজার বাইজানী উদীপুরী তাকে ক্ষমা করে না। উদীপুরী জানে শুধু প্রতিশোধ—হ্যাঁ প্রতিশোধ।

[উন্নত মস্তকে উদীপুরী আওরঙ্গজেবের প্রতি চাহিলেন—দুই চক্ষু যেন জ্বলিতে লাগিল। ধীরে ধীরে উদীপুরী শয্যা প্রদক্ষিণ করিয়া সম্রাটের মাথার নিকট দাঁড়াইয়া সম্মোহন প্রক্রিয়ার দ্বারা সম্রাটকে অভিভূত করিতে করিতে স্থির উচ্চকণ্ঠে ডাকিতে লাগিলেন]

উদী। আওরঙ্গজেব—

সম্রাট আলমগীর—

বাদশাহ আলমগীর গাজী—

আবুল মুজাফর মুহিউদ্দীন মহম্মদ আওরঙ্গজেব—

আও। (নিদ্রা জড়িত কণ্ঠে) কে ?

উদী। আজার বাইজানী উদীপুরী—

[আওরঙ্গজেব উঠিয়া বসিয়া সভয়ে বলিলেন]

আও। উদীপুরী বেগম !

উদী। না, শুদ্ধমাত্র উদীপুরী—

আও। উদীপুরী, তুমি জানো সিরাজী আমি স্পর্শ করি না।

উদী। জানি, কিন্তু তুমিতো জানো সিরাজী না হলে আমার চলে না—

আও। যাও উদীপুরী, রাত্রি গভীর—বিশ্রাম চাই—

উদী। এ কি আদেশ না অনুরোধ ?

আও। উদীপুরী, আমি তোমাকে ঘৃণা করি—

উদী। হাঃ হাঃ হাঃ রাত্রির অন্ধকারে নিজের সত্তা হারিয়ে ফেলেছ বাদশা ? জিন্দাপীর আলমগীরের মুখে সত্য প্রকাশ হাঃ হাঃ হাঃ

আও। উদীপুরী, আমার বিশ্রাম প্রয়োজন—

উদী। বিশ্রাম ? কেন ? সম্রাট শাহজাহান নেই—দারা মুরাদ সুজা নিহত, সুলেমান মৃত—তাই বুঝি নিদ্রার আয়োজন, তাই বুঝি নিশ্চিন্ত আরাম চাও সম্রাট ?

আও। আমার অনুরোধ সত্ত্বেও তুমি সিরাজী ত্যাগ করতে পারনি—

উদী। আওরঙ্গজেব দুনিয়ার অনেক কিছুই চান না, তাঁর পৃথিবী—তাঁর জগৎ—আবদ্ধ শুধু কোরাণের দুই আবরণে—কিন্তু বাদশা, দুনিয়া আরো বড়—তোমার ধারণার চেয়ে অনেক বড়—

আও। আমার অনুরোধ তুমি যাও—

উদী। অনুরোধ? জীবনে কার অনুরোধ তুমি রেখেছ আওরঙ্গজেব? পিতাকে বন্দী করেছ, ভ্রাতাদের হত্যা করেছ, তারাও তো অনুরোধ করেছিল, তুমি রাখনি। আজ—আমি যদি তোমার অনুরোধ না রাখি?

আও। দোহাই উদীপুরী, আমার বিশ্রাম—

উদী। বিশ্রাম? বাদশা আওরঙ্গজেব গাজীর বিশ্রাম, যেহেতু কোন শত্রু জীবিত নেই, না সম্রাট? কে বলে নেই? চেয়ে দেখ—চেয়ে দেখ কপট তোমার শিয়রে, হাঃ হাঃ হাঃ

[উদীপুরীর হাসির সঙ্গে সঙ্গে নেপথ্যে বাদ্যযন্ত্রের ঝঙ্কার উঠিল শূন্যে দেখা গেল পাত্রে রক্ষিত অবস্থায় দারার ছিন্ন মুণ্ড]

আও। কে কে কার! ওঃ মহৎ উদার ভাই—

উদী। ভাই? না না শত্রু—বিধর্মী—কাফের—

আও। উদীপুরী—উদীপুরী—

উদী। ভয় কিসের সম্রাট, পার্শ্বে দেখ—

[দারার ছিন্নমুণ্ড মিলাইয়া গেল, শৃঙ্খলিত মুরাদের প্রতিমূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিল]

আও। মুরাদ মুরাদ—সিংহাসন নাও ভাই—সাম্রাজ্য সাম্রাজ্য চাই না তবু-তবু—

উদী। তোমার কীর্ত্তি—তোমার কীর্ত্তি আলমগীর—এখনো শেষ নয়? আরো আছে কীর্ত্তিমান—

[মুরাদের পরিবর্ত্তে সুজার মৃত্যু দৃশ্য ফুটিয়া উঠিল]

আও। উঃ, কি ক্ষত বিক্ষত সর্ব্বাঙ্গ! রক্ত রক্ত, চতুর্দ্দিকে কেবল রক্ত, রক্তের প্রবাহ—সুজা সুজা ভাই আমার, আমি নই, আমি আমি হত্যা করিনি—

[সম্রাট দুই হস্তে চক্ষু ঢাকিলেন, পোস্তার পাত্র হস্তে কঙ্কাল মূর্ত্তিতে সুলেমানের আবির্ভাব, সুলেমানের স্পর্শে আওরঙ্গজেব চমকাইয়া উঠিলেন]

আও। ক্ষমা ক্ষমা, বৎস, ক্ষমা কর—

[কঙ্কাল পোস্তার পাত্র বারবার আওরঙ্গজেবের মুখের নিকট ধরিতে লাগিল, আওরঙ্গজেব কম্পিত পদে পলায়নের চেষ্টা করিলেন, শেষে উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় চলিতে লাগিলেন, কঙ্কাল অদৃশ্য হইল]

আও। একি! একি! কোথায় নিয়ে চলেছ তোমরা, জীবনের পরপারে—বেহেস্তে না জাহান্নমে—। উদীপুরী উদীপুরী—বাঁচাও—বাঁচাও—তোমার পুত্র, তোমার পুত্র ভবিষ্যৎ সম্রাট—

উদী। হাঃ হাঃ হাঃ আমার পুত্র ভবিষ্যৎ সম্রাট, হাঃ হাঃ হাঃ—

আও। (নতজানু হইয়া করজোড়ে বলিতে লাগিলেন) হে অশরীরী—হে মুক্তাত্মা—ক্ষমা কর ক্ষমা কর—

উদী। ক্ষমা, মানব ভাষার পবিত্রতম শব্দ ক্ষমা—সর্ব্ব ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতম বিধি ক্ষমা—ঈশ্বরের পরম দান ক্ষমা, ক্ষমা চাইতে পারছ শয়তান? জীবনে ক্ষমা কাকে বলে জানো আলমগীর?

আও। উদীপুরী—উদীপুরী বাঁচাও, না হয় হত্যা কর—অসহ্য—অসহ্য—

উদী। বাঁচতে চাও বাদশা ?

আও। দোহাই তোমার—

উদী। নাও—(ছুরিকা লইয়া) আমুল বিদ্ধ কর তোমার বুকে—

আও। তাই দাও—তাই দাও—

[আওরঙ্গজেব অস্ত্র লইয়া স্বীয় বক্ষে আঘাতের জন্য হস্ত উত্তোলন করিলেন সঙ্গে সঙ্গে উদীপুরী সম্রাটের হাত চাপিয়া ধরিয়া সম্রাটের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিলেন ; অভিভূত সম্রাটকে শোয়াইয়া দিয়া পুনরায় উদীপুরী শয্যা প্রদক্ষিণ করিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বাহিরে প্রভাত আলোক ফুটিয়া উঠিল, প্রভাতী নহবৎ বাজিতে লাগিল। সম্রাট উঠিয়া বসিলেন উদীপুরী অভিবাদন করিলেন]

আও। উদীপুরী, সমস্ত রাত তুমি তাহলে—

উদী। (স্বাভাবিক স্বরে) না জাঁহাপনা, হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল—
আপনার আর্ত্তনাদ শুনে ছুটে এলাম—

আও। আর্ত্তনাদ ?

উদী। হ্যাঁ জনাব, নিদ্রাঘোরে আপনি—

আও। হ্যাঁ—স্বপ্নের বিভীষিকা—

[দিবালোক স্পষ্টতর হইয়া উঠিল, চারজন সৈন্যধ্যক্ষ প্রবেশ করিল। তাহারা সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীকে দেখিয়া অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল]

উদী। সম্রাটের হারেমে—হারেমে কেন শয়ন কক্ষে সশস্ত্র প্রহরী !
কিন্তু কে সে শত্রু জাঁহাপনা ?

আও। শত্রু ? আলমগীর অজাতশত্রু উদীপুরী—

(উদীপুরী কুর্নিশ করিতে করিতে বলিলেন)

উদী। বিশ্ববিজয়ী অজাতশত্রু সম্রাট দীর্ঘজীবি হউন, শাহেনশাহ,
আমার পুত্র তাহলে ভবিষ্যৎ সম্রাট ?

(আওরঙ্গজেব উদীপুরীর পানে সবিস্ময়ে চাহিলেন, উদীপুরীর অট্টহাসিতে কক্ষ যেন কাঁপিয়া উঠিল) **জানি জানি জাঁহাপনা, স্বপ্নের প্রলাপ—**

(অভিবাদনান্তে প্রস্থান)

আও। (উঠিয়া দাঁড়াইলেন) **স্বপ্ন—স্বপ্নের বিভীষিকা - কিন্তু—কিন্তু যখন স্বপ্ন ভাঙ্গে, সম্মুখে দেখি উদীপুরী—**

[সহসা আওরঙ্গজেব শয্যা হইতে উদীপুরীর ছোরাখানি তুলিয়া লইলেন, পরক্ষণে উপাধান তল হইতে স্বীয় অস্ত্রখানি গ্রহণ করিলেন। দুইহাতে দুইখানি অস্ত্র লইয়া সম্রাট ভাবিতে লাগিলেন]

আশ্চর্য্য !

অষ্টম দৃশ্য

দিল্লী-দেওয়ান-ই-খাস কাল-অপরাহ্ন

[তখতই-তাউসের সোপানে টুপি সেলাই রত সম্রাট আওরঙ্গজেব, দুই পার্শ্বে সভাষদগণ —সম্মুখে দানেশমন্দ খাঁ ও শেখ-উল-ইসলাম]

দানেশ **জাঁহাপনা, সোমনাথে অগ্নিদান, বিশ্বনাথ, কেশররায় ধ্বংশ, হিন্দুকে আতঙ্কিত করে তুলেছে শাহেনশা। ক্ষুদ্র যোধপুর আজ পদানত, কিন্তু এ শুধু শক্তির অপব্যয়। জাঁহাপনা, অত্যাচার ধ্বংশ ডেকে আনে, হিন্দুর বিরুদ্ধে জিজিয়া—**

আও। (কোন দিকে না চাহিয়া বলিলেন) **কাজী সাহেব—**

শেখ। **জাঁহাপনা, আপনাকে বলার মত আমার কিছু নেই, তবে মনে হয়, শক্তি বলে রাজ্য জয় সহজ, কিন্তু অস্ত্রবলে ধর্ম্ম প্রচার—**

আও। (টুপি সেলাই রাখিয়া শেখ উলের প্রতি চাহিলেন) **ধর্ম্মপ্রচার !**

শেখ। শাহেন শা, জিজিয়া নিপীড়িত দরিদ্র হিন্দু ইসলাম গ্রহণে বাধ্য হচ্ছে জাঁহাপনা, মুসলমান প্রজা বাণিজ্য কর থেকে রেহাই পেয়েছে— অথচ অগনন হিন্দুর বেলায়—

আও। দানেশমন্দ খাঁ ?

দানেশ। ইসলাম গ্রহনকারী হিন্দু পায় পুরস্কার, অথচ ধার্ম্মিক দরিদ্র হিন্দু যারা, তারা আজ পদে পদে লাঞ্ছিত। জাঁহাপনা, অত্যাচারে মৃত জাতিও জেগে ওঠে—মথুরার কৃষক আর নারনোলের সৎনামীরাই তার প্রমাণ—

আও। মুঘল সাম্রাজ্যে যারা মসজিদের অসম্মান করতে চায়, তাদের ধ্বংশ খোদার ইচ্ছা।

শেখ। জাঁহাপনা, শক্তিবলে বিদ্রোহ দমন সহজ, কিন্তু মানুষের মনের দাগ মোছেনা শাহেন শা। নারনোলের মসজিদ ধ্বংশকারী শয়তানরা শাস্তি পেয়েছে সত্য—কিন্তু এই বিশাল হিন্দুস্থানের বহু হিন্দু মন্দির কি নিশ্চিহ্ন নয়—বহু প্রাচীন দেবালয় কি ধ্বংশ স্তূপে পরিণত নয় ?

দানেশ। শাহেন শা, যে শাসনে সঙ্কীর্ণতা আর গোঁড়ামী প্রশ্রয় পায়, যেখানে ধর্ম্মানুরাগ শুধু অত্যাচার। শাহেন শা, ইসলামের অর্থ কি শান্তি নয়, বিধর্ম্মীর প্রতি উদার ব্যবহার কি ইসলামের বিধান নয় ?

আও। (সিংহাসন গ্রহণ করিলেন) বলুন, কি চান আপনারা—।

শেখ। জাঁহাপনা, জিজিয়া রদ করুন, হিন্দুকে বিশ্বাস করুন। রাজপুতানার যুদ্ধে সাম্রাজ্যে দেখা দিয়েছে—শুধু বিশৃঙ্খলতা। সম্রাট-আকবরের সাম্রাজ্যের চেয়ে মুঘল সাম্রাজ্য আজ

সুবিস্তৃত, কিন্তু জাঁহাপনা, এই সুবিশাল সাম্রাজ্যে যদি একটার পর একটা বিদ্রোহের আগুণ জ্বলতে থাকে, তবে সে বিদ্রোহ-বহ্নিতে, হয়তো শেষ পর্য্যন্ত, মুঘল-শক্তি মুঘল-সাম্রাজ্য ভস্মীভূত হয়ে যাবে।

আও। মুঘল-সাম্রাজ্য মুঘল-শক্তি বিদ্রোহের-আগুন—তারপর তারপর খাঁসাহেব ?

দানেশ। সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধি শুধু মুশলমানের দান নয় জাঁহাপনা, হিন্দুর বিরুদ্ধে এই অস্ত্রধারণ—

আও। হিন্দু ? কাদের হিন্দু বলতে চান ?

দানেশ। জাঁহাপনা, মুশলমান জাত যাদের শক্তিবলে পরাজিত করে হিন্দুস্থান অধিকার করেছেন—মুঘল সাম্রাজ্যের সেই অগনন প্রজাই হিন্দু, শাহেন শা।

আও। না খাঁ সাহেব, হিন্দুস্থানে হিন্দু নেই।

দানেশ। জাঁহাপনা!

আও। হিন্দুস্থানে হিন্দু ছিল তখন, যখন গ্রীক শক হুন এসেছে—রাজ্য স্থাপন করেছে—কিন্তু হিন্দু তার প্রাণ শক্তি দিয়ে তাদের আপনার করে নিয়েছে। বিদেশী বিধর্ম্মী নিশ্চিহ্ন হয়ে মিশে গেছে হিন্দুর সঙ্গে। হিন্দু ছিল তারা, যারা মুশলমান অধিকারের বহু আগে ইসলাম সাধকদের মসজিদ নির্ম্মাণ করে দিয়েছেন—সেই তাদের আমি বলি হিন্দু, তাদের দিতে চাই শ্রদ্ধা। তারাই হিন্দু যারা যুগে যুগে নূতন সংস্কৃতি নূতন সম্পদকে নিজস্ব করে নিয়ে জাতিকে এগিয়ে দিয়েছে। আজ, আজ হিন্দু নেই,—

হিন্দু আজ মৃত, তাই এই মৃত জাতটার ললাটে এই দুরপনেয় কলঙ্ক কালিমা, এই অস্পৃশ্যতা। এই পাপ আমি দূর করবো, তাতে মুঘল সাম্রাজ্য ধ্বংশই পাক আর যাই হোক। জিজিয়া দিতে হিন্দু বাধ্য—

দানেশ। জাঁহাপনা, সম্রাট আকবর হিন্দুদের যে অধিকার দান করেছেন—

আও। দানেশমন্দ খাঁ, অধিকার আর অনুগ্রহ দুটো এক নয়—

শেখ। তথাপি বিবেচনা করুন শাহেন শা—

আও। বিবেচনা করেছি, তাই জিজিয়া আমি চাই। শতাব্দির পর শতাব্দি পাশাপাশি বাস করে, কেন এই প্রভেদ, কেন এই বিদ্বেষ, কেন এত ঘৃণা—

দানেশ। বিজেতা বিজিতের স্বভাব জাঁহাপনা—

আও। হিন্দু কি হিন্দুকে ঘৃণা করেনা? হিন্দু সভ্য, হিন্দু উন্নত, হিন্দু উদার, তাই হিন্দুর মধ্যে রয়েছে 'পতিত'—এত বড় অন্যায় এত বড় পাপ—

দানেশ। সে বিচার ঈশ্বরের জাঁহাপনা—

আও। —শাসকের বিচার ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ বিচার খাঁ সাহেব—

শেখ। জাঁহাপনা, আরাবল্লীর অরন্য গুহা আজ মুঘলের শবে আচ্ছন্ন, মুশলমানের শব শৃগাল কুকুরের ভক্ষ্য, এর চেয়ে শোচণীয় আর কি হতে পারে শাহেন শা—

আও। কাজী সাহেব, পিতাকে সিংহাসন চ্যুত করে, ভাইদের বিতাড়িত করে, যে সাম্রাজ্য আমি গ্রহণ করেছি, আপনারা কি চান সে সাম্রাজ্য ধ্বংশ হোক?

শেখ। না সম্রাট—

দানেশ। —আমরা চাই আকবরের আদর্শ—

আও। আকবরের আদর্শ? খোসরোজ আর নৌরোজ বসিয়ে অসহায়া হিন্দু নারীর লাঞ্ছনা—কাফেরদের বাহবা নেবার আশায় জাতিস্মর জাহির করে হিন্দু পরিচয় দান

শেখ। জাঁহাপনা—

আও। আওরঙ্গজেব হিন্দু বিদ্বেষী, কিন্তু কজন হিন্দু হিন্দুকে মেনে চলে কাজী সাহেব? নিমাই নানক কবীর, ভেদ ত্যাগের অনুরোধ করেছেন, কিন্তু কজন হিন্দু তা মেনেছে? না কাজী-সাহেব, হিন্দু নেই। আওরঙ্গজেব হিন্দু বিদ্বেষী, যেহেতু সে চায় জিজিয়া—? কিন্তু খাঁ সাহেব, হিন্দুর তীর্থ স্নান আর চিতাভস্ম নিক্ষেপের করভার থেকে কে তাদের রেহাই দিয়েছে? সে এই আওরঙ্গজেব, হিন্দু বিদ্বেষী আওরঙ্গজেব।

শেখ। জাঁহাপনা, আর আমাদের বলবার কিছু নেই—

আও। অনুগ্রহ ভারে অবনত হিন্দু মনুষ্যত্বকে ভুলেছে, তাদের জাগাতে হলে আঘাতের প্রয়োজন? সে আঘাত আমি দেব—আমি চাই মনুষ্যত্বের জাগরণ—

দানেশ। জাঁহাপনা—

আও। দানেশমন্দ খাঁ, সহিষ্ণুতা মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণ, কিন্তু অত্যাধিক সহিষ্ণুতা মনুষ্যত্ব নয়। ধনুক নুইয়ে তীর নিক্ষেপ করতে হয়, কিন্তু অবনত ধনুতে কাজ চলেনা। হিন্দু জাত আজ অবনত ধনু, সহিষ্ণুতা তার দুর্ব্বলতা,—আঘাতে আঘাতে তারা যদি জাগে, ক্ষতি কি——

[জাহানারার প্রবেশ, সভাষদ্গণ অভিবাদন করিলেন আওরঙ্গজেব সিংহাসন হইতে নামিয়া আসিলেন, সকলে সম্রাটকে অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিল, সম্রাট জাহানারার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন]

জাহা। জাঁহাপনা—(অভিবাদন)

আও। (প্রত্যাভিবাদনান্তে) ভগিনী, আজ আমার পুণ্য দিবস, আমি চলেছি যুদ্ধে, ইসলামের বিজয় অভিযানে—

জাহা। শাহেন শা, ইসলামের বিজয় জ্ঞানের আলোকে, ধ্বংশের মধ্যে নয় জাঁহাপনা—

আও। ভগিনী—

জাহা। শাহেন শা, বিপুল সাগর তুল্য বিশাল আপনার সাম্রাজ্য—আপনার বিরুদ্ধে কে দাঁড়াতে পারে সম্রাট ? কিন্তু জাহাপনা, জলোচ্ছ্বাসে—ঝটিকায় শান্ত সমাহিত সমুদ্র বক্ষও আলোড়িত হয়ে ওঠে জনাব। জিজিয়া ভারে আপনার অগনন প্রজা আজ উত্যক্ত—

আও। ভগিনী—

জাহা। সম্রাট—

আও। রাজনীতি আজ দূরে থাক, আওরঙ্গজেব শুধু সম্রাট নয় তোমার ভাই, তুমি ক্ষমা কর বোন—

জাহা। জাঁহাপনা—

আও। পিতার ক্ষমা সে তোমার স্নেহের দান, আজ আজ আমি চাই তোমার ক্ষমা—

জাহা। ক্ষমা—

আও। জানি ভগিনী, রিক্তহস্তে এসেছি কিন্তু নিয়ে যাবো পাপের বোঝা। আওরঙ্গজেব কপট ভণ্ড নিষ্ঠুর সব সত্য—কিন্তু

মানুষ মানুষের কতটুকু জানে ? যতটুকু জানে বলে তার বিশ্বাস তার অনেক খানিইতো মিথ্যা—

জাহা। শাহেন শা—

আও। জানি বোন, তবু আমি মার্জ্জনা চাই, তুমি নারী, হৃদয়ে তোমার অফুরন্ত করুণা অবারিত স্নেহধারা, তোমার অশ্রান্ত স্নেহ পূন্য ধারায় আমায় পবিত্র করে দাও ধন্য করে দাও –

জাহা। (কাতর কণ্ঠে) জাঁহাপনা—

আও। আজ কি মনে পড়ে বোন, করুণ দিনের সে বিষাদ কাহিনী, স্নেহ মমতার প্রতিমূর্ত্তি করুণাময়ী মমতাজ, কালের আহ্বানে। চলেছেন ফেরদৌসের পথে, ক্ষীণ কণ্ঠে জননীর-শেষ অনুরোধ—

জাহা। সম্রাট আলমগীর—

আও। আমি অপরাধী, কিন্তু খোদার দরবারে হবে তার বিচার। আজ আমি তোমার মার্জ্জনা চাই (নতজানু হইয়া) সম্রাট শাহজাহান সম্রাজ্ঞী মমতাজের একমাত্র জীবিত পুত্র, তোমার একমাত্র জীবিত ভাই, তোমার ছোট ভাই--তোমার স্নেহের ভাই আওরঙ্গজেব :

জাহা। ওঠ ভাই, ওঠ বিশ্ববিজয়ী সম্রাট ভাই আমার—

[আওরঙ্গজেবের হস্তে চুম্বন দান]

আও। বিশ্বজয়ী সম্রাট ভ্রাতার শ্রদ্ধা-নতি নাও দিদি, নমস্কার তোমায় হে যুগ সম্রাজ্ঞী হে সাহিবৎ উজ্জ্মানী।

পরস্পরের অভিবাদনের সঙ্গে শেষ যবনিকা নামিয়া আসিল

অজয় দাশগুপ্ত প্রণীত অন্যান্য গ্রন্থ পরিচয়

'পলাশীর পরে'

১৷৷৹

ঐতিহাসিক নাটক

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

বঙ্গ সাহিত্য জগতের শ্রদ্ধেয় দাদা মহাশয়

স্বর্গীয় কেদার নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশীর্ব্বাদ —

প্রিয়বরেষু,

"পলাশীর পরে" নামের তোমার ঐতিহাসিক নাটকখানি পড়লুম। আমিও আশীর পরের লোক, পড়বার মত দর্শনশক্তি আর নেই। তারপর তোমার বইয়ের নামটি আমাকে চমকে দেয়। ও অপয়া নাম আবার কেন? সেইতো আমাদের পথে বসিয়েছে, কাঙাল করেছে, এ দুর্দ্দিনের সূচনা তো তা হতেই। অদৃষ্টের এ পোড়া পরিহাসের ইতিহাস পড়বার সময় আমার নেই। কিন্তু প্রথম দৃশ্যটি পড়বার পর সবটা পড়তেই হ'ল, নূতন কিছু পেলুম। পাঠান্তে ডায়ারীতে যেটুকু লিখে রাখলুম সেইটুকুই পাঠাচ্ছি।

শ্রীযুক্ত অজয় দাশগুপ্ত ভায়ার লেখা "পলাশীর পরে" বলে ঐতিহাসিক নাটকখানি পড়বার পর, আমার প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক ভায়াদের কাছে একটা নিবেদন জানাতে স্বতই ইচ্ছা হয়, তাঁরা যদি পূর্ব্ব প্রচলিত কল্পিত স্বার্থপুষ্ট কথাগুলিকে প্রমাণ সাহায্যে যথার্থ সত্যের রূপে প্রকাশ করতে প্রয়াস পান, তাহলে আমাদের সাহিত্য সেবা সার্থক হয়। পরাধীনদের অনেক অসত্যই নীরবে বহন করতে হয়। বছরে দু'একখানি পুস্তকও যদি এভাবে বাঙ্ময় হয়ে সত্যের মর্য্যাদা রক্ষাকল্পে সাহায্য করে—ইতিহাস গুলার ধর্ম্ম রক্ষা হয়।

নাটকটি অনাবশ্যক বাহুল্যবর্জ্জিত। লেখক স্বপ্নগুলির সাহায্য নিয়ে বইখানিকে চিত্তাকর্ষক ও সুপাঠ্য করেছেন।

আমার শরীর আর সুস্থ থাকে না ভাই, অবশ্য নালিশও নেই। এখন যে কদিন থাকা, এভাবেই। তোমরা ভাল থাক—আনন্দে থাক এই প্রার্থনা করি। তোমার চেষ্টা ও কষ্ট স্বীকার আমাকে যথেষ্ট আনন্দ ও আশা দিলে। শুভাকাঙ্খী—

শ্রীকেদার নাথ বন্দোপাধ্যায়

Palasir Pare—The central piece of this historical drama is Mirkasim, the patriotic and capable ruler who had the good of his people always at heart. Mr. Das Gupta has assimilated the available historical data and breathed life into the dead past. The vividly written drama, which is eminently fit for presentation on the stage, should certainly be widely read with pleasure and profit. Amrita Bazar Patrika.

প্রথম সংস্করণেই নাটকখানি বহু রসগ্রাহীর প্রশংসা অর্জ্জন করেছে। দ্বিতীয় সংস্করণে অনেক স্থলে সুচিন্তিত ভাবে পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন এবং নূতন অংশ সংযোজিত হওয়ায় নাটকখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়েছে। —দৈনিক বসুমতী।

বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণই তাহার জনপ্রিয়তার জলন্ত সাক্ষ্যদান করে। মীরকাশিম চরিত্রকে কেন্দ্র করিয়া রচিত এই গ্রন্থখানি বস্তুতঃ পলাশী যুদ্ধের অব্যবহিত পরবর্ত্তী যুগের বাঙ্গলার ইতিহাস নাটকাকারে বিবৃত করিয়াছে। পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত কলেবর এই সংস্করণটি পাঠক ও দর্শক সমাজে অধিকতর সমাদৃত হইবে বলিয়া আশা করি। —আনন্দ বাজার।

নবাব মীর কাসিমের ঘটনা অবলম্বনে "পলাশীর পরে" নাটকখানি লেখা। কোনরূপ কল্পনার সাহায্য না নিয়ে প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বন করে নাটক লেখার প্রচেষ্টা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। নাটকের চরিত্রগুলি জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে নাট্যকারের লিপিকুশলতায়। —যুগান্তর।

অতি সুন্দর ও সাবলীল গতিতে নাটকটীর উত্থান পতন নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে এই জাতীয় দেশাত্মবোধাত্মক নাটকের বড় প্রয়োজনই আছে।

—নবযুগ।

বিদেশী শাসন-শোষণে নিপীড়িত জর্জ্জরিত বাঙ্গালীর নিকট এই বইখানি যে আদৃত হইবে তাহা নিঃসন্দেহ। টেকনিকের দিক দিয়া এর নূতনত্ব অস্বীকার করা যায় না। —সোনার বাংলা।

দৃশ্যাবলীর সংস্থানে নাটকীয় ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে এবং সংলাপ রচনায় লেখক নাট্যজগতে নবাগত হওয়া সত্ত্বেও যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়াছেন। আলোচ্য নাটকখানি সম্পর্কে আর একটি উল্লেখযোগ্য কথা এই যে লেখক কল্পনায় রং ফলাইয়া ইতিহাসকে বিকৃত করেন নাই। —ভারত।

নাটকের চরিত্রগুলি যেমন জীবন্ত হইয়াছে তেমনি নাট্য-রসও অব্যাহত আছে। —কৃষক।

"কৃষ্ণ ভগবান"

একটাকা চার আনা

জন্মাষ্টমী – পূর্ব্বকথা—বৃন্দাবনে, ধনুর্যজ্ঞ—মথুরায়—দ্বারাবতী—যাদবে পাণ্ডবে—কুরুক্ষেত্রের সূচনা—কৌরবসভায় শ্রীকৃষ্ণ – কুরুক্ষেত্র—লীলাবসান ইত্যাদি অষ্টাদশ অধ্যায়ে জগৎপূজ্য শূরশ্রেষ্ঠ শ্রীশ্রীকৃষ্ণের অনুপম জীবনকথা।

কিশোর কিশোরীদের জন্য লিখিত বইখানি পাঠ করিয়া আমরা তৃপ্তিলাভ করিয়াছি, ভাষা প্রাঞ্জল ও সুমধুর। এই পুস্তক পাঠে ছেলেমেয়েরা উন্নত আদর্শের প্রেরণা লাভ করিবে। —আনন্দ বাজার।

শ্রীকৃষ্ণের জীবন কথার সঙ্গে মহাভারতের মূল ঘটনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় থাকাতে বইখানি ছেলেমেয়েদের পক্ষে যথেষ্ট উপযোগী হইয়াছে। —যুগান্তর।

আমাদের দেশে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা সুপ্রচারিত থাকা সত্ত্বেও কৃষ্ণ-নিন্দার বিরাম নাই। কৃষ্ণ সম্বন্ধে সর্বসাধারণের অজ্ঞতাই ইহার কারণ। সেই অজ্ঞতা দূরীকরণের জন্য লেখক কৃষ্ণ বিষয়ক বিবিধ আলোচনা করিয়াছেন। বইটি বহুল প্রচারের প্রচেষ্টা আবশ্যক। —দেশ।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জীবন-লীলা লেখক সরস ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। কিশোর-কিশোরীদের জন্য রচিত হইলেও সকলেই পড়িয়া আনন্দ পাইবেন এবং উপকৃত হইবেন। —প্রবাসী।

"রেল-কলোনী"

চার টাকা

"রেল-কলোনীর" পটভূমিকায় অপূর্ব্ব সুবিরাট উপন্যাস

In "Rail-Colony" Mr. Das Gupta depicts with unflinching frankness the life of the labourers and those who dominate their life.

Like a painter the author has paid Individual attention to every character of the novel and never hesitated to present the blunt human fact. The volume abounds in examples displaying the sincerity and sensitiveness of the author.

—Amrita Bazar.

রেল কলোনী একখানি বিরাট উপন্যাস, বহু চরিত্র ও বিভিন্ন ঘটনার সমাবেশে সাধারণতঃ উপন্যাসের গতি ব্যাহত হইয়া থাকে। কিন্তু "রেল-কলোনী" সেই দোষ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। চরিত্র-চিত্রন ও বর্ণনা-ভঙ্গীর সাবলীলতায় কাহিনীটী আগা গোড়া জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

—যুগান্তর।

"রেল-কলোনী" একখানি সুদীর্ঘ উপন্যাস। উহাতে লেখক "রেল-কলোনীর" হুবহু বাস্তবচিত্র অঙ্কনের চেষ্টা করিয়াছেন। বস্তুতঃ "রেল-কলোনী" অন্য দশজনের সমাজ হইতে যেন স্বতন্ত্র আর এক সমাজেরই জগৎ। সেখানে আছে শ্রমিকের দৈন্য এবং রোগ শোক পীড়িত গ্লানিময় জীবন, তার উপর আছে যাহারা শ্রমিক খাটায় তাহাদের অত্যাচার, উৎপীড়ন, তাহাদের হাতে নিপীড়িত মানবতার অপমাননা। বিরাট অসাম্যের পরিপ্রেক্ষিতেই নানা প্রেম-প্রণয়ের হাসিকান্নার মধ্যে গল্প আগাইয়া চলিয়াছে।নূতন পরিবেশে রচিত উপন্যাসখানি পাঠকদের ভালই লাগিবে।

— দেশ।

"পূর্ণিয়া কোর্ট" রেল ষ্টেশনকে কেন্দ্র করিয়া উপন্যাস গড়িয়া উঠিয়াছে। ব বিচিত্র মানুষ ভীড় করিয়াছে উপন্যাসটির পাতায়। কাহিনীর বৈচিত্র পাঠক সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। —আনন্দবাজার পত্রিকা।

লেখক "রেল-কলোনীতে" নানান type-এর চরিত্রের ভীড় জমিয়েছেন। তাহলেও সব চরিত্রগুলি বেশ ফুটে উঠেছে। —দৈনিক বসুমতী